কা য় কো বা দ

ভা নু ভা স্ক র

মালঞ্চ বুক সেন্টার
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট-৩১০০,
বাঙলা দেশ।

কায়কোবাদ
ভানু ভাস্কর

কপিরাইট /Copyright
ইমতেহান আলভা (Imtehaan Alva)

প্রোথোম প্রোকাশ
০১ মে, ২০১৯

প্রোকাশোক/ Published by
ভানু ভাস্কর (Vanu Vaskor)



চিরাগ
"ওই আলো আসে"

প্রোচ্ছদ পোরিকল্পোনা ও সজ্জা / Cover Design
ভানু ভাস্কর (Vanu Vaskor)

বর্নো বিন্যাস / Composed by
ভানু ভাস্কর (Vanu Vaskor)

মুল্য
১৯৯ টাকা

পরিবেশক
কোনো পরিবেশক নেই। লেখক নিজেই নিজেকে পরিবেশন করেন। তবে নিচে একটা ঠিকানা দেয়া গেলো।
মালঞ্চ বুক সেন্টার,
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট-৩১০০, বাঙলা দেশ।
মোবাইল ফোনঃ +৮৮ ০১৭১১ ৯৯৬০৩২

জেখানে পাওয়া জেতে পারে
অ্যাঞ্জেল লাইব্রেরি, ইসলামিয়া মার্কেট,
দোকান নম্বর - ১২০, নিলখেত, ঢাকা-১২০৫, বাঙলা দেশ।
মোবাইল ফোনঃ +৮৮ ০১৬১৬ ১৬৯০৯০।

KayKobaad. A peculiar book of biography penned and brought out by **Engr. Vanu Vaskor**. Published in May 2019. Price: BDT 199 (INR 181). Contact e-mail ID: vanu.vaskor@gmail.com. Mobile No.: +88 01712 730 735.

প্রাককথোন

প্রোতিপোত্তির পোরিচয় জেমোন নামেও প্রোকাশিতো, জা আসোলে পত্তোন-উত্তিশঠিতো জাগ্রতো, অপোরিচয়ের দহোন তেমোন পতোনে। তা নিমিলিতো, ব্রাত্য, অপ্রত্যাশিতো, অবাঞ্চিতো। জারে লোইয়ে এই কতা, তার নাম ছেলো কায়কোবাদ। তয় সমাজের উপোরের দিকি উইঠে গেলি সাদি নামের 'সা' এবঙ 'দি' জেমোন সোঙ্গিতের উদারা মুদারা থেকে তারায় তারায় উইঠে উচ্চারিত হয় জেমোন বোনিআমিন সাহেবের জামোই 'সাদি সাহেব' কিঙবা 'মিস্টার সাদি' নামে, আর ধোইসে গেলি ঠিক তার উলটো। তারা থেকে উদারা অর্থাত মাটিতে নাইমে তখোন শব্দো উচ্চারিতো হয়। জেমোন ছুইটে মেস্তেরির ছুয়াল 'ছাদি', জার নামের 'সা'ও ছুইটে জাইয়ে নিচে নাইমে 'ছা' হোইয়ে জায়। ঠিক তেমনি কোইরে 'কায়কোবাদ' নামটার কায়া থেকে 'কায়'ও খোইসে জাওয়া। কারোন ওই একই। অর্থাত পতোন। অতএব কায়কোবাদ এহোন শুদু কোবাদ বা কুবাদ নাম নিয়েই বিশশো সঙসারে আপোন কির্তি- অকির্তির আড়ালে সুখ- অসুখের বিবেচনাহিন অপ্রসঙ্গের একটা শুদু নাম।

****

আগেই কোয়ে থুচ্ছি, এই বোইডারে জোদি জিবোনালেখ্য বা জিবোনচোরিত কোইআনে, তালি দুনিয়ার তামাম জিবোনালেখ্য বা জিবোনচোরিতের গুসসা হোইয়ে জাবেনে, তাগোর নিজিগো মানহানির কতা আর না- ই বা কলাম। এডারে বরঙ কওয়া জায় - মেইড ইন বাট ইমাজিনেশন। এই সমাজের ভাইঙ্গে পড়া মানুসগে কোনো চোরিত্তির অয়না। চেস্টা- চোরিত্তির এরলি জা কিছু একখান বানানো জায় তারে আলেখ্য নাম দিয়ে জাতে তোলার নিয়েত অ্যারাও পাপ। ফলে এই বোইডার খেত্রে এই কতা কওয়া সহি হবেনে জে, বোইয়ের

নামে জার নাম, সেই নামে আসোলে কোনো চোরিত্তির আছে কি না তা বেক্তির নিজসসো খেয়ালের উপোরে ছেইড়ে দিলি মঙ্গল। তবে তার চে’ এই বরঙ কওয়া ভালো জে, এডা একটা কাল্পোনিক চোরিত্তির। তহোন আর বেক্তির বিচিত্রো খিয়াল নিয়ে সিমাহিন বৈচিত্রের জোটিলতা থাহেনা জে, তারে নিয়ে মানসির বিরাট আগ্রহ হোয়ে ওঠফে। আসোল কতা হোতিছে, জা ধারোনা অরা জায়, কল্পোনার সিমা আসোলে ততোদুরি। কিন্তু জা ভাবা জায় তার সাতে অস্তিত্তের কিছু হোলিও সম্মন্ধ থাহে।

জেমন ধরা জাক ভিনগ্রহবাসি পিরানি। জোদি কল্পোনা এরি জে, সেহানে কিছু না কিছু আছেই, এবঙ এতোদিন এই মর্তোবাসি জ্ঞানিগুনিরা তাদের জে আকার দিইয়েছেন তা আকারে-প্রোকারে অর্থাত ছলে বলে কোনো না কোনোভাবেই এই পৃথিবির কোনো কোনো জিবের মোতোন। এমোন কি কতোক ধারোনা করা ভিনগ্রহবাসি পিরানিরা মানসিরও মোতোন। বটে! অর্থাত ধারোনার বাইরে জা থাকতি পারে তা ধারোনা করা একমাত্র খোদা-তা’লার কর্মো। ওইহানে আমাগো হাত দিয়া বারন। আমাগো সেই খমোতার কিছুমাত্তরও নেই।

এই বোইয়ের শিরোনামের নামে জে চোরিত্রোখান, তা জতোই কাল্পোনিক হোক না কেনো, মিলিয়ে-ঝুলিয়ে দেখলি, খতায়ে দেখলি দেহা জাবেনে জে, আমাইগে আশাপাশের কারো না কারো সাতে তার রোইছে বিস্তর সম্পর্ক - মোনে-মনোনে, চলোনে-বলোনে, দোসে-প্রশঙসায়, কুট-কচালে, হালে-হকিকতে, ইজ্জোতে-মুরোদে। কল্পোনার সাত সমুদ্দুর তেরো নোদি শুদু না, গ্রহ-নকখত্রো পাড়ি দিয়ে লেখক গল্পো আমদানি করেন বোইলে তার বা তাদের জে গৌরব তা আসোলে বুজরুকি। আসোলে তা আমাগোরই প্রতিবেশের বিভিন্নো ঘটোনা ও চোরিত্তিরগো সাতে কিছু নতুন মাল-মশল্লার জোগান।

একজন লেখকের কৃতিত্তো আসোলে অতোটুহুই। কিন্তু কৃতিত্তের দাবির আওয়াজ শুনা জায় আরো বেশি দড়, সে মেলা জোরে। জার জেইরাম মোতি!

আচ্ছা জা হোক।

মানুস জহোন উপোরে ওটে, তহোন নিচের দিকির অনেক ছোটো ছোটো অর্থাত আমরা জারে তুছছো কাম কোই সেই ধরোনের কাজ করার সঙ্গতি অথবা মোতি হারায় সে। এই জোন্যিই তার দরকার একজন বা একাধিক চাকোর। গবোরমেন্টের কল্যানের জোন্যিই তাই চাকোরদের জিবিকা। কিন্তু উলটো এইরে এই কথাডা কওয়া হোইয়ে থাহে। তারা কন, আমরা হোলাম জাইয়ে তুমাগো দুন্যি। রাজনিতির মাটে আমরা অতি অল্পো কয়জন মানুসরে পাইছি জারা জিবোনে বিলাস সাধোন এরেননি। নিম্ন বর্গের মানসির দুন্যি তাই জা পারিশ্রমিক, তা তাগো কস্টের জিবোন চালোনার উপায়, কারো দান বা দয়া না। অতোএব শাসন জন্তরের আধিকারিকদের দেহানো মায়া আসোলে তাদের শতো ফাকিবাজির মোধ্যি জন্মো হওয়া আরো একটা মিথ্যে মন্তর। এই মিথ্যের উপোরেই চোলতি থাহে গবোরমেন্টের গাড়ি।

এই গাড়ি চালাইয়ে দিতি অনেকের সাতে একজন মানুস আইগোয়ে গিছিলো, তাতে তার নিয়েত ছিলো জে, গাড়িখান চালাতি জাইয়ে সে নিজিও এট্টু জাতি বাচতি পারে। কিন্তু বাচতি সে পারেনি জেরাম কোইরে সে চাইছিলো। তার জিবোনে পেচুর ভুল হোইছে। সে জহোন তা বুঝতি পারিছে, তহোন এতো বেশি সুমায় চোইলে গেইছে জে, আর সঠিক জিনিসটারে জিবোনে ফিরাইয়ে আনা সম্ভব হোইনি। কেমোন কোইরে ধস নামিছে জিবোনে তার বৃত্তান্ত এইহানে দিয়া গেলোনা। কারোন সব কতা সব সুমায় কওয়া জায় না, কওয়া ঠিকও না। তয় এই কথা কওয়া সহি হবেনে এহানে জে, সঙসারে বিচিত্রোতার কোমতি না

থাহার দুন্যি তাতে ভালো ও মোন্দো সবতা মিলেমিশে থাহে। কারো কারো জিবোনে খারাপডা জুইটে গেলিই সে হোইয়ে জায় পোতিত, ব্রাত্য।

আমাগো সমাজ হলো জাইয়ে ভাইঙ্গে পড়া, দুসিতো। সমাজের ভাঙ্গোনে বিচিত্রো ঘটোনা ঘটে। জা হওয়ার বোইলে মোনে অয় তা হয়না, হয় জাইয়ে জা না হবার তাই। এডা মানসিগো চিন্তার দিনোতা। সৃস্টিকর্তা এইরাম কোইরেই ফিট কোইরে রাহিছেন সমাজরে। এডারে মানতি হবে। কিন্তু সঠিক পথে সমাজরে চালাতি হোলি সেই চিস্টা করাডাও আমাগো দুন্যি অতি জোরুরি। আমরা চুপ কোইরে বোইসে থাহি কারোন আমরা ভাবি জে, জে জিরাম চোলতিছে চোলুক, আমার তো ভালোই জাতিছে। কি দরকার ঘরের খাইয়ে বোনের মোইস তাড়ানোর। এ রহোমের চিন্তার সমাজে সুজোগসন্ধানিরা পাইয়ে বসে। এখোন সুজোগসন্ধানিগো বসন্তকাল।

এই সমাজে কেউ খুব দ্রুত উইঠে জায়, কেউ ধিরে ওঠে, কেউ ধোইসে পড়ে, কেউ কোনোমতে বাইচে থাহে। এই বোইয়ের শিরোনামে আমাগো সমাজে আসোলে জুদি কোনো চোরিত্তির থাহে, তারেও ধোইরে নিচ্ছি এইরাম কোইরে অর্থাত কোনোমতে বাইচে আছে। ধোইরে নিয়া জায় জে, এই বোইয়ের লেহাও হয়তো এইরাম কোইরে খুড়ায়ে খুড়ায়ে বাইচে থাকপে। নাও থাকতি পারে। থাকলিই বা কি। আর না থাকলি?

তা কেউ জানে না।

ভানু ভাস্কর
২৯ আগস্ট ২০১৮,
কোরিয়ান পেনিনসুলা।

জারে এই বোইখান উতসর্গো কোল্লি ভালো অতো আর মোনডা শান্তি পাতো বোইলে মোনে ওতিছে, তিনি পুচাত্তোর বছোরের ধেড়ি উমোর লোইয়ে এহোনো পাল্লি সাইকেলডারে চালায়ে রুগির বাড়ি চোইলে জান, এমোন কি রাত তিনডের সুমায় হোলিও। ইনার প্রেসক্রিপশনরে শহোরের ভদ্দরশ্রেনির অভিজাত কিলাসের এবঙ মেলা কয়ডা ডিগ্রির পাশ দিয়ে হওয়া আধুনিক কোবরেজরাও তুচ্ছো কোত্তি পারিনি কোনোদিন। শহোরের আশরফ জাতের কোবরেজরা জান ও মাল অর্থাত কোড়ি, সবতাতেই রুগিরে কবোজ কোইরে ফেলান, ডাক্তারস আ(র) রিয়েল ডেকয়েটস, কিন্তু **ডাক্তার জালালউদ্দিন আহমেদ** হোলেন জাইয়ে সেই চিকিতসক জিনি নিরবেই দেশের সপকয়ডা শিকখিতো অথচ আদোপে বাটপাড় চিকিতসকগে অপদস্ত কোইরে ছাড়েন।
অবিশ্যি কেউ জুদি আমাগো পরোম প্রিয় ডাক্তার জালাল কাকার সেই সন্দেশ নাও জানলো, কি খোতি?



Engr. Vanu Vaskor is the author of a number of books account for poetry, story, juvenile stuffs, travel, philosophy, translation, prose and so on.

Nobody knows Vanu Vaskor. He is an islander he claims, a spoiled unsocial he attributes himself as. He used to teach in a university for a couple of years, but now is concentrating on PhD research in wind energy engineering after the completion of his study of Master of Engineering from Bangladesh University of Engineering and Technology along with another postgraduate degree in renewable energy engineering in Thailand.

His books sell like fungal cakes but the coins are trying to contribute the disabled, not in a healthy approach, and not possible too, to find a fortune for them, he claims. He has a fund by himself named 'Chiraag'. The coins from selling book and singing songs help nourishing the fund.

ভানু ভাষ্করের প্রোকাশিতো কিছু বোই

ক্রমিক নম্বর		বোইয়ের রহোম
১।	Felani and the States Audacity	কবিতা ও অনুবাদ
২।	বঙ্গের জিনি বন্ধু	কাব্যগ্রন্থ
৩।	দিতিয় কালরাত্রির কবিতা	কাব্যগ্রন্থ
৪।	The Elephant Man	অনুবাদ
৫।	The Legend of the Black Sea	অনুবাদ
৬।	শিশুপার্কের চোর	The Fifteenth Character এর অনুবাদ
৭।	A Scheme of TQM Implementation: Academic Institutions Perspective	Education Research. Published from Germany
৮।	কালের জাত্রি	গদ্য
৯।	সিজোফ্রেনিক	গদ্য
১০।	বাছা তোমার জোন্য	শিশুতোস
১১।	Voice from the Waste Land	অনুগদ্য- বাঙলা ও ইঙরেজি
১২।	অতিপ্রবন্ধ	প্রবন্ধ ও বক্তৃতা
১৩।	The Scent of Saint Martin’s	Travel
১৪।	The Principal Voice	Education, satirical prose

সুচিপত্তোর

এই কেতাবের চোরিত্তিরগুলো মালে
মালে সব আমদানি। অর্থাত ধোইরে
নিতি হবে কাল্পোনিক।

ভাইজান

আমাগো এক চাচার এই বিশশাস জোইন্মে গেইছে জে, তোশিকি ভাইজান হলেন জাইয়ে সবার মোইধ্যে বেশি মেধাবি। তোশিকি ভাইজান অল্পো বয়েসে মোইরে জাইয়ে আমাগো মোধ্যি জেই অমর হলেন, অমনি আমাগো চাচা গো ধরলেন, তোশিকিরে সবাইর চাইয়ে সেরা বানাতি হবেই। কিন্তু আমাগো মোধ্যি অনেকেই বিস্তর চিন্তা কোইরেও ঠিক বাইর কোত্তি পাল্লো না জে তোশিকি ভাইজান কেমোন কোইরে সবাইর মোইধ্যে সেরা হন। তিনি ইস্কুলির বৃত্তি পোরিকখায় কহোনো বৃত্তি পাননি, ইস্কুল কলেজের পোরিকখায় কহোনো ভালো ফলাফল কোত্তি পারেননি। আমাগো মোদ্যি একজনে তহোন কলো জে, সে তো আইনস্টাইনও তো ফেল মেরেছিলেন, তাতে কি তার মেধাসত্তো ঘুইচে গেইছে?

কথা ঠিক।

কিন্তু তহোন আবারা আরেকজনে জুক্তি খাড়া কললেন জে, জিবোনে মাঠের কোনো খেলায় তিনি পারোদর্শি হননি, এমোন কি ন্যুনোতমো জেটুক খেলতি জানলি মাঠে খেলায় একজোনরে নিয়োমিতো প্রত্যাশা করা জায় তার ধারে কাছেও জাননি। তিনি জে বড়ো কোনো সঙগঠোনবাজ, তারও কোনো প্রমান নেই। এইসব কথা চোলতি থাকলো।

অবশ্য পিনু সারের সাতে তারে কবে সেই একদিন এক মিছিলে দেহা গিছিলো। সুজা কাকা ও পিনু সারেরা জহোন গিরামের ছেলেগো আদর্শিক রাজনিতিতে হাতে খোড়ি দিতিছিলেন, তহোন তিন চাকার ভ্যানে কোইরে দাড়ানো অবস্থায় একদিন দেহা গেলো সয়ঙ গুরুমশায়গো সাতে তোশিকি ভাইজানের শিকখানোবিশি। এহোন এই কতা মোনে আসলি সবার আগে মোনডা ডাইকে কয় জে, চলন্ত ভ্যানে দাড়ায়ে, তার সাতে কয়েক দফা লাফাইয়ে লাফাইয়ে কেমোন কোইরে শ্লোগান দিতি হয়, আদর্শের শিকখার মেলা আগে এই লাফানোর টেরনিঙ আমাগো সুজা কাকা ও পিনু সারগো কাছেত্তে গিরামের ছেলেপেলেরা পাইছিলো। মহাবিশ্বের গ্রাভিটির শোক্তির

সাতে তাল রাইহে এই রহোম এইরে শ্লোগান দিয়া কি চাট্টিখানি কতা? পরে অবশ্য সুজা কাকার এই দলেত্তে ওই দলে জাইয়ে জাইয়ে জিবিকার সন্ধানের জে হাইস্যকর ও হাততালির ইতিহাস তা এই গলফের বাড়ির কানাচির ধারেত্তেও জাবেনানে বোইলে সেই প্রসঙ্গের ইতি টানা উচিত।

কিন্তু তাই বোইলে পিনু সারও?

ভাবলি মোনে খুব ব্যাথা লাগে। ইস্কুলির পিনু সারের মোতোন ইঙরেজির স্যারেরা কিলাসে আমাগো জেরাম কোইরে শিহাইয়েছিলেন, তাগো মোতোন স্যারেরা জহোন ফায়দা হাসিলের রাজনিতিতি নাইমে পড়েন তহোন ছাত্রোগে মোনে জে কস্টো লাগবে এইডা - ই অলো সাভাবিক। রাজনিতির সত্যিকারের উদ্দেশ্যডা আমাগো সুনার বাঙলাদেশের মাঠে মারা গেইছে জাইনেও সেই রাজনিতিতি নাম লেহানো একজন শিকখকের জোন্যি লজ্জার। কিন্তু এহোন আমরা জুগবোধ হারায়ে ফেলিছি, লজ্জাবোধের আর কোনো প্রোশ্নোই আসেনা। কতাডা বাঙলা সাহিত্যের বরোনিয়ো সুলেখক শওকত ওসমান কোইছিলেন।

লজ্জাবোধ আমরা মেলা আগেই হারায়ে ফেলিছি। তাই বোইলে সমাজে প্রতিশঠা পাওয়ার দুন্যি সুজা সারেগো মোতোন ইশকুলির নামধারি স্যারেরা ডায়রিয়ার মোতোন ঘোনো ঘোনো রাজনিতির আদর্শ বোইদলে ফ্যালবেন, নাম কামানো নামকাওয়াস্ত বাঙলার স্যারেরা জোমির জাল দলিল কোইরে নিজির ইহোলৌকিক ভোগের পেয়ালাকে উইসকে দেবেন, সুদের মোহরকে আত্মিক সিদ্ধির উপায় কোইরে নেবেন? সশিকখক শব্দডার মোনে অয় মানে বোইদলে গেইছে এহোন।

তহোন এগজনে আইগোয়ে আইসে কলো, এই কতা ভুল। খালি খালি মানসির উপোরে দোস চাপানো ঠিক না।

আমাইগে এগজনে তহোন কয়, বুঝোয়ে কও। সে আরো কলো জে, তুমি বাঙলার ছ্যারের কতা কোইয়ে আমার একখান গল্পো মোনে করাইয়ে দিছো।

সে গলফোডা আমারে কোয়নি, কিন্তু জা কোইছে তাতে আমি একখান জিনিস বুঝতি পারিছি। তা অলো, ইশকুলি জিনি বাঙলা পড়াবেন তিনি বাক্যগঠোনে ভালো হোলিও হোতি পারেন। ফলে জমির জাল দোলিলের ভাসারে নয়-ছয় করা জারা অঙ্কে ভালো তাগোর চাইয়ে তিনি ভালো হোলিও হোতি পারেন। অবিশ্যি সুদির টাহা গুনার দুনি্য অঙ্কের মেলা জ্ঞান দরকার নেই। সে জাক।

আমাগো মোদ্যির সে কলো, তালি ভাসানির ব্যাপারে তুমাগো কি চিন্তা? দল বদলানোর রাজনিতি কি সেও করেন নাই?

আমরা হাইসে দি তার কতা শুইনে। বুদ্ধু আর কারে বলে। ভাসানির রাজনৈতিক আদর্শরে জোদি কেউ জানতো, তালি এই কতা কওয়ার আগে তার শতোবার নাপাক ল্যাঙ্গোট অশুদ্ধ কৌপিন ধোলাই কোইরে আসা উচিত ছেলো। এহোন সুমায় হছছে জাইয়ে সুজোগ খুজার, আখের গুটানোর। দল বদোলের রাজনিতির মোদ্যি আইজকে এর বাইরি আর কিছু নেই। রাজনিতির মাটে এহোন ধান্ধাবাজ, ফাটকাবাজ, পিম্প, টাউট, ধড়িবাজ, মোক্তার, ডাক্তার, শিকখক সব এক হোইয়ে গেছে। নামাজের কাতারের মোতোন।

কোথায় গেলো শিকখার আদর্শ?

কার কাছেত্তে আমরা শেখফো?

****

তয় এ কতা সত্যি জে তোশিকি ভাইজানসহ আরো অনেক উঠতি জুবোকেরা সে সময়ে আদর্শের রাজনিতির কিছু শিকখা পাইছিলেন। আদর্শ ও রাজনিতি সমান্তরালে চলা উচিত। এক সুমায় সেরামই চলতো। আদর্শ না থাকলি সেবা করা জায় নাকি কোনোদিন? কেউ শুনিছে? রাজনিতি থেহে আদর্শ উবে গেলি সেই একই সুমায় কিন্তু গিরামও আদর্শের সেই মহান শিকখারে ধোইরে রাখতি পারিনি। এমোন কি গুরুমশাইদের অনেকেই জে সে সুমায়ে আদর্শ ছাইড়ে অনাদর্শরে

তির্থ বানাইয়ে তরুন ছেলেপেলেদের সপ্নোরে ভাইঙ্গে খান খান কোইরে দিছিলো, বিভ্রান্ত কোইরে দিছিলো, ভবিস্যত আন্ধার কোইরে দিছিলো সে ইতিহাসও সবাই জানে। গিরাম রাজনিতির ফায়দা হাসিল কোরতি ব্যর্থ হোইছিলো কারোন ব্যক্তিসার্থ জাইকে বোইসে সামস্টিক কল্যানরে খাটছেলে মাইরে দিছিলো। নোলি স্থানিয় রাজনিতির সব মাথামুন্ডু জে গিরামেত্তে জন্মো নিছে, সেই গিরামের চিহারা এরাম হোতি পারে?

গিরামের চিহারা কিরামের হোইছে তা নিয়ে বিতর্কো চোলতি পারে। তবে, রাজনিতির জারা মাথাধরা ছেলেন, তারা একটা কাম অবিশ্যি কোইরে গিছিলেন। তাগোর দুন্যি গিরামের উপোরে অন্য কেউ কুনো দিন মাথা উচু এইরে কথা কোতি পারিনি। আর গিরামরে রাজনিতির রক্তে রোঞ্জিতো কোরে শোক্তিহিন কোইরে ফ্যালার নস্টো ইতিহাসটা অবশ্যি অন্য কিসসা জা হোক। সে কিসসা বড়ো কস্টের, বড়ো বেদোনার। গলফের সমস্যা হোতিছে, একবার শুরু হোলি কোন দিকি জে ডালপালা ম্যালবে কেউ কোতি পারে না।

আছছা এবারা আসোল কতায় আসি গে।

তোশিকি ভাইজান অবশ্য বোহুত চেস্টা- চোরিত্তির কোরিছেন সব রকোমে দাড়াবার জোন্যি। এই চিস্টা- চোরিত্তিরের জোন্যিই আমাগো চাচার মোনে এই খিয়াল গাইছে জে, আইজ বাইচে থাকলি তুরা দেকতিস, সে কি একখান হোইয়ে জাতো। কথা ঠিক। তবে সে বোহুত আগের কথা।

ম্যাট্রিক পোরিকখায় প্রোথোম বিভাগে পাশ করার পরে তোশিকি ভাইজান পরিশেসে ভাবলেন জে, মান জেমোন কোইরেই হোক বাচাতি হবে। গিরামের মানসির বিশশাস ভাইঙ্গে দিয়া জাবেনা। কিন্তু মেলা প্রোকারে চিস্টা কোইরেও কলেজের ফলাফল তেমোন ভালো না হোলি তার মোন বেজায় খারাপ হোইয়ে গেলো। তহোন বাড়ি থেহে বহুদুরের এক সরকারি কলেজ থাইহে কি একখান ডিগ্রি লোইলেন। এতেও মানের তেমোন কোনো হেরফের না হবার পরে জহোন কি করা জায় তার ফিকির কোরতিছেন তিনি, তহোন হাওয়া বদলাইয়ে গেলো এই সুনার বাঙলাদেশের। বেসরকারি বিশশোবিদ্যালয় আইন নামে এক আইন পাশ হোইয়ে গেলো বাঙলাদেশে। তোশিকি

ভাইজানের মেধাসত্তের আইনও পাশ হোইয়ে গেলো সেই সময়। কারোন এই ধরোনের বিশশোবিদ্যালয় গোইড়ে দেশের উচ্চ শিকখাপিয়াসি ছাত্রোদের মোনে জে আশার আলো জলায়ে দিছিলো গবোরমেন্টে, তা অচিরেই নিইভে গেলো। সবাই অল্পো সুমায়ের মোধ্যি বুইঝে গেলো জে, না, বেসরকারি বিশশোবিদ্যালয় এহেবারে পোইড়ে পাশ করা বিশশোবিদ্যালয় না, এহানে নগদে টাকা হোলি সনদ মিলে জাবে অল্পেট্টু আয়াসে। আহারে আরাম! গুপাল ভাড়ের সেই রাজার নৌকো ভিড়েইয়ে বন থেকে হেগে আসার মোতোন আরাম। শুনেছি এরশাদ সাবও এরাম একবার বন থেকে হেগে এসেছিলেন। কিন্তু সেডা আবার গবোরমেন্টের টেকায় বৈদেশ ভ্রমোনের আরামের মোতোন। আচ্ছা সে জা হোক। সত্যিকারের শিকখাপিয়াসিদের হৃদয় ভাইঙ্গে টুকরো টুকরো হোইয়ে গেলিও হাদা-ভোদাদের তখোন বছোরে তিনটে ইদ। আমাগো ভাইজানে হাদারাম ছিলো না কহোনোই, কিন্তু অনেকের দেহাদেহি বাপের জোমি বিক্রি কোইরে সেই রকোম একখান বিশশোবিদ্যালয় ঢুন্ডে তিনি নেলেন।

এই অলো জাইয়ে গুড়ার কতা।

****

আমরা জহোন মার্কিন মুলুকে জন্মো হওয়া পাচ হাজার টাহার বোই আমাগোর সবার প্রিয় নিলখেত থেহে খোরিদ কোরে লিই পঞ্চাশ বাক - এ, এরও ক' সাল পুবে তোশিকি ভাইজানে বাড়ি আসেন কান্ধে বেগ ঝুলোইয়ে, তাতে দামি জিলেটের অভুতপুর্ব রেজর, কামানোর ক্রিম বা জেল বা ফোম, ফুরফুরে গোন্দোওয়ালা কামানো পরোবোর্তি লুশান, ফুচ ফুচ কোইরে বোগোলে মারা আকাশ ফুটো কোইরে দিয়ার জন্তর ঘ্রানওয়ালা এসপ্রে, ঘাম জাতি না বেরোয় তার দুন্যি পেচ মারা বোতলে জা তার নাম আঙরেজিতে কোইলে জা শুনোয় - কঠিন এসমার্ট একখান নাম রে বাপ - এন্টি পারসপিরান্ট স্টিক - এরাম হরেক রহোমের কায়দার জিনিস। আমাগের কয়জনে এই সব তেলেসমাতি দেইহে মাথা ঘুল্লিতি বাচিনা। বাপ রে, কি দুনিয়ায় চোইলে গেলো গো আমাগো ভাইজানে! জিলেট কোম্পানি সেই সময়ে আমাগো মোনে হতো জেনো ভাইজানের

জোন্য আলাদা ব্রান্ড তৈরি কত্তো। আমাগো এমোন মোনে হতো, কারোন পৃথিবি সম্পর্কে আমরা ছিলাম বেকায়দা রকোমের না- ওয়াকিবহাল। এই কতা কোতি আমরা খরুচে, রুচিবান ও পশ পৃথিবি বুঝোতি চাতিছি। কিন্তু এই সব দামি প্রোডাক্টের সাতে আরো জা একখান থাকতো তার কতা না কোলি এই গলফের কোনো সার্থকতা- ই থাহে না। কথা অলো, আরো বেশি চকচকে এট্টা জিনিস ভাইজানের বেগে থাকতো। মানে রাখতি অতো। এর নাম বোই। বিশশোবিদ্যালয়ে পোড়লি বোই রাখতি হয়। নোলি কিসির পড়া? অবশ্য বর্তমানে বাঙলাদেশ নামের জে এক অদ্ভুত দুনিয়া আছে, সেই দুনিয়ায় এই কতাডা তেমোন বাজার পাবেনানে। আচ্ছা জা হোক। ভাইজানের বেগের মোধ্যির ওই বোই সরাসরি আমেরিকা মুলুকে পিরিন্ট হয়। আমাগো সাইধ্য ও চিন্তার অ্যাহেবারে বাইরি। কিন্তু তহোন বেসরকারি বিশশোবিদ্যালয়ে পোড়তি হোলি লিটারেলি জেরাম এস্মার্ট হোতি অতো তাতি নিলখেতের পাইরেটেড ও ফটোকোপির বোই কি আর সমাজ রকখা কোরতি পাত্তো? ফলে তোশিকি ভাইজানের আর কি দোস!

ভাইজান গিরামে আইসে এই সব কান্ডোকির্তি কোইরে আবার শহোরে চোইলে গেলেন। কেউ কেউ জা পরিমান মাত হোইয়ে গেলো এই সবে! তোশিকি ভাইজানের নানি তারপরে আমাগো মোইধ্যে একজনরে একদিন পাইয়েই অমনি নিতান্ত গর্ব ভোইরে বল্লেন, তা দাদো তুমি তো আর পাইল্লে না আমাগো তোশিকির সাতে। কি আর কোইল্লে ভালো রেজাল্ট কোইরে?

গর্ব না করাডা- ই আসোলে ছিলো অজৌক্তিক। আধুনিক বিলাসি দুনিয়ার এই সব বুজরুকি দেইহে এমোন কি গিরামের বৃদ্ধা নারিরও কি একবার মোনে হয়নি, আহ কি এক দুনিয়া রে! আহা রে! একবার, উহ! জোদি একবার পাত্তাম এর সাদ লোইতে! বয়েসডা জানি কিরাম এইরে বেশি তাড়াতাড়ি বাইড়ে গেলো। কি অতো আরেট্টু দেরি এইরে এইরে বাড়লি!

এমোন ভাবাডা পোশ্চিমা দুনিয়ার কান্ডো কাব্বি দেইহে পোইকে জাওয়া জে কারো দুন্যিই অতি সঙ্গত ও সাভাবিক। তয়, আমাগো মোইধ্যে সেইজন ওই নানিরে জিজ্ঞেস করে, ঠিক বুঝলাম না গো নানি, খুইলে কন?

এবার নানি কিন্তু শেহানো বুলি আওড়াতে থাহেন তুতা পাহির মোতো, আরে ইঞ্জিনিয়ারিঙ পোইড়ে কি আর বিবিএ - এমবিএ ডিগ্রির কাছ ঘেসতে পারবানে? আমাইগে সুনার তোশিরে দেহিছো, খুদা গো! উরি মারে! আমার নাতিডায় কি একখান জিনিস হোইয়ে গেইছে গো আল্লা! কি মাল গো বাপ!

আমাইগে মোধ্যির সেইজন এবার নানিরে কয়, কিছু না বুইঝেই হয়ত কয়, তা নানি এই ডিগ্রির জে মান তা রাখতি হোলি কি বন্ধু ও বান্ধবিগো লইগে মাঝে মোইধ্যে মদ- শ্যাম্পেন গিলতি হয়?

নানি শ্যাম্পেন কি চেনেনা। নামও শুনিনি বাপের জম্মে। তোশিকি ভাইজানের দামি ব্যাগের মোদ্যি দামি বোই ও নিত্য প্রয়োজনিয় অন্যান্য আধুনিক জিনিসের সাতে একখান শেম্পেনের বোতলের সোহবত হোইলে আমরা নিশ্চিত নানি ভাবতেন শেম্পেন তো আর মদ না, এ হলো আধুনিক সমাজের সাতে জোগাজোগ রাহার উপায় মাত্র! অথবা তিনি হয়ত ভাবতেন, আধুনিক হোইয়ে উঠতি হোলে এ সব টুকটাক কোত্তি হয়!

নানির জোন্য আজ খুব দুকখো হয়। তিনি পৃথিবি ছাইড়ে চোইলে গেছেন। কিন্তু জাইনে জাতি পারেননি জে, ভবিস্যতে এই ডিগ্রি অতিতের জামানার চিঙড়ি মাছের বাজারের মোতোন সস্তা ও হাস্যকর হোইয়ে ওটফে। মুখে মুখে এই প্রসঙ্গে প্রচলিত একখান গলফো মোনে পোইড়ে গেলো। পানের এক দোকানদার পানের ব্যবসা কোরতিছে। পাশের বিল্ডিঙ কারা জেনো ভাড়া লোইছে। পরে সে বেটা জানতি পারে জে, এডা এট্টা বিশশোবিদ্যালয়। কিছুদিন জাওয়ার পরে সে জহোন সব কিছু বুঝতি পারে জে এডা এট্টা লেহাপড়ার কারখানা হোলিও টাহায় পাশ মেলে, তহোন ছেলেরে বলে, তুই এহোন এট্টু দোকান চালা, আমি এই দালানেত্তে একখান এমবিএ ডিগ্রি লোইয়ে আসি। জয়তু বেসরকারি বিশশোবিদ্যালয়।

****

আমাগো সেই চাচার তহোন গানের ইস্কুল চলে। চাচা জিবোনে এই একটা কাজই ঠিকভাবে কোরেছেন। সেডা হলো নিজি গান গাওয়া ও অন্যেরে শিহেনো। কিন্তু বাঙলাদেশ অর্থাত আউল-

বাউল- নজরুল- রবিন্দ্রনাথ- লালনের দেশে জহোন মাইকেল জ্যাকসনের আমদানি হোইলো তহোন নজরুল- উচ্চাঙ্গের গানে কি আর পেট চলে? অতোএব চাচা তহোন কার্যত বেকার। তানপুরার সুতা আর বরশির সুতা তাই এক হোইয়ে গেছে। অর্থাত নেই কাজ তো খোই ভাজ। চাচার এক ভাই কায়কোবাদ ছা পুসা এক খান চাকরি এইরে মাসে মাসে টাহা পাঠান বেনাপোল বন্দর থাইহে। সেই টাহা আইসে মেশে বড়োভাই মোকবুল মাস্টারের স্কুলমাস্টারির বেতনের সাতে। এতে চলে সঙসার। এডা আরো গুড়ার কতা। তয় দিন জহোন এগোয়ে গেইছে আরো কয় বছোর, তহোন সঙসার বড়ো হোলি ভাইগো মোধ্যি কেউ কেউ আলাদা থাকতি শুরু এরেন। তোশিকি ভাইজান হলেন জাইরে সেইরাম একজন ভাইয়ের ছুয়াল। কি গলফো কোতি কি জে কওয়া শুরু এরিছি! আসোল জায়গায় চোইলে জাই আবারা। ভাইজান জহোন শেম্পেন গিলে সিগারেট ফুকে সিয়াম দেশের দামি ডাবল- এ ব্রান্ডের ডিমাই সাইজের কাগজে কস্ট একাউন্টিঙ - এর কেস সলভ করেন, চাচা তহোনো ওই কালে বসশি দিয়ে মাছ ধরতি জান উত্তোরের বিলে।

এদিকে কায়কোবাদ আধুনিক দুনিয়া সম্পর্কে জতো বেখবোর, তার চেয়েও বেশি মাত্রায় সে জানেনা শিকখায় দিকখায় আধুনিক হোইয়ে উঠতি হোলি শিকখার মানের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক। বেটার শিকখার দৌড় আকখোরিক অর্থে মোল্লার মসজিদে দৌড়ানোর মোতোন, তবে কি না ছয় কিলাস পোড়তি জাইয়ে বেটা স্কুল বদলাইছে গুইনে গুইনে তিনবার। তবে কায়কোবাদ এডা জানতো জে স্কুল কলেজ পেরোইয়ে বিশশোবিদ্যালয়ের বারান্দায় গেলিও এই দেশে খরচ নিতান্ত কোম। তবে এরই মোইধ্যে জে দেশের শিকখায় একটা বিপ্লব ঘটানো গেইছে তার খবোর কি আর তার কাছে আসে? সব খবোর কি আর সবাই রাহে? রাহে না। রাখতি হয় না।

তোশিকি ভাইজান জহোন সবাইরে সাইজ কোইরে ফেলাইয়ে কায়কোবাদের দরজায় এলেন, কায়কোবাদ তহোন ইস্কুলির মাঠে শালিসে জাবার জোন্য রেডি হোতিছে। আবুলের বাশিতে আমাগো মৌসুমি ফুপু জোদি পাগোল না হয়, তো তার জোন্য শালিস চলে না।

কিন্তু আবুল নিজি দিওয়ানা হোইয়ে জোদি শাস্তিজোগ্য অপোরাধ করে তহোন? সমাজে এই রকোম কিছু কিছু খেত্রের জোন্যই শালিসের বিধান। শালিস না থাকলি শালিসির মানও থাহে না গিরাম ঘাটে। শালিস না থাকলি অপোরাধও বাড়ে। মেলা ব্যাপার।

তোশিকি ভাইজান কায়কোবাদরে বোলতিছেন, আপনি জানেন না কাকা, এ জে কি একখান ডিগ্রি! খুবই এসমার্ট পড়াশুনা কাকা।

কায়কোবাদ বলে, তা বাপ একটু বুঝাও!

তোশিকি ভাইজান শ্রাগ করেন, কাকা আপনি গিরাম ঘাটে থাইহে আর গবোরমেন্টের ওই রহোমের একখান ছুডো চাকরি কোইরে কি আর সব কথা বোঝবেনানে, তার চেয়ে শুধু সারটুকুই বলি, এই ডিগ্রি পয়সা ছাড়া চলে না। এর কায়দাডাই অলো জাইয়ে, পয়সা দাও ডিগ্রি নাও।

অবুঝের মোতোন কায়কোবাদ শুধু বলে, তা বাপধন, পয়সা তো ধরো দিলাম, তাতে কি পয়দা হোইবে?

তোশিকি ভাইজান বলেন, টাকা, কাকা, শুদু টাকা। উরি টাকা!

****

কায়কোবাদও শেসমেশ পটে জায়। ফলে শালিসের মাঠ বাদ দিয়ে তারে ছুটতি অলো ব্যাঙকের চেক হাতে লোইয়ে বাজারে, জাতে তার ভাইয়ের পো ভবিস্যতে সেরাম একজন ডিগ্রিওয়ালা হোইয়ে উঠতি পারে নতুন নিয়মের এই পড়াশুনার আতিশাজ্যে।

এমনি এইরে নিজের বাপের জোমি বেচা টাকা, এর- ওর কাছ থেহে ধার- হাওলাতের টাকা, চাচাদের পটাইয়ে আদায় করা টাকা, নানির মদা গুয়ো বেচা টাকা মায় মায়ের গলার সোনার চেন, নাকের সোনার নথ বেচা টাকা দিয়ে সোনার ছেলে তোশিকি ভাইজান রাজধানি ঢাকা শহোরে মানুস হোতি থাহেন বিদেশি বোইয়ের চকচকে পৃশঠা, বন্ধু বান্ধবদের তুমুল আড্ডাবাজি, ধুমপান- মদপান- চাপানসহ আধুনিকবাজির রমরমা জজ্ঞে। এতোগুলো পানের নেশা জার ছিলো,

তিনি পান খেতেন কিনা তা জানতে পারিনি আমরা, তবে পানের মোইধ্যে তামাকের তৈরি জর্দায় শুধু জর্দা নয়, জে গুল হয়, সে গুলও তারে নিতি দেহিছে আমাগো কয়জনে। এ বিসয়ে আর বেশি কতা না বাড়ানো মঙ্গলজনক। ভাইজান এইসব কোরিছেন হয়ত তিনি ভাবিছেন জে, উপোরে উটতি হোলি জে সব ছেলে- মেয়েগো সাতে বন্ধুত্তো হোইবে তারা এই জাতের বোইলে সমাজ আমারও রকখা করার দরকার আছে। এই ভাবনাডা ভুল কি শুদ্ধ তা লোইয়ে তর্ক হোতি পারে, কিন্তু আমাগো গলফের উদ্দেশ্য তা না। আমরা কিছু জিনিস জানতি চাতিছি আর শুনতি চাতিছি খালি, কাউরে খারাপ কোতি চাওয়া আমাইগে কাম না এহানে। আর অ্যাট্টা দুটো জিনিস আলাপ কোইরেই কাউরে ভালো বা খারাপ কওয়া জায় না। এডা কওয়া ঠিক না।

আমাগো একজন তহোন কলো, আরে ভাই, তুমি আমাগো ভাইজানরে নিয়ে এতোকখনে জা কোইলে এর পরেও আর কিছু কওয়া জায়?

এই কতাডা হক কতা হোলিও ভাইজান আমাগো অনেক নতুন জিনিস চিনায়েছেন বোইলে তার প্রতি আমাগো কিন্তু বিরাগ নেই। এইডা থাহাও উচিত না।।

তবে ভাইজানরে নিয়ে বানানো এই গলফো জোদি তারে খাটো করে, আমাগো সেই চাচা কিন্তু এ সব মানতি তহোন নারাজ হবেন। এর অনেক কারোন থাকলিও আসোলে, চাচা সব দেইখেও দেখতি পারেননি। চাচার সঙ্গে একই ঘরে থাকার সৌভাগ্য হোইছিলো আমাগো ভাইজানের। তার অ্যাট্টা ইতিহাস আছে। সেই কথা সঙখেপে কওয়া উচিত বোইলে মোনে হোতিছে -

বাঙলাদেশে সোঙ্গিত নামক নস্টো সুরের পৃথিবি তহোন বোইদলে জাতিছে নতুন নতুন তরুন কন্ঠশিল্পিদের সদম্ভ পদচারনায়। ততোদিনে আমাগো চাচার এক ছাত্রো ঢাকায় আইসে ‘তোমার কোনো দোস নেই আমারই তো দোস’ শিরোনামের এট্টা গান গাইয়ে আশাতিত হিট খাইয়ে গেলেন। কি কারনে এরাম এট্টা আমাশয় মার্কা ফালতু গান হিট খেয়ে সবাইরে ফিট কোইরে দেলো তা আমরা অনেক চিন্তা কোইরেও আবিস্কার কোরতি পারিনি। হিটের ধাক্কায় কি না জানি না, ছাত্রো কিন্তু ওস্তাদরে সামোয়িক ভুলে গেলো। ছাত্রোরে ওস্তাদ সরোনে রাখিছিলেন। ওস্তাদ

অর্থাত আমাগো চাচা ঢাকায় আসলেন, বাসা নেলেন, এবঙ বলা বাহুল্য সেই বাসাতে ভাইজান উইঠে গেলেন। সঙ্গত কারনেই ভাইজান জে আসোলেই একটা ইনজিনিয়াস, এডা চাচা টের পেলেন। আমাগে মোধ্যি এই অলো জাইয়ে ইতিহাস।

****

ভাবতিছি আমাগো রানা ভাইয়ার কথা। আমাগোর মোধ্যি একজনের তুতো ভাই সে। তা হোলিও তার নাকি আপন ভাইয়ের মোতো আপন। রানা ভাইজানে পাচ ও আট কিলাসে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পাওয়া জিনিস, পরে ডাবল স্টার পাইয়ে মাধ্যমিক ও হাই ইস্কুল উতরে বাঙলাদেশের সরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পোরিকখার মেধাতালিকায় উপোরের দিক হোতি চান্স পাওয়া নিখাদ অর্থাত খাটি মাল। তার ফুটবলের ড্রিবলিঙ দেখলি ছোটোকালে আমাগো মাথা ঘুরোতো। সবতাতেই সে ফার্স্ট। পড়ায় ফার্স্ট, খেলায় তুখোড়, গানে ফার্স্ট, আচরনে ফার্স্ট, চোরিত্রে সবার সিরা। মাগার তারে কেউ এই কথা কোনোদিন কোইলো না জে, রানা তুই- ই আসোল জিনিয়াস। তোর মোতোন আমাগো বাড়ি তো ছার, আমাগো তল্লাটেও কেউ নেই, এই এলাকায়ও নেই, আমাগো কাছেপিঠেও কেউ নেই। তুই হোলি জাইয়ে নিস্কলুসতার আইডল। রেজাল্ট তো অনেক বালে- ছালেও করে, অনেক হাদা- ভুদামার্কা গাধা- খচ্চোরেও আজকাল পিলাস মারে, কিন্তু তোর মোতো ভালো ছেলে হয় কয়জনে?

কেউ কোইলো না এই সব কথা।

কিন্তু কিডা জেনো সেদিন বোলতিছিলো জে, রানা ভাইয়ার এই খবোর আমাগোর মোধ্যি কেউ একজন অন্তোতো জানে। খুব গোপনে হোলিও নাকি জানে! কিন্তু কিডা জানে সেই কথাডা আর কেউ কোনোদিন জানলো না।

জাইনে কি ছাতার লাভ হয়?

২৯ জুন ২০১৭

মালিশের শালিস

কায়কোবাদ শালিসে চোলতিছে। ভলান্টারি কাম। এতে পয়সা মেলেনা। বরঙ জে কোনো এক পকখের বিস্তর অভিশাপ মেলে সুনিশ্চিত। গাও গিরাম আসোলে এরামই। কেউ অন্যায় কোললি তার শাস্তি হবে আইন অনুজায়ি। কিন্তু আসামি সব সময় তা মানতি নারাজ। ফলে শালিসে জোদি বিধান হয় জে, আসামিরে এহোন শাস্তি সরুপ পোদে পেদাইয়ে ঘুঘু দেহানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই, কায়কোবাদ পেছোন দিক দিয়ে তহোন কারো হাতে লাঠি তুইলে দেয় নিশশব্দে। কেনো তুইলে দেয় সেটা তহোন আর বেকখা কোরতি হয় না। ফলে মাইর খাইয়ে বাড়ি ফিরার ফতে আসামি অভিশাপ দেবে না তো দুয়া অরবে? কহোনোই না।

বেশ কয় বছোর এইরাম কোইরে গ্রাম্য শালিস কমিটির একজন সভ্য হোইয়ে কাজ কোইরে গেলো কায়কোবাদ। ফাও কাম। তয় অভিশাপের টিনির কাপ থাল তহোনো সোলো আনা পুইরে গেছে কিনা জানা জায়নি।

তবে পৃথিবি তহোন বেশ খানিকটা বোইদলে গেইছে। মানে, আগে গিরামে সুর্জো ঠিকঠাক পুর্ব দিকিই ওঠতো। বিহান বেলায় জাগো উটা অভ্যেস ছেলো সেই সুমায়, তারা রাস্তায় বেরোলিই দেকতি পাতো জে, সুতির বিলির ওইধার দিয়ে বারাইশে গিরামের আবদুলগো বাড়ির সামনে ডিস্টিক বোর্ডের রাস্তার ধারের বটগাছটার উপোর দিয়ে সুর্জো হাইসে দিছে। সুর্জের ঠ্যাঙ এর নিচ দিয়ে ঝক ঝক কোইরে টেরেন জায় তহোন। সেই টেরেনে কোই- টাকি মাছ, কোচু ঘেটু নিয়ে গেরামের মানসিরা বাচার জোন্যি শহোরে জায় বেচতি। টেরেন এহোন ইতিহাস। গবোরমেন্টের গোবুইরে মাথার দাবি, শাক বেচে কিন্তু টেরেনের টিকিট কাটে না। অতএব উঠাও টেরেন। তবে সুর্জো উটার এই খবোর আমরা পাইছি মোকবুল স্যারের কাছেত্তে। তিনি ফজরের নামাজ পোইড়ে সুতির বিলির ধারের কাচা রাস্তার ধারে জাইয়ে দাড়াতেন। অপেকখা কত্তেন কহোন সুর্জো ওটে। আমরা এর কারোন জিজ্ঞেস কোরলি তিনি একদিন কোইছিলেন, সুর্জো উটতি উটতি

জতোকখোন এর রঙ হাসের ডিমির কুসুমির মোতো থাকপে, ততোকখোন এক দৃস্টিতি তার দিকি চাইয়ে থাকতি হবে। বছোরের পর বছোর এই কাম কোত্তি পারলি বিরাট এক অসাইদ্য সাধোন এরা জাতি পারে। কি সেই ধন? মোকবুল স্যার আমাগো কোইছিলেন, মানুসরে বশ করা। এইরাম সাধোনা কোত্তি পারলি কেউ জোদি অন্য কারো চোহির দিকি তাকায় তালি সে আর তারে ‘না’ কোতি পারবেনানে কোনোকিছুতি। সবাই এহেবারে সম্মোহিতো হোইয়ে জাবে, অন্যের ইচ্ছে শোক্তিরে জয় কোইরে নিয়া জাবে।

মোকবুল স্যার বহুদিন ধোইরে বেহান বেলায় সুতির বিলির পাড়ে হাটাহাটি কত্তেন এই সন্দেশ সবাই জানতো। আমরা নতুন খবোর জানলাম। কিন্তু আগ্রোহের বিসয় অলো, স্যার আসোলে কি জিনিস বশ কোত্তি চাইছিলেন?

কারে?

*****

জা কোতিছিলাম। পৃথিবি বোইদলে জাআর পরে তা পোশ্চিম দিক দিয়ে উঠা শুরু কললো। ঠিক অতোটা না হোলিও একটু কাইত মোতো উঠতি থাকলো। জার হাতে তহোন খমোতা, তিনি এহোন অশরিরি, কিন্তু তহোন পেল্লায় সব কিছুতিই ঝাপায়ে পোইড়ে দাপায়ে গেইছেন কাপায়ে গেইছেন। ঘাপায়ে মাইর খাওয়া মানুসেরা হাপায়ে গেইছে, কেউ মুখ খুলিনি। ফাপায়ে ফাপায়ে অর্থাত ফাইপে ফাইপে, মানে কতা অলো ফুপিয়ে ফুপিয়ে অনেকে কান্দিছে।

খয়ের খা তহোন কায়কোবাদের বাটির কানাচ দিয়ে জাতিছিলো। তার খুব ইচ্ছে এত্তিছে জে, কায়কোবাদরে সাতে কোরে লোইয়ে এট্টু ঘুইরে আসে হুজুরের রাজপ্রাসাদে। জাত্রাপুরির ঘাইন ভাঙানো খাটি নারকোলের তেল তার হাতে। কায়কোবাদ কলো, খা’র গো ভিটেয় আমার আমের বাগানে ঘাস জন্মিছে পেচুর, চুয়া কোত্তি হবে, উহানে জাওয়ার সুমায় আমার নেই মেবো।

খয়ের খা কলেন, ওতে আর কয় টেকা। আম মিললিই কি আর ছালা পাবা? চলো ছালার সন্ধান কোরি গে। আম তো কুথাও না কুথাও ভোত্তি হবে, নাকি!

কায়কোবাদ বললো, তুমরা ছালা খোজো গে, তাতে পিঠির ছালও বাচে, সুমায়ে আম কেনো অন্য মালও কায়দা মতো ভরাও জায়। এমোনকি চুরির মালও। তবে দেইহো নিজিরাও ওর মোদ্দি কোনোদিন ঢুইহে না জাও আবার। আমার ডালা আছে, এতিই হবেনে।

খয়ের খা এতে এট্টু গুসসা কল্লেন, মুক বাকায়ে কলেন, শোনো কতা!

কায়কোবাদ সটান তার মুখের দিকি তাকায়ে তহোন কলো, আবার কতা কি মেবো! তুমরা হুজুররে দেখলি জে এহেবারে কেলায়ে পড়ো, আবারা রাস্তার গাছ বেইচে সাফা কোইরে দ্যাও। তাতে তুমাগো বালডাও কেউ ছিড়িটি পারে না। তুমরা কোইশে অন্যের জোমির জাল দলিল কোইরে গিরামের মানসিরে সারা বছোর দোইড়ির পরে রাহো, কিন্তু শালিসে তুমরা-ই আবারা সভাপতির আসন জাইকে বসো। এসব দেকলি আমার গা জলে জম্মের আন্দাজ সেও তুমরা জানো মেবো। আমি পাল্লি তুমাগো, না কিছু না, জাও। এহোন গা জলাতি চাতিছিনা, তুমি ফ্রি ফ্রি আইজকে আর এট্টু কেলাতি চাতিছো, কেলাও গে।

খয়ের খা কেলাতি চোইলে গ্যালো। না ক্যালায়ে উপায় নেই। জগোতে উত্তমের হক খাইয়ে জে বা জারা নিজির পিট বাচাতি চাইছে, তাগো সবারই ওই একই অবস্থা। উপোরওয়ালাদের ধোইরে নিজির অবস্থান শক্ত করা। সেডুক না কোত্তি পাল্লিও পিট তো কারো কারো বাচে!

কিন্তু আর কতোদিন?

****

কায়কোবাদ শালিসের ওহানে অর্থাত বাঙ্গোর ভিটের কুনায় কিলাবের সামনে পৌছোলো।

রায়ত বিসয়ের শালিস। রায়তের পাকা ধানে মোই দিচ্ছে জে বা জারা অর্থাত বিবাদি, তাদের ডাকা হলো। পাকা ধানে মই দিয়ার অভিজোগ গুরুতর।

রায়তও সয়ঙ এলেন। তিনি শোক্তিমানের আশ্রয় পেয়ে দিনে দিনে নিজেও জে সেরাম একজন হোইয়ে উঠিছেন সেটা বোঝা গেলো।

শালিসের অন্যতম সভ্য, জাল করার উস্তাদ কারিগর গিরামের মাথামোনি তারিখ আলি কহেন, রায়ত সাব জেডা কোইছেন এডা কিন্তু পাকা কথা কোইছেন।

আবদেল হান্নান নামে একজন শালিসি তাকে সমর্থন কোইরে বল্লেন, এক মত এক মত। এর বাইরে আইজ আর কোনো কতা হোইবে না।

হাবি খা কোইলেন, আমাগো হুজুরের রায়ত কি আর মিথ্যে কথা কোইতে পারে? কি কও তুমরা? বিবাদি জোমি হরন কোইরে লিছে এই হোইলো গিয়া আসোল কতা।

এইভাবে আরো মেলা কথা চোলতি থাকলো। কায়কোবাদ সব চিন্তা কোইরে দেখলো জে বিসয়টা ন্যায়বিচারের পরিপন্থি হোইয়ে জাতিছে। সে অন্যদের বলতে চালো জে, আরো তলায়ে দেহার দরকার জে আসোল দোসটা কার। এইভাবে খালি এক পকখের সব সঠিক আর অন্য সব বেঠিক ধোইরে নিলি কিরাম কোইরে ঠিক বিচার করা জাবেনে মেবো?

তারিক আলি কায়কোবাদের কানে কানে কোইলেন, এডা আমাগো হুজুরের রায়, আমরা তো আইজকে টম সাইজে আইছি। আমরা টম থাকলিই আমাইগে লাভ হোইবে। চুপ থাহা ভালো আইজকে।

কায়কোবাদ ফিসফিসেইয়ে তারিখ আলির কানের কাছে মুখ আইনে কলো, মেবো তুমি না গত বছোর হজ কোইরে আইছো?

তারিক আলি শুইনে না শুনার ভান কল্লেন।

কায়কোবাদ সবার সামনে সটান উঠে বলে, আমি চললাম। বোইলেই হন হন কোইরে বেরোয়ে গেলো সে।

বিচারের মাঠে তহোন গুনগুন শুরু হোইয়ে গেলো। সেদিন আর কোনো সিদ্ধান্ত হলো না।

****

জুম্মার মছছেদ। তারিক আলি দাড়ায়ে কলেন, আফনাগো সালাম। আমি সভাপতিগিরি কোরি আফনাগো দুন্যি। কি ইমাম সাব, কি কন?

ইমাম সাবে সব জানেন। বোজেন। কিন্তু চাকরি খুয়োনোর ভয়ে মাতা নাড়েন। ভয়ডা আসোলে কার পান তিনি? আল্লাহর ঘরে বোইসে রাজত্তো আসোলে কার? আমাগো সমাজের দশা হোইছে এই জে, নিজির সুজোগ তোয়ের করার দুন্যি আমরা খমোতাওয়ালাগো পা চাটি। তাই বোইলে মছছেদেও? এও সম্ভব?

তারিক আলি কলেন, আমি কি আফনাগো দুন্যি আরো কিছু কল্যানের কাম করবো না?

কিছুলোকে এই কতা শুইনে জিকির বাদ দিয়ে কোইলো, হক কতা। করবেন হুজুর, করবেন। আফনি না কললি আর কিডা আমাগো পত দেহাবে?

কে কার পত দেহায়? কিন্তু সমসসরে অনেক ধন্যবাদ পাবার আগে তারিক আলি ঘোসোনা দিয়ে কলেন, আমি আইজকে বিশ হাজার টাকা দিলাম মছছেদের কল্যানে। এই কাম আমাগো। কিন্তু আমারে তো কিছু না কিছু কোত্তিই হবে? সবার দারা কি সব কাম অয়?

কতা সত্যি। সবার দারা সব কাম অয় না। জেমোন অয় না চুরির মাল হালাল করার দুন্যি মছছেদেও এক অঙশ দানের মতোন দুসসাহোসের। জিকিরে ফানা হোইয়ে জাওয়া কিছু লোকে জিকির বাদ দিয়ে কয়ে ওটেন, আপনিই আমাগো কান্ডারি।

আইজকে আর কুনো কতা না। হুজুর নামাজ পড়ান। তারিক আলির আদেশ।

হুজুর কতা মতো কাম শুরু এইরে দেন।

প্রোশ্নো অলো, মছছেদের নেতা কিডা? সভাপতি না ইমাম?

এখানে হুকুমডা কার চলে? কার আইন?

কিন্তু আইনডা মানতিছে কিডা? এই কতা কোলি আমি আফনি কেউই আর বাদ পড়বোনানে। সমাজের ভাইঙ্গে পড়া অঙশোরে এহোন বাদি দিতি গেলি এই সমাজে আর কেউ থাকফেনানে। সমাজ ফাকা হোইয়ে জাবেনে। সমাজের ভিটেয় ঘুঘু চরবেনে।

****

জানা গেলো, গবোরমেন্টের রাস্তায় গাছ কাটা হোইছে। সারি সারি গাছ আইজকে রাত্তিরি ভোগে গেইছে। প্রোশ্নো অলো কাটলো কিডা? কার গাছ কিডা কাটে? টাকাডা কিডা পায়? কিন্তু এই প্রোশ্নো কেউ কললো না। সবাই চুপ কোইরে থাকলো।

সরকারের বরাদ্দের রাস্তা বাদ দিয়ে তারিক আলির কানাচির জেহানে কুকুরি হাগতো সেহান দিয়ে রাস্তা পাকা হোইয়ে গেলো।

তহোনো সবাই চুপ।

আসোল কতা হোতিছে, এই চুপ কোইরে থাহাডা- ই আমাগো কাল হোইছে। বার্নার্ড শ না তলস্তয় কোইছিলেন, জনগনের মৌনতা শাসকের শোক্তির উতসো। মৌন থাকতি থাকতি আমাগো জিব্বায় জঙ ধোইরে গেছে।

****

হুজুরের বাটি। খয়ের খা সভা কোরতিছে গোপনে। তাদের একজন বললো, কায়কোবাদের মতো ঘাড় তেড়া লোক আমরা আগে কহোনো দেহিনি।

খাবি খাইয়ে হাবি খা কন, কিন্তু তাই বোলে আপনার মতের উপোরে অমত! এও সম্ভব!

ঠিক বলিছো হাবি, তারিক আলি ফোড়ন কাটেন।

এবার হুজুর বল্লেন, ওরে তালি ভোইরে দাও। গাড় ভোইরে দিতি পাললি দাও, না পারলি কি আর করবা, শালিস কমিটিত্তে খালাস কোইরে দাও।

আবদেল হান্নান বলেন, গাইড় ভোইরে এহোন দিতি গেলি পেচুর ফেসাদ হোইবে হুজুর, তাচ্চেয়ে খালাস কোইরে দি, কি কন!

একজন বল্লেন, তালি আমাগো সবাইর ওই এক কতা! হুজুরের মতে অমত কার!

তার পাশের জন তহোন নিজির থলথলে উরোতে থাবা মাইরে কলেন, ঠিক বলিছো, চমোতকার চমোতকার!

পরিশেসে হুজুর বলেন, তালি কোবাদের বেপারে সিদ্ধান্ত জা হোইলো তাতে আমাগো আর কোনো অমত নেই, এই তো?

সকোলে সমোসসরে বল্লেন, হক কতা। হুজুরির মতে অমত কার!

চমোতকার! চমোতকার! হুজুরির মতে অমত কার?

কিন্তু কায়কোবাদ সেয়ানা মাল। খয়ের খা'রা সিদ্ধান্ত নিয়ে হুজুরের বাটি হোতি বেরোনোর আগেই সে সেহানে উপস্থিত। এহেবারে বিনে দাওয়াতে! হুজুররে একটা ছালাম ঠুইকেই সবার মুহির উপোরে জাইয়ে সে শুদু বোইলে দিয়ে আসলো, তোমাগো তেল মালিশের শালিসের কমিটির মাইরে বাপ!

২৯ জুন ২০১৭

সোনার ধনেরা

কোলিকালে জলের দামে নারি বিকোতো এ আমাগো জানা ছিলো না। জহোন আমরা এই খবোর পালাম জে মোকবুল সারের মোন ভিশন রকোমের খারাপ হোইয়ে আছে, তহোন বুঝলাম কিছু একটা নিশ্চয় ঘোটিছে। নোইলে জল ঘুলা দেহি কেনো এতো? ঘটোনা সত্যি। ইমান আলি তহোন সুজা পরোলোকে। ইনি এক বাপের এক ছুয়াল ছিলেন। এর ফলে এক সময়ের আশ্রিত কিঙবা নাম - পোরিচয়হিন সজনদের বিস্তর অত্যাচারও তারে সহ্য কোরতি হোইছে। একদিন তো ইমান আলিরে একা পাইয়ে রায়ত রাজা হওয়ার খাহিশ করলো। তাগো সঠিক নাম- পোরিচয় আমাগো কেউ জানেনা। তবে বহুদিনির ইতিহাস তো, তাই বিসয়ডা সেটেল হোইয়ে গেইছে আইজকে। এহোন সবাই সবার আত্মিয়। তবে সাম্পর্কিক বিসয়াবলির নিগড়ে রচিতো নাম - পোরিচয়ের ইতিহাসের আড়ালে থাকে কর্মের সালতামামি। আর কর্মো আচরনকে প্রোতিফোলিতো করে।

তা হোলিও আশ্চজ্জো না হোইয়ে পারা জায় না জে, তাগো মোদ্যি রজোব আলি নামের এগজন খুব সম্মানিত মানুস ছেলেন। তাকে পোন্ডিত মানুস বোইলেই আমরা সবাই জানি। তার পড়ার বিস্তর অভ্যেস ছিলো। অর্থাত ধোইরে নিতি পারি, তিনি জ্ঞানচর্চার একটি পারিবারিক আবহের মধ্যে লালিত হোইছিলেন। স্থানিয় প্রাইমারি ইসকুলির শিকখক রজোব আলি জে সঙ্গত কারোনেই এলাকার অগ্রগন্য সম্মানিত ও বরোনিয়ো হোয়ে উটবেন সে কতা বলাই বাহুল্য।

রজোব আলির ছেলো হোমিওপ্যাথি চিকিতসা দিয়ার অভ্যেস। এগবার এক রুগি তার কাছে আসলো। গায় তার বিচি বিচি উটিছে। কি রোগ এ? রজোব আলি তারে পরে আসতি কলেন। তিনি অনেক পড়াশুনো ও চিন্তা কোইরে তারপরে একদিন এই রোগের ইতিহাস খুইজে বাইর কল্লেন। লোকটার সিফিলিস হোইছিলো। কিন্তু সিফিলিস হওয়ার দুন্যি জা জা করা লাগে তা তা না কোল্লিও ক্যামনে সেই রোগে ধরতি পারে সেটা এক বিরাট প্রোশ্নো। অন্তোতো তখোনকার জুগি। রজোব আলি বোলতিছেন - তুমি অমুক দিন অমুক মাটে গরু চরানোর সুমায় তুমার পায়ে

একটা হাড় ফোটে। জে গরুর হাড় ফোটে সেই গরুর সিফিলিস ছেলো। এহোন এই ন্যাও ওসুধ আর বাড়ি জাও।

বিসয় সম্পর্কে এইরাম সাজ্ঘাতিক জিনিয়াস রজোব আলিও একদিন একটা ভুল কোইরে বসেন। ভুল দুনিয়ার সবাই করে। কিন্তু মামুলি লোভ ও ভোগের কাছে একজন পোন্ডিত ব্যক্তিও ধরা খাইয়ে জাবেন এডা আশা করা জায় না। জাগোতিক লোভের কাছে আমাগো হাই ইসকুলির বাঙলার স্যার ধরা খাইছেন। তিনি তার সম্মান খুইয়েছেন। আসোলে খুইয়েছেন কিনা জানি না। আমরা সম্মানের সরুপ চিনতে ভুইলে গিছি। জাগোতিক সম্পদ আমাদের পরোম আত্মিয় রজোব আলিকেও সার্থপর কোরে তুলেছিলো। আমরা কেউই লোভ ও ভোগের উর্ধে নোই।

রজোব আলি ইমান আলির মুখে ঠাস কোরে একদিন চড় মাইরে দেলেন। চড়ের আগে নয়- আনা সাত আনা লোয়ে কথা হোতিছিলো। এডা সম্পত্তির হিসেব। অধিক পাওয়ার সম্ভাবনা আমদের অন্ধো কোইরে দেয়। নাদান ও অসহায় ইমান আলি কিল খেয়ে কিল হজোম কোইরে বাড়ি চোইলে আসলেন। তিনি হাবাগোবা ছেলেন না, কিন্তু তার জিবোনাচরন ছিলো সহোজ সরোল। সে অন্য গল্পো জা হোক। জোমিজমা জা ছিলো কাজ না কোরলিও খেয়ে পোইরে কোনোমতে চোইলে গেছে তার। কিন্তু এহোন সঙসার জহোন বড়ো হোইয়ে গেলো, তহোন তো আর হাত পা গুটোয়ে বোইসে থাকলি চলে না। কি করা জায় এই ভাবতি থাকেন ইমান আলির বড়ো ছেলে মোকবুল মাস্টার। তালগাছ কাইটে কি আর নয়- দশ জনের খানির বেবস্থা হয়? এই জহোন অবস্থা তহোন খোদার দান ভায়েরা মোনে হলো গিরামের সব নও- জোবোতি মাইয়েগো বুক কোইরে ফেলাইছে। তারা নাকি জে জার পছন্দমোতো বাইছে লিতেছে! ঘর- সঙসার, স্নেহ- ভালোবাসা, অভাব- দায়িত্তো কোনোকিছুর তোয়াক্কা তারা কোত্তিছে না।

মোকবুল সার মোনে বড়ো বেথা পাইলেন।

****

ব্যথা ইমান আলিও পাইছিলেন। তবে সে ব্যথার মুল্য দিছিলো শুদু তার বড়ো ছুয়াল মোকবুল মাস্টার। মাস্টার সাবের ম্যাট্রিক পোরিকখা সামনে। কিন্তু ফর্ম ফিল- আপের টাকা নেই। ঘরে খাওয়ার দুন্যি চালই নেই জেহানে, সেহানে পোরিকখার টাকা কুহানেত্তে আসপে? ইমান আলি চল্লেন তার জ্ঞাতিভাই -এর কাছে। জ্ঞাতিভাইয়েরা সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত মানুসগো কয়জন। টাকায় পয়সায় তো বটেই, আর প্রভাবেও। রক্তের সম্পর্কের মানুসের কাছে অভাবিদের জুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা অন্যায় নয়। কিন্তু ইমান আলি সেই প্রত্যাশা কোনোদিনও করেননি। কিন্তু এহোন তো ছুয়াল - মায়াগো ভবিস্যত গোইড়ে নিয়ার প্রসঙ্গ। ইমান আলি বোইসে থাকতি পাল্লেন না। ছোটলেন। জ্ঞাতিভাইয়ের সঙ্গে কতা হোতিছে তার -

ইমান আলি।। সালাম ভাইসাব।

জ্ঞাতিভাই।। কি কাম?

ইমান আলি।। বড়ো ছুয়ালডা মেট্রিক দেবে। কিন্তু ফর্ম -এর টাকা জুগাড় হোইনি। কি এরি ভাবতিছিলাম। তাই আইছি। আফনি জোদি...

জ্ঞাতিভাই।। তুমার ছুয়াল? মেট্রিক? কোন ইসকুলিত্তে?

ইমান আলি।। ওই তো সাইড়া ইস্কুল।

জ্ঞাতিভাই তখোন অত্যন্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছো কোরে জেভাবে বলা জায় তার চাইয়েও তুচ্ছো কোইরে ইমান আলিরে কলেন, জাকাতের টাকা নিতি পাটাচ্ছো কায়কুবাদরে, আর নিজি আবারা আইছো বালের বাহানা লোইয়ে। তুমাগো মোতোন ছোটোলোগগে জোন্যি কি আমার ভাগাড় খালি কোইরে দিতি হবে? আবদার কি!

ইমান আলির মাথা নিচু। শব্দহিন। তহোন জ্ঞাতিভাইয়ে কলেন, ওই সব সাড়া না বাড়ার ইসকুলিত্তে কেউ মেট্রিক পাশ করে নাই? ছুয়ালরে বরঙ তালগাছ কাটতি কওগে।

ইমান আলি অবোধ। এতো কিছু কি বোঝেন সাধারোন এই মানুসটা? তিনি ফিরে আসলেন। টাকা মেললো না।

তবে ফর্মের টাকা জোগাড় হোইছিলো। রজোব আলির এক মেয়ের জামাই কোত্থেকে উড়ে আইসে ফর্ম ফিলাপ করাইয়ে নিছিলেন। রাখে আল্লায় মারে কিডা?

কিন্তু আল্লার মাইর অন্য রহোম। সেডা আমরা কেউই বুঝতি পারিনা। আমাগো জানারও উর্ধে, ভাবনার আরো উর্ধে। প্রত্যাখ্যাত ইমান আলির ছেলে মোকবুল বড়ো হোইয়ে নামকরা ইঙরেজির স্যার হোইছিলেন। হাই ইস্কুলির হেড মাস্টার হোইছিলেন। আর ইমান আলির জ্ঞাতিভাইয়ের সবকটা ছেলেমেয়ের ইঙরেজি শেখার দায়িত্তো নিতে হোইছিলো মোকবুলকেই। না, আর প্রত্যাখ্যান নয়। জগোতে কিল দিলে কিল খেতে হয় শুনেছি। এও এক রকোম কিল। কিন্তু সবাই কি সব কিল বুঝতে পারে?

আজকে ইমান আলি বেচে নেই। তার জ্ঞাতিভাই, আপন মামাতো ভাই আবদুস সাত্তারও পরোলোকে। কিন্তু কথা রোয়ে জায় পৃথিবিতে। শব্দ হারায় না। শব্দ ভেসে বেড়ায়। আচরনের কোনো মৃত্যু নেই।

****

মোকবুল মাস্টার সাবে জোরসে নজরুল গিতি গাতেন সেরাম। বেতারে জেদিন গান থাকতো তার মা আয়েশা বিবি ডাইকে কতেন, ও বড়ো বোউ, রেডিও খোলো, আইজকে মগবুলির গান আছে না! কাচা গু - এর মোতো হোইলদে রঙ - এর ফিলিপস রেডিও ঘিরে শ্রোতামন্ডলি। মাঝখানের রেডিওত্তে ভাইসে আসতো মাস্টার সাবের নজরুল গিতি - আকাশে হেলান দিয়ে...

তার গলার এমোন জোর ছিলো জে গভির রাত্তিরি খুলনাত্তে নাইট স্কুল শেস কোইরে সুজা রুপসা স্টেশোন। ট্রেনে আইসে নামতেন ফহিরহাটে। তারপরে ব্রিটিশ আমলের পুরোনো হ্যাম্বার

সাইকেলডা চালায়ে আসতেন বাড়ি। গান গাতি গাতি ঝুটোতলার ধারে আসলিই নাকি তার গলা শুনা জাতো! বেপারডা অসম্ভব হোলিও কায়কোবাদ তা মানতি নারাজ।

সে আমাগো কয়, তুমরা জা দেহোনি তার সব কিছুরেই অসসিকার করবা এডা ঠিক না।

কথা খাটি।

আমরা মহান সৃস্টিকত্তারে দেহিনি বোইলেই কি অবিশশেস কোরি? কোরি না। সব অদেহারে অবিশশাস এরা জায় না। এত্তি নেই। তাই বোইলে দুই মাইল দুরিত্তে জঙ্গোলের মোতোন ঘোনো বাগান- ছাগান ছাপাইয়ে মাস্টার সাবের খালি গলায় গাওয়া গান শুনা জাবে এও মানতি হবে?

কায়কোবাদ গুসসা কোইরে কয়, হয়, মানতি হবে।

পরে আমরা এই ধোইরে নিছি জে, জা ঘটে তার কিছুডা তো বটে!

প্রচন্ড অভাব অনটনের মোধ্যি দিয়েও মোকবুল সার নিজির চিস্টায় লেহাপড়া চালায়ে গিছিলেন। মাস্টার সাবের সার সোয়েদ শামছুর রহমান বিরাট আকারে তার পাশে আইসে দাড়াইছিলেন। সঙসারের হাল ধোত্তি হবে। ঘরে চাইল নেই, খুধা আছে সিমাহিন। খুধা কোনো নিসেধ মানে না। রাশেদ কাকা আর কতোদিন চাইল দেবে ফ্রিতে? সমাজে রাশেদ কাকার মতো উদার মানুসেরা কেউ কেউ থাকলিও নিজির পায়ে দাড়ানোর চিস্টা করাডা- ই হলো জাইয়ে উত্তম। কিন্তু লেহাপড়া ছাড়া সম্মানের সাতে বাচা সম্ভব না। লেহাপড়া কোল্লি চাইল ও সম্মান দুটো- ই মেলে। মোকবুল এডা জানতেন।

কিন্তু তার সোনার ধন ভাইয়েরা?

****

রেলগাড়িতে আতা বেইচে দুপুরের আগেই বাড়ি ফিরে সকালে না খাওয়া কায়কোবাদ পুকুরে জায় হাত- মুখ ধুতি। ফিরে আইসে মা'রে কয়, ও মা, ভাত দেও।

মা তার দিকি না চাইয়েই বল্লেন, তুমার দাদার কাছেত্তে ঘুইরে আসো এট্টু।

কেনে, দাদা আইজ ইস্কুলি জায়নি?

সে জাইয়ে তারে জিজ্ঞেস করো গে, শিয়েল রঙের ধামড়া রাম ছাগোলডারে খাওয়াতি খাওয়াতি নিরুত্তাপ কায়কোবাদের মায়ের উত্তোর। এ জাগা ও জাগায় সাদা রঙের ফুটকি দিয়া কালো কুত্তোডা মায়কোবাদের মায়ের পাশে বোইসে থাইহে কুই কুই কোত্তি থাহে তহোন।

কিন্তু বড়োভাইরে সে কোনো কিছু আগ বাড়ায়ে জিজ্ঞেস করে এই সাহোস তার নেই। এই সাহোস কারোরই নেই। ইস্কুলে বড়োভাই মোকবুল মাস্টার সাকখাত জম। বাড়িতেও তাই। কিন্তু সঙসারের দায়িত্তো পালোনে প্রচেস্টা তার অন্তোহিন। তালগাছের রস পাইড়ে বোইয়ে নিয়ে বাড়ি আইসে মায়ের কাছে বুঝায়ে দিয়ে গোসোল কোইরে খাইয়ে পুরোনো হাম্বার সাইকেলটা চালায়ে ইস্কুলে চোলে জাওয়া তার নিত্যদিনির কাজ। দাদার কহোনো অসুখ কোরেছে বোলে কায়কোবাদ কহোনো দেহিনি, শুনিনি। সে তো ইস্কুল কামাই করা ফাকিবাজ মানুসগে মোতো তো নয়ই, বরঙ ফাকিবাজরা ভয়ে তটস্ত থাহে মোকবুল মাস্টারের বেতের বাড়ি আর বিকট চিতকারের ভয়ে। কিন্তু সবাই কি আর ভয় পায়? সবাই কি আর মান সম্মানের তুয়াক্কা করে?

কায়কোবাদ নিজিও ভাবে, আমিও কি কোরি? তার ভাবনাডা আরো দুরে প্রসারিত হয় – কেনো জে সিঙ্গাতি ছাড়তি পাত্তিছিনা আমি! ইত্যাদি। তার ভাবনার গতি বোইদলে গেলো। সে ভাবতিছে, কিন্তু এতো খিদে আইজ লাগলো জে! আতায় লাভটা ভালোই হোইছে আইজকে। কাইল তো হাটবার, ছুবান কি সুবোরি পাড়িছে, মারে জিজ্ঞেস কোত্তি ভুইলে গিছি, ট্রেনে একটা মাইয়েরে দেখলাম বেশ সুন্দর। পরের দিন কি আবার দেহা হবেনে? বড়োভাবি গেলো কোন জাগা? সুবোরির চারাগুলো আইজকেই লাগাতি হবে। এইসব বিচ্ছিন্ন চিন্তারে সঙ্গে কোইরে বড়োভায়ের ঘরে জাইয়ে ঢোকলো কায়কোবাদ। জাইয়ে দেখলো জে তার দাদা উপুড় হোয়ে শুইয়ে আছেন। তার একটু পাশে স্ত্রি অত্যন্ত ভয়ার্তভাবে বোইসে। চারিদিকে সুনসান। কেউ কোনো কথা বোলতিছে না। কায়কোবাদ উপজাজক হোইয়ে কিছু বোলতি গেলিই মোকবুল মাস্টারের স্ত্রি চুপ

কোরতি বোইলে তারে একটু দুরি সরায়ে নিয়ে জান। ফিসফিস কোইরে কায়কোবাদ ‘কি ওইছে’ জানতি চালি ভাবি অর্থাত মাস্টার সাবের স্ত্রি ততোধিক ফিসফিস কোইরে কলেন, হাবলু অমুকের মাইয়েরে লোইয়ে ভাগিছে।

****

হাবলু কুথায় ভাইগে গেছে এই প্রোশ্নো অবান্তর। কায়কোবাদ সে প্রোশ্নো করেওনি। সে আর কোনো প্রোশ্নোই করেনি। কোলিকালে বিশেস কোরে ইমান আলির ফাটা কপালের সঙসারে জলের দামে জে নারি বিকোতো, তা প্রমানের এই হলো জাইয়ে পয়লা কিস্তি।

****

গিরামের মাটে ফুটবল খেলতি জাইয়ে কায়কোবাদের হাটুর বাটি ভাইঙ্গে গেলি রেলগাড়িতে ফেরি কোইরে আতা বেচা বোন্দো হোইয়ে গেলো। ভাগ্যিস সুবোরির চারাগুনো আগেই লাগায়ে রাহিছিলো, নোলি চারাগুনো নস্টো হোয়ে জাতো। সোনার ধন ভায়েরা ইস্কুলি জায়, কলেজে পড়ে, তাগো কি আর সাজে এই সব ছোটোলোকদের কাজ করা! কায়কোবাদ তার দাদা মোকবুল সাররে জিগায়, তা দাদা আপনি এতো পাশ দিয়ে ইস্কুলির হেডমাস্টার হোইছেন, আপনারও মানে লাগে না তালগাছ কাটতি, খেজুর গাছের ঠিলে ভাঙতি?

মোকবুল সার উত্তোর দেন, ওরা তালি খাবেনে কি? ইস্কুলির পয়সায় কি আর সবার পেটের দায় মেটপেনে?

কায়কোবাদ বলে, আপনি এতো চিন্তা কোইরেন না দাদা, বাগানের গাছগুলো বড়ো হোইয়ে জাতি দেন, জে পরিমান সুবোরি গাছ লাগাইছি, ফলোন দিলি আল্লার ইচ্ছেয় আর তাকাতি হবেনানে।

চিন্তা তো আর চালিই বোন্দো এইরে দিয়া জায় না। তা তুমার কথা জা শুনতিছি তাতে হিন্দুগো ডাঙ্গায় জাওয়া ছাড়ো কলাম! চড়ায়ে ফানা আইলোইয়ে দিবানে। চিন্তা কি আর এমনি এমনি আসতিছে?

কোবরেজের জাপ হাটুতে মাহানো অবস্থায় শুয়ে থাকা কায়কোবাদ এতে লজ্জা পাইছিলো কি না সে খবোর আমাগো কাছে আসিনি, কিন্তু সে তার বড়োভায়ের কথা রাহিনি। হিন্দুগো ডাঙ্গায় জাওয়া সে বোন্দো কোরিনি। জাত্রা- পালার সঙ সাইজে হিন্দু পাড়ার মানুসগে আনোন্দো দিতি সে কোনোদিন কার্পন্য কোরিনি। এতে জে ফললাভ হোইছে তাতে খোতির ভাগ সোলো আনা।

****

মাস্টার সাবের মায়ের খায়েস হলো ছেলেরা একটু আরবি পড়া- টড়া শেহে। সোনার ছুয়ালদের মায়ের এই খায়েশ ওয়াকিবহাল হোলি তারা সমসসরে উত্তোর দেলো, ও আমাইগে দারা হবেনানে। হাবলু অবশ্য তহোনো নিখোজ বোলে তার মতামত জানা জায়নি। তবে এটুক জানা গেলো জে সে রুখসানা নামের কেউ একজনরে নিয়ে ফ্রিতে সিমান্তের কোনো এক জায়গায় জাইয়ে মধুচন্দ্রিমা পালোন কোরতিছে।

মায়ের আফসোসের শেস নেই, মনোস্তাপের অন্তো নেই, তোগো বাপে জে সুন্দর কুরান পোড়তি পারতো, তুরা কেউ শিখলিও না। সাত সাত- টা ছুয়ালের এট্টাও আরবি পোড়তি পাল্লিনা তুরা।

ছুয়ালেরা এই কথায় কোনো রকোমেও সাড়া দেলো, তাদের কোনো কায়দায় এট্টুকও ভাবমুর্তি তৈরি হলো, এমোনডা বুঝা গেলো না।

আমাগো কাছে এই খবোর আইছে জে কায়কোবাদগো আগের পুরুসেরা কাব্য লিখতো ফারসি আর উর্দুতি। আরবিতে তারা পোন্ডিত ছিলো কি না জানি না তবে আরবিতে লেহা বোইয়ের সন্ধান আমরা পাইছি। এর পরেই বড়ো বিস্ময় আসে আমাগো মোনে জে, এরা পুর্বপুরুসের শিকখার ধারই ধাললো না।

আরবি শিকখার ধার না ধাল্লি জে ইস্কুলির শিকখা গ্রোহোন করা জাবেনা, এমোনডা আমরা কুথাও কোনোদিন শুনিনি। বরঙ ইতিহাস কয় জে, দেশের মানুসগের অনেকেই এর চাইয়েও মেলা অভাবের মোধ্যি থাইয়েও কেউ কেউ ইস্কুলির চৌহদ্দি পেরোইছে সেরা ছাত্রো হোইয়ে। তারপরে

তারা একদিন নিজেরগোর ও বাপ- মার নাম বাড়াইছে অনেক ত্যাগ ও সিমাহিন প্রচেস্টায়। এইসব উদাহরন মোকবুল মাস্টারের ভাইগোর মোধ্যি কোনো ভাব তৈরি কল্লো না। কায়কোবাদ আতা বেইচে, ভুই রুইয়ে, জোমি কুপায়ে, আর বাগানে সুবোরি গাছ লাগায়ে টানা তিন- তিনডে ইস্কুলির বারান্দা টপকাইয়ে ছয় কিলাস তামাত পোইড়ে জহোন কিলান্ত হোইয়ে বাড়ি আইসে কয়, উরি বাব্বা, এই কাম আমার না, আমি এহোন জাত্রার সঙ সাইজে দশ টাহা বেতনের কাজ জুটোয়ে ফেলাইছি মা, আমাইগে বুনাই সাবে আমারে এই কামে লোইছে, মায়ের তহোন মাথায় হাত। কিন্তু এর চাইয়ে মারাত্মক ঘটোনা ঘটাবার নায়ক জে বাড়িতি লুকোয়ে ভালো মানুসের অভিনয় কোইরে জাতিছিলো জহোন আর একখান খবোর কিছুদিন পরে আকাশে বাতাসে চাউর হোইয়ে গেলো। সবাই জানলো মাস্টার সাবের আদরের এক ভাই বাপের বয়েসি তার ইস্কুলির এক শ্রদ্ধেয় সাররে রাস্তার মোইধ্যে বেদম মার দিয়ে দুনিয়ার তামাম ছাত্রোকুলের প্রতি মাস্টারমশাইদের বিশশাস, স্নেহ- আদর, আস্থার দারুন জবাব দিয়ে দিছে, আদব - শিস্টাচারের শিকখারে ভাইঙ্গে, গুড়োয়ে তছনছ কোইছে দিছে।

মোকবুল মাস্টার নিরুত্তাপ। শুধু তার মারে শুধান, মা, এই দুনিয়ায় এহোন আমার খুব জানতি ইচ্ছে অয়, ও কি শুদু ওর মাস্টাররে মারলো, নাকি তুমারে, আমারেও?

****

মোকবুল মাস্টারের মা সারা জিবোন তার ঘুমটা মুড়া মাথা নুয়ায়ে থাকতেন। বিনয়ে অথবা লজ্জায়, তিনি মাথা তোলতেন না। মাস্টার সাব তার মা- রে জহোন এই প্রোশ্নো কল্লেন, তহোন তিনি গোল চশমায় তার ছেলের দিকি তাকায়ে আস্তে কোইরে কলেন, মোকবুল, আমি তোর দুন্যি বাচি বাজান। আল্লা তোর ভালো করুক সবতায়।

মাস্টার সাবে এই কতা শুইনে তার মা’রে কলেন, কিন্তু মা, তুমি ওগো বদদুয়া কোইরে না।

তয় বদ দুয়া আর করা লাগলো না। মাস্টার সাবের ভাই কুট্টির সন্দেশ লোইয়ে কে একজন দোইড়োতি দোইড়োতি হাপাতি হাপাতি আইসে মাস্টার সাবের মায়ের দিকি তাকায়ে কলো, ও কাগি ও কাগি, কুট্টিদা ওই ডাঙ্গার ফেরেজা বেগামের মাইয়েরে লোইয়ে ফোট!

****

ধর্মশিকখা ও জ্ঞান আহরনে মাস্টার সাবের সুনার ভাই-বিরাদরদের প্রোচেস্টা শিকে পর্জন্তো উইঠে থাইমে গেলো। আর জগোতের বিধান অলো জে, ভালো জিনিসির থাইমে জাআর মানে খারাপ জিনিসির আমদানি। আলোর অনুপস্থিতির মানে অলো জেরাম অন্ধোকার, ঠিক ওইরাম। এদের জিবোনের পরোবোর্তি ঘটোনাগুলো হোতিছে সেচ্ছাচারি প্রেমের লিলাবিলাস। কোলিকালে জলের দরে নারি বিকোতো বোইলে জুগের প্রতি জে গালি দিয়ে এই গলফো শুরু হোইছিলো তারে মেটাফোর হিসেবে ধোইরে নিতি হবে।

পিতার ঘর কিঙবা এমোন কি মায়ের বাপের বাটির জে সামাজিক কৌলিন্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবেশের খবোর পাওয়া জায়, জিবোনাচরনের এইরাম শিথিলতা তাগো মোধ্যি জে কেমোন কোইরে প্রোবেশ কোত্তি পাল্লো সেটা এক বিস্ময়। পারিবারিক কৌলিন্যের এই শিথিলতার ছিদ্র কেরমেই বড়ো হোইছে। তা আতথামিনি। পুর্বপুরুসদের চোরিত্রের পুর্নোতা ও খ্যাতিকে তারা জোদি অতি সামান্য পরিমানেও ধারোন কোত্তি পাত্তো তালি পরের প্রজন্মো কিছু হোলিও আলোর মুখ দেখতো বোইলেই আমাগোর ধারোনা হোতিছে। তয় গুড়ে বালি পড়লো।

প্রাচিন কালের এক আরোব দেশিয়ো কোবি, জার নাম জুহায়ের ইবনে আবি সালমা। তিনি বোলিছিলেন,

লোকের সভাব থাকুক জতোই সঙ্গোপনে,

পোড়বে ধরা লোকের চোখে লোকের মোনে।

অর্থাত ভেতরে জে মাল লুকোয়ে আছে তা বাইরে চোলে আসে মুখের আদোলে, কাজের ফোকোরে। তারে কিছুতেই ঢাইকে রাহা জায়না। তা বের হোয়ে জাবেই। কিন্তু কুকির্তি জহোন আলোর মোতোন পোরিস্কার হয় তহোন? তহোন কিরাম হয়?

আমাইগে মোধ্যি একজন তহোন কয়, জারা ভর্তসনার পিড়া অনুভব করে না, জাদের কাছে বঙশো চেতোনা শুদু নামের মধ্যেই মিথ্যে অহোমের বিজ বুনতি থাহে জ্ঞানহিনতার বর্বরতায়, জাদের কাছে উত্তোরাধিকারের লিগেসির কোনো মুল্য নেই, তাগোর কিবা আলো কিবা আন্ধার?

১ জুলাই, ২০১৭

মুক্তির জুদ্ধো

শেখ সাবে কলেন, ভাইসব, বাঙলা, বিহার, উড়িস্যার শেস নবাব মিরজাফর আলি খা জাতির এই দুর্দিনে জে টাইম মেশিন তৈয়ার কোরিয়াছেন, আফনেরা জে জেখানে আছেন জাহা লোইয়া আছেন তাহা ফেলিয়া সবাই এই মেশিনের মোইধ্যে আইসে বসেন। আমাগো গন্তব্য এবার সাতচল্লিশ সাল! এই ঘোসোনার মুহূর্ত খানিক বাদে দেখা গেলো চৌদ্দই আগস্ট উনিশশ সাতচল্লিশের রৌদ্র ঝলমলে সকাল বেলা টাইম মেশিনটা এসে রুপসা ফেরি ঘাটে ভিড়িলো। সওজ অর্থাত সড়ক ও জনপথের হলদে রঙের ফেরির সাথে জেই একটু ধাক্কা খেলো মেশিনটা, কায়কোবাদ খাট থেহে সপাট নিচেয় পোইড়ে গেলো। পোইড়েই গুলির শব্দ শোনে সে। তহোন তার মোনে পড়ে রেডিওতি বারান্দায় বোইসে তার বাপ ইমান আলির শেখ সাবের সাত মার্চের ভাসন শোনার কথা।

জুদ্ধোটা গোলমেলে, কায়কোবাদের সপ্নোও তাই। কিন্তু গুলির শব্দে সে ঘরে বোইসে থাকতি পারলো না। বাইরে বেরোইয়ে গেলো। হিন্দু ডাঙ্গার দিক থেইকে তহোন চিতকার আসতি লাগলো। সভাবটানে কি না জানি না, সে কিছুতিই আর বোইসে থাকতি পারলো না, ছুইটে গেলো হিন্দু গো ডাঙ্গার দিকি। সাতসিয়ে গিরামের দোকখিন দিকি পোড়িছে হিন্দু ডাঙ্গা বোইলে সবাই জে গিরামগুলোরে চেনে। দোইড়োনোর সুমায় কায়কোবাদের নাকে পুড়া গোন্দো আসতি থাকলি সে ভাবে, আহারে সুনার দোকখিইনে বাতাস! বাতাস, তুমিও কি পোড়ো?

কিন্তু ততোকখনে বেশ দেরি হোইয়ে গেছে। হিন্দু ডাঙ্গার কয়জন জুবতি মেয়েরে খান সেনারা ধোইরে নিয়ে গেলো, লুট করলো এবঙ শেসে বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে গেলো। চারিদিকে কান্না আর হাহাকার। গগোন বিদারি চিতকারে সুতার বিলের পাখিরা উইড়ে পালায় কেইন্দোর বিলির দিকি, বাগানের খেকশিয়ালেরা ছুইটে গিয়ে গত্তের মোদ্দি লুকোয়, অহি ও নকুলেরা প্রান বাচাতি একই গাছের খোড়োলে আশ্রয় নেয়।

জানা গেলো রাইকদে গ্রামের জাইরো রাজাকারেরা এই কুকির্তির পান্ডা।

****

আবদাল জব্বার খা গ্রামের জুবোকদেরগো খুব দ্রুত সঙগঠিত কললেন। কায়কোবাদ এই দলে জোগ দিয়ার জোন্যি ইচ্ছে কোল্লি তারে সেই টিমি জাইগা দিয়া হোইছিলো। এরাম মার্কামারা ডানপিটেরে জুদি দলে না নিয়া অয় তো মন্দো কতা। কায়কোবাদ কা সাবের মুক্তি টিমির সদস্য হয়া গেলো।

হিন্দু ডাঙ্গার উপোরে পাক সেনা ও রাজাকারদের আক্রমনের প্রতিশোধ নেবার জোন্য বাইরে বাইর হোইয়ে দোইড়োতিই সরোয়ার নামের আর এক জুবোকের সঙ্গে দেখা।

ও মেবো, কোই জাও।

তুই কোই জাইস কুবাদ।

জব্বার খার টিম আইজকে এটাকে জাতিছে। আমিও টিমি আছি। জাবা নাই?

আমিও তো জাতিছি সেদিকি।

মেবো, তালি চলো।

জব্বার খার নেতৃত্তে রাইকদে গিরামের রাজাকারদের বাড়ি আক্রমন হোলি কায়কোবাদ বন্দুক দিয়ে গুলি কোত্তি কোত্তি দুজন রাজাকাররে দাবড়ায়ে নিয়ে গেলো ঢরের দিকি। ওরা পগার পার হোইয়ে বাইচে গেলো। হিন্দু ডাঙ্গার লুট হওয়া মাল আর জোবোতিদের উদ্ধার করা অলো। এরপরে সঙখ্যালঘুদের উপোরে আর কহোনো হামলে পোড়তি পারিনি শত্রুরা। জব্বার খার নির্দেশে কায়কোবাদ, মহতাব মুল্লাসহ আরো কয়েকজন জুবোক বন্ধুক আর হাতবোম নিয়ে পাহারা দিতি থাকে হিন্দু পাড়া। রাত কিঙবা দিন।

রাত বড়ো ভয়ঙ্কর।

****

কায়কোবাদ ততোদিনে অনেকগুলো অপারেশন কোইরে ফেলাইছে এলাকাবাসির নিরাপত্তার জোন্যি। ডানপিটে অথবা সাহোসি হিসাবে তার সুনার কিঙবা দুর্নাম কোনোটা- ই কম ছিলো না। ফলে রাজাকারদের জোন্য সে ছোটখাটো মাথাবেথার অবশ্যই একটা কারোন ছিলো। তার দুন্নি বড়ো মাথা অর্থাত আবদাল জব্বার খা'রে নিয়ে তাদের পোরিকল্পোনার একটা অঙশ হিসাবে তারা প্রোথোমে কায়োকোবাদরে দুনিয়া থেইকে সরায়ে দিয়ার পিলান কল্লো।

রাত পোহালো।

কায়কোবাদ বাড়ির সামনের কুটোর পালার পাশে বোইসে পেচ্ছাব কোত্তি থাহার সুমায়ই টের পালো পেছোনের দিকি কিডা জানি শক্ত বেতের লাঠির মোতো কিছু একটা চাইপে ধরিছে। ততোদিনি কায়কোবাদ এই শক্ত জিনিসটার সম্পর্কে মেলা কিছু জাইনে গেইছে। কিন্তু সে মাথা গরোম কল্লো না। ধিরে পেচ্ছাব শেস কোইরে উইঠে দাড়ালো। এবার লোকটা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের নলটা কায়কোবাদের বুকির বাম দিকি ঠাইসে ধোল্লি রাস্তায়দাড়ায়ে থাহা কয়েকজন রাজাকারের বাচ্চার মোধ্যিথেহে একজন চেচায়ে উঠলো - আরে মাদারচোদ দেরি এত্তিছিত কেনে, শুয়োরের বাচ্চারে এহোনই ফিনিশ এইরে দে।

এই কথা শুনার সাতে সাতে গুলি চালালো সে। কায়কোবাদ কি ভাবিছিলো তহোন তা আমাগো জানা নেই। কিন্তু মৃত্যুর ওইপার থেহে আবার ফিরে আইসে দেখলো জে সে বাইচে আছে! অতি অল্পো মুহুর্তের মোইধ্যে এই সব চিন্তা- ভাবনার খেলা খেইলে গেলো তার। সে বুঝলো জে হাদারাম মাথামোটা রাজাকার রাইফেলে কক না কোইরেই গুলি চালাইছে। রাজাকার নিজেও জহোন ঘটোনাটা বুঝতি পাইরে রাইফেল লোড কোরতি জাবে, চিরদিনির সেয়ানা কায়কোবাদ ঠিক তহোনই রাইফেলের নলটারে এক ঠেলা মাইরেই রাজাকারের বোগোলের তল দিয়ে ঝাপায়ে

পোইড়েই ছুট দেলো চিতাবাঘের মোতো, কিন্তু এলোপাথাড়ি। ঠিক এর পরে চার চারটা গুলি বেরোয়ে গেলো রাইফেল থেহে। গুলি কহোনো কায়কোবাদের লাগানো সুবোরি গাছে, কহোনো কাঠাল গাছের ডালে লাগলো, কহোনো বা শুন্যে মিলায়ে গেলো। কায়কোবাদও ততোকখনে হাওয়ায় মিলায়ে জাওয়া বুলেটের মোতো নিজেও হাওয়া হোয়ে গেলো রাজাকার কমান্ডার নওয়াব আলি ফহিরের পোসা কুহুরের দলের চোখের সামনে দিয়ে।

এই জাত্রায় কায়কোবাদ বাইচে জাইয়ে বাগানের কবরখানার একটা পুরোনো খোড়ল হোইয়ে জাওয়া কবরের মোদ্দি শুইয়ে থাহে। রাজাকারেরা কোনোভাবেই তারে আর খুইজে না পাইয়ে চোইলে গেলো। রাত্তির হোলি চুপে চুপে বাড়ি আসলি তার মা তারে কিছুতেই আর বাড়িতি রাহা ঠিক মোনে কল্লেন না। বড়োভাই মোকবুল মাস্টারের শোউরবাড়ি খানপুরে পাঠায়ে দেয়া অলো তারে। ততোকখানোত!

****

কায়কোবাদের পুরো জিবোনডাই বিপদসঙ্কুল। এরে ঠিক চেলেঞ্জ কওয়া জাবেনা, ঠিক হারও না, কিন্তু জিত তো অবশ্যই না। আর কপালের ফের তো খন্ডানো জায় না। খানপুরে নির্বাসিত হোলিও ওই কপাল গেলো সাতে। ছায়া জেইরাম জায় ওইরাম আর কি। ওই গিরামের রাজাকার সরদার বেলা খা তারে পাকড়াও কোইরে তার বাড়িতি নিয়ে আসে। সারারাত শেকল দিয়ে বাইন্ধে রাহে তারে। কিছু খাতি না দিলি বেলা খা'র বৃদ্ধ মা চুপি চুপি তারে খাবার দিয়ে জায়। সেয়ানা কায়কোবাদ চালি তারে পকায়ে বান্ধন খুইলে দিয়ার জোন্যি উস্কানি দিতি পারতো। কিন্তু একজন বৃদ্ধ মা'রে সে বিপদে ফেলতি চালো না। পরের দিন বেলা খা কায়কোবাদরে বাগেরহাটে চালান কোইরে দেলো। রজোব আলি অলো জাইয়ে দোকখিন বঙ্গের রাজাকারের কমান্ডার। সে মানুস খুন কত্তো আমরা জেরাম এইরে পিপড়ে পিইসে মারি সেরাম অবোলিলায়। সে কতো, তা বাবাজি ঘাড়ডা এট্টু কাইত অরো, তুমারও সুবিদা আমারও সুবিধা। বড়ো ছোরা দিয়ে এইভাবে গলার পরে কুপায়ে মুক্তজোদ্ধা খুন কত্তো এই রজোব আলি। কায়কোবাদ এহোন রজোব আলির

আয়ত্তে বন্দি। এহোন কিন্তু তার পরিনাম আন্দাজ করা জায়। এহোন কিন্তু সে নিজেও বুঝতি পাল্লো। কিন্তু এহোনসে ঘাবড়ায়ে গেলো না। খোদার অশেস মেহেরবানিতে রজোব আলি কায়কোবাদের বিচার নিজের হাতে তুইলে না নিয়ে ভাবলো, এরে কায়দার বাগেরহাটেত্তে বেকায়দায় ফহিরহাটে পাঠায়ে দি। বেকায়দার ফহিরহাটের মানুসরে মাত্তি চালোনা সে।

কায়কোবাদ এহোন ফকিরহাটে।

এবার ঘুঘু ধরা পোড়িছে। ফহিরহাটের রাজাকার কমান্ডার নওয়াব আলি তারে খুন কোত্তি পান্ডা পাঠায়ে বের্থ হোইছিলো। সেই গলফো এহোন সবাই জানে। এবার সে হাতে নাতে ধরা খাইয়ে তারই বিচারখানায়। নওয়াব আলি এবার দেরি কল্লো না। দুইজন রাজাকাররে দিয়ে ওই রাতেই কায়কোবাদের ভবলিলা সাঙ্গ কোইরে দিতি আদেশ দেলো।

রাত আবারও বড়ো ভয়ঙ্কর।

****

ফহিরহাটের রেল লাইনের পাশের জলা। কায়কোবাদের মাজা ও হাত দড়ি দিয়ে শক্ত কোইরে বান্ধা। তুসা পাটের দড়ি, খোলে তার কোনো উপায় নেই। টাইনে ধোইরে দুই রাজাকার তারে নিয়ে হাইটে জাতিছে। কহোন জে সাধের জিবোনের প্রদিপখান নিইভে জায় কায়কোবাদ তা জানে না। সে রাজাকাররে কলো, পেচ্ছাব করবো।

রাজাকারের বাচ্চারা আলাপ আলোচনা কোইরে ঠিক কল্লো, এবঙ তারে এই জলার ধারে পেচ্ছাব কোত্তি দেলো - কর, জম্মের করা কোইরে নে হারামজাদা, আর তো এ জম্মে কোত্তি পারবি না, জলার পানিতি মুইতে ভাসায়ে নে মরার আগে।

কায়কোবাদ পেছাব করার অভিনয় কোত্তি থাহে।রাজাকারের বাচ্চারা মেচ ঠোকলো। ইচ্ছে বিড়ি ধরাবে। ঠিক সেই মুহুর্তে কায়কোবাদ লাফ মাইরে জলার পার দিয়ে পগার পার হোইয়ে গেলো। রাহেন আল্লায় মারে কিডা!

২ জুলাই ২০১৭

ভাই বটেন!

জাত ও বিজাত - এই দুইয়ে ভরা কোহিতুরের রামরাজ্যে জহোন রেলের জোমি নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারা শুরু হোয়ে গেলো, তহোন রেলের মালিক কোইলেন, তা জাও নিরানব্বই বছোর তোমার হোইলো, বাচো কিঙবা না বাচো। সুজোগ মোকখোম। জগোতে মোকখোলাভ। জোমি পেয়ে কিছু মানুসেরা হুড়হুড় কোরে জাতে উঠতে চেস্টা করলো। কায়কোবাদের খাহিশ হলো একটু জাতে ওঠে। সে খুজতে থেহেথেহেজহোন পিরায় হয়রান তহোন বহুকাল অনেক জুগির পুরোনো ইয়ার- দুস্তো সাহেব খা পান চাবাতি চাবাতি হাজির।

এসেই বলেন, কুবাদ, জোমি পাইয়ে দেবো। দিবানি কলাম তো!

কায়কোবাদও কৌতুক অনুভব কোরে গদগদে আনোন্দে বললো, খান সাবের জা একখান কথা, তুমি হোইলে জাইয়ে আশরাফ। মান্যবরের কি এই বানিজ্য সাজে?

তিনি কহিলেন, এই ঘিয়ে রঙের ফিনফিনে পাঞ্জাবি, আর সাদা ধবধবে দামি লুঙ্গি দেইখেও তুমি কি বোঝো না জে আশরফেরও টেকার দরকার আছে? বানিজ্য মন্দো না, তবে তুমার সাথে তা নিয়ে কথা হোইবে কেনো? দুস্তোর দুন্যি আশরফে কিছু কোরতি চায়। চলো জোমি দেহি গে।

বন্ধুপ্রেমের এই আতিশাজ্যের পরে আর কোনো কথা চলে না।

সবচেয়ে বেশি মোকখোলাভ কোরিতে হোইলে জে জায়গা সর্বাপেকখা উপজুক্ত, দুই বন্ধু সেই জায়গার সামনে আসিলো। দেখা জায় না, কিন্তু অনুভব করা জায় জে, মোকখো রেলগাড়ির স্টেশনের ওইদিক দিয়ে এই দৃশ্য দেখে হাসিয়া ফেলিলো। কোহিতুরের গবোরমেন্টের এক্কাগাড়ি সরকারি অতিথি লোইয়ে এই জায়গার সামনে জে প্রমোদাগার আছে তাতে এসে থামে। ফলে জায়গার দাম বহুগুনে বাড়িয়ে গিয়েছে। কায়কোবাদের নিচু জাতের মোনে এই বিশশাস হয় না জে তার বন্ধু তারে কি জোমি দেখাইতেছে! তার মোন পাতালে, চোখ আকাশে, মোন উঠিতে

চাহে, ওঠে আবার নামে, আবার ওঠে, আবার নামে। উঠা- নামা কোত্তিছে এরাম কোইরে অর্থাত সে বিড়ম্বনা নামের রোগের শিকার হোইয়েছে। সে বলে, দেহো দিন, খান সাবে এহোনো তামাশা কোরিতেছে!

খান সাব অর্থাত সাহেব খা বলেন, এই তুমার কথা! আচ্ছা তালি ডাকি তুমার উপরি সহোদররে? সামনেই তো আছে সে কামে। আমার বুনের জামোই বোইলে না, আজ আমি তারে সাকখি রাখলাম তুমার ভাই বোইলে। খান সাবে হাক দিয়ে কারে জেনো বল্লেন, এই ডাক দেহি শিরির জামোইরে!

খান সাবের বোন শিরির জামাই অর্থাত কায়কোবাদের অগ্রজ ওইপাশে তার নিজির দুকানে ট্যানডেস্টার সারতিছিলেন। তার হাত কিন্তু পাকা। এই বসয়ে সেই কালে একখান ডিপ্লোমাও নাকি কোরিছিলেন। কে ডাকতি গেলি তিনি ততোকখানোত উপস্থিত। এবার তিনে মিলে জে আলোচনা হোইলো তা আমরা আর শুনতে পারিনি কিন্তু আশরফের হাক শুনলাম। হো হো করে হাসতে হাসতে খান সাবে কায়কোবাদের দিকে চাহিয়া কোহিলেন, তালি দুস্তো, ফেলো কোড়ি মাখো তেল। এ জোমি তুমার হোইলো।

কায়কোবাদের কপালে তহোন ঘাম জোমিছে। মোকখো রেল স্টেশনের ওইদিক দিয়ে তাকায়ে আবার একটু হাইসে নেয় তহোন। কায়কোবাদ তা দেখতে পায়নি, বরঙ খান সাবকে সে বলে, দুস্তো, জে টেকা এই জোমির দামের জোন্যি চাতিছো, পিরায় তা দিয়ে দিতি পাললিও সামান্য বাকি কোইরে রাখতি পারবানানে? পুরোডা তো এহোন পকেটে নেই। আমার আবার সিমান্তে জাওয়ার সুমায় আইসে গেছে। আমি ওহানে জাইয়ে বাকি টেকা পাঠাইলে কি তুমার হয়?

খান সাবে কন, দেকো কথা! ও বুন জামাই, তুমার ভাইয়ে এ কি কয়! এডা কুনো বেপার হোইলো? সাকখি থাইকলে। জাও গে, আর জাইয়ে টেকাডা পাঠায়ে দেও, কলাম তো, এ জোমি তুমার হোইলো।

কায়কোবাদ কয়, টাহার বেপারে কুবাদ দুই নম্বরি কোরিছে নাকি? এ আর কয় টাহা? জাইয়েই পাঠায়ে দিতিছি। নোলি টাকা নিয়েই আমি আবার চোইলে আসতিছি। তবে দুস্তো, এ জোমি আমার হোইলো তো? কোইলে তো!

উপরি সহোদরের আশ্বাসবানি শুনে মোকখো রেল স্টেশনের ওইপার থেহে শেসবারের মোতো হাইসে নেলো।

****

একখনে কায়কোবাদের উপরি সহোদরের কিছু পোরিচয়ের আবশ্যক হোইছে। অপরিচিতের পোরিচয় দিতি গিয়ে বাগাড়ম্বর হোতি পারে, তবে তা বাস্তবের সিমা অতিক্রম করা তো নয়- ই, তা অনৌচিত্যের সিমাকেও অতিক্রম না কোইরে বরঙ কাল্পোনিক একটি গল্পোকে আরো বেশি রঙ চড়ায়ে দিছে।

উপরি সহোদর ছিলেন আগে থেহেই কসা জাতের আশরফ। খান সাবের বুন তার ঘরনি হোলে তিনি পই পই কোরে উপোরে উইঠে জান। খান সাবের কোন জম্মের বুন তা জানা না গেলিও তিনি আশরফের সখা- মিতে হোইয়ে জগাখিচুড়ি না হোলিও জা হওয়া জায় তার জোন্য পোদে জোর, গলায় খাক, চোখে আগ দেখানোর সাধনে তিনি ওস্তাদ কারিগর। জগোতে এমোন উদাহরন বিরল নয়। তার শশুরবাড়ির কায়নাতের একচ্ছত্র অধিপতি হোয়ে উঠার গল্পো কথিত হয় অনেক বড়ো নারকোল- সুপোরির বাগান, আর সুতার বিলে এড়া জোমিতে বানের জলের আল্লাদে বিনে পয়সার কোই- শিঙগি- শোইল- টাহি মাছের বাজির দরে নিজেকে প্রতিশঠিত করার উতকর্সে। এ জগোতে তিনি বড়ো ভাগ্যবান।

এই পোরিচয় জহোন খসলো তহোন মোকখো সুতার বিলের এই ধারে বোইসে তামাক খাচ্ছিলো। ধোয়া উড়তি কেউ দেখলো না, কিন্তু তবুও সে তামাক খাচ্ছিলো। তামাকে সব সময় ধোয়া নাও উড়তি পারে। ওই পথে কায়কোবাদ হাইটে বাড়ি জাচ্ছে আজ। সিমান্ত থেহে সে ফিরিছে। সে

ভাবলো, উপরি সহোদরের সঙ্গে এই মওকাতেই দেখা কোরে জাই। আজই টাকা- পয়সা শোধ কোরে দেবে, জোমির দলিল কোরিয়ে নেবে সে। বেশ ফুরফুর করতে করতে সে ভাইয়ের বাটি ঢুকে গেলো।

মোকখো ভাবে, জাই একটু এগোইয়ে। সে দুর থেহেশুনতে পায়, দেখতেও পায়জে, রসিয়ে রসিয়ে খেমটা নাচের মোতোন লাফাইয়ে লাফাইয়ে উপরি সহোদর তার পাতাইনে শশুরবাড়ির দিকের কোলে ঝোল টেইনে বল্লেন, তা তুমি সুমায় মোতো বাকি টাকা দেও নাই কেনে?

কায়কোবাদ চেচিয়ে ওঠে।ককিয়ে উঠে অগ্রজকে বলে, টাকা বাকি ছেলো জা, তার জোন্যি কি আমার সাতে এই কাম করা জায়? পিরায় সবোই ত আমি দিয়ে গিছি। সামান্য এই কোইডা টাকার দুন্যি তুমি কিস্যু কোত্তি পাইল্লে না? তুমারে সাকখি রাহিছি তালি কেনো?

মোকখো কথাগুলো শুনছে তাদের মোইধ্যে। জা শুনেছে তা এরাম -

- জা কোরবার তা তো কোরিছিই। তবে কিন্তু এহোন আর কিস্যু করার নেই। ও জোমি হাত ছাড়া হোইয়ে গেইছে। ও জোমি অন্যের কাছে বিক্রি হোইয়ে গেইছে।
- ➢ তুমি থাকতি? তুমি এর মোইধ্যে থাকতি তুমার হালায় এই কাম কোরতি পারে ক্যামনে কও দিন দেহি?
- এই বেপারে আর কথা হোইবে না।
- ➢ কায়কোবাদ আফসোস কোইরে বলে, তুমার কতা শুইনে আমি ভাবতিছি জেতুমি কি আমার ভাই ছিলে কোনোকালে?
- সে এহোন আর প্রমান করা জায় না। জোদি অসসিকার কোরি? অথবা ভাই বোলে কি আমার জিবোন কওলা এইরে দিছি তুমারে?
- ➢ তা দিবা কেনো? কিন্তু আমার টাকা কি আমি দেই নাই? আমি কি তুমারে সাকখি মানি নাই?
- আমার কি সমাজ ও আত্মিয় বোইলে সব কিছু ধুইয়ে দিছি তুমার দুন্যি?

- ➢ তুমি আমার জুদ্ধের সনদ খাইলে, এহোন জোমিও খাবা?
- • জোদি খাই?
- ➢ খাতি পারবা? হজোম কোত্তি পারবা? কট্টুক লাভ হোইছে তুমার?

এই সঙলাপের সময় উপরি সহোদরের সোনার একখান ছেলে ছিলো বাড়িতে। তোতলাতে তোতলাতে আইসে কায়কোবাদকে তার বাপের সামনে বলিলো, নিজেরে বেশি শোক্তিশালি ও বুদ্ধিমান ভাইবেন না আর, দিন এহোন বোইদলে গেইছে। আমাগো শোক্তি আগের মতোনই আছে এডা ভাইবেন না কোতিছি কাকা! এহোন কি আর আমাগো দাবায়ে রাকতি পারবেন আপনি? অতোএব থাইমে জান।

*****

এর পরে আর কথা চলে না। ছেলের শিকখা হোয়েছে বটে। বয়েসে জে ছেলে বাম পায়ের কেনি আঙুলের নখেরও নিচে পড়ে চাচার, সে এখোন কথা বোলতি শিখেছে। বাপের সামনে বাপের ভাইয়েরে দু'কথা শুনোতি শিখিছে থোতা মুখে। কায়কোবাদ ভাবে, এর মুখ ভোতা কোরে দিই না কেনো? কিন্তু না, লাঠি জুগ এ জগোতে এহোন শেস, খুটির জোর তার নেই, খুটি তার ঘুন ধরা। তার চেয়ে বরঙ আরো কিছু কথা, আরো কিছু সঙলাপ তবুও চোলতি থাকে। এ কথা জেনো শেস হোবার লয়।

কোহিতুরের রামরাজ্যে আমরা ক'জন এই অল্পো বয়েসি জিবোনে দেখিছি জে, কিছু প্রানি আছে জারা নিজেদের লাভ হবেনা কিছুতিও, তা জাইনেও অন্যের লুকছান দেইখে আনোন্দো পায়। নিজের জাতে ওঠা সম্পর্কে খায়েশাত জতো তিব্র ততো চড়া দামের বজ্জাতি এদের মজ্জায়। এরা অপেকখা করে অন্যের পতোনের। তাতে এদের রাজ্যের বেজায় সুখ। অন্যের উতকর্স এদের রাতের ঘুম নস্টের কারোন। তবুও প্রকৃতির আলোর সেবা নিয়ে এরা রাতকে দিন দিনকে রাত কোরে জাতের নামে জে কলঙ্ক করে তা বজ্জাতির আলোয়ানে ঢাকা পোইড়ে জায়। কেনো

পোইড়ে জায় তার ইতিহাস অজানা। এরা বাইচে জায় কৃত কর্মের দায় থেহে, এরা বাইচে থাকে। প্রকৃতির এ বিধান, এই কথা বোইলে আমরা সাধারনেরা তা মাইনে নিয়ে চুপ কোইরে থাকি।

কিন্তু আমাগো মোইধ্যে কয়জন আবার একটু আগ বাড়িয়ে কহিলো, সোনার বেয়াদপ ছেলেরে একটু শাসায়ে দেয়া তবু উচিত ছিলো। জে সারা জিবোন মানুস পিটেইছে, সে কেমনে এইরাম কোইরে চুপ কোইরে থাকতে পারে? চড়ায়ে ওর দাতের ফানাগুলোর দু- একটা ভাইঙ্গে দিয়া উচিত ছিলো।

কেউ কেউ বলিলো জে, না, কায়কোবাদ তা আর সত্যিই পাত্তো না। তার আর দরকার ছিলো না, কারোন ওতি তার জোমি সে ফেরত পাতো না। তবে ওই ভালো মানুস সোনার ছেলেরে ওর সারা জিবোনের সাধোনার কথা দু- একটা ফিরাইয়ে দিয়া উচিত ছিলো।

আমাগো একজন উতসুক হোইয়ে প্রোশ্নো করে, ও কা, সেইগুলো কি? কওদিন দেহি?

কে জেনো বললো, রবিন্দ্রনাথরে জে পুজো কোইরে ও ভগবান মাইনে তার দিন বদলাইছে, তার সরোন রাহা উচিত - ‘জা গেছে একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি?’

৩০ জুন ২০১৭

চোরেরও উপোরে বাটপাড়নি

রাহেলা বেগামের মা পিরায় কাদো কাদো হোইয়ে কলেন, আইজকে এই জোমি তুমার নামে লিইখে দিলাম বাপধন গো! চাও তো আমার সুন্দরি মাইয়া রোন্টি সত্যি কোতিছি তুমার। এখোন এই কতা শুনার পরেও আমার সুনার বাপজান তুমি জোমি উদ্ধার করবা কি না তা আমি জানি না, আমি আর কিছুই কোতি পারিনা।

কায়কোবাদ কোইলো, তা খালা কাইল আমার আর এক জায়গায় এট্টা ফাইট আছে। নিজের ঘরের খাইয়ে পরের বোনের মৈস তাড়ানো অর্থাত পেত্যেক সপ্তাহেই এরাম ফ্রি শিডুল আমার থাহে। পিটেতি পিটেতি অভ্যেস হোইয়ে গেছে তো। এহোন আর না পিটেইয়ে থাকতি পারিনা। হাতটা কিরাম কিরাম জানি এরে।

সেডা জানি বোইলেই তো তুমার পরে আমি ভারি ভরসা, গদগদ কোইরে এমোন ভাব নিয়ে খালাজান কথাডা কোইলেন জে মোনে হলো উনি জেনো মানুস পিটেনোর সনদ বিতরন করেন।

খালার আসোলে কুনও দোস না। তিনি তার একখান জোমি উদ্ধার কোত্তি একটু সাহাজ্য কারো কাছে চাতিই পারেন। এডা কিন্তু অন্যায় কিছু না। আর সাহাজ্য পাতি হোলি একটু তেল মালিস কোরলিও করা লাগে। এডাও দোসের কিছু না। জগোতে নিজের জান- মাল রকখার কথা কওয়া আছে ধর্মগ্রন্থে। তাই তো খালা এই মালিসের থিওরি চালায়ে পিরায় হাতছাড়া হওয়া জোমি উদ্ধার কোত্তি চালেন।

কায়কোবাদ কিন্তু এই সব মালিস- ফালিসের কতাই কান ও মোন না দিয়ে পিরানের খালারে কোইলো, তা নাসের, মানে আফনার আকামের গুড়া ছুয়ালডাও তো কম হারামজাদা না। তয় ওর আরো টেরনিঙ এর দরকার আছে। তা আপনি জহোন কোতিছেন, কালকে কলেজের মাটে ফাইটের কামডা সাইরেই আমি আপনার মামলার শিডুলডা লিয়ে লিতিছি, কি কন গো পিয়ারের খালাজান?

খুশিতে খালার মোন উরি উরি কোইরে ওঠলো। কিন্তু বাইরি তা প্রোকাশ না কোইরে তিনি কায়কোবাদরে কন, তা বাবা, বেশি দেরি এইরেনা আবার! তালি উরা জোদি সব দখল এইরে নেইআনে?

কায়কোবাদ বুক ফুলায়ে কয়, ওগে সাইজ কোত্তি কায়কোবাদের লাঠি লাগে না, ঘেটি ধোইরে কয় ঘুল্লি মাল্লি ফুরফুরি হোইয়ে জাবেনে উরা।

খালা অর্থাত সুন্দরি রাহেলা বেগামের মা তার সোনার বাপধন কায়কোবাদের এইকথায় বেজায় খুশি হোইয়ে নাচতি নাচতি বাটির দিকি অর্থাত সেহেরগো বাড়ি চোইলে গেলেন। বাড়ি জাইয়ে কার মারফতে জোমি নিয়ে জারা বিবাদ কোরতিছিলো তাদেরগোরে তিনি জানায়ে দেলেন জে, এই জোমি এহোন আমাগো লয় ভাই, তুমরা আর কি করবা, আফসোস তুমাগো লইগে। কায়কোবাদের নামে এই জোমি রেজিস্টির দলিল হোইয়ে গেইছে।

শত্রুপকখো এতে জে আফসোস কল্লো না তা কিন্তু না! কিন্তু তারা শুধু ভাবলো, মিছে কায়কোবাদের লাঠি খাওয়া ছাড়া আমাগো আর কিছু জোঠফেনানে এহোন, কিন্তু মাল, কি সিয়ানা এই মহিলা!

আর কোনো কথা না বোইলেই জোমির উপোর দিয়ে হাইটে জে জার জার বাড়ির দিকি চোইলে গেলো। বেগামের মা এই চোইলে জাওয়া দেইহে মিছ মিছ কোরে হাইসে দিলি তার সহস্র বছোরের মাজনা মারা গুল খাওয়া দাত দেখা গেলো। তরমুজির আটির মোতোন পিরায়।

****

কলেজের মাঠে সেদিন কায়কোবাদ তুমুল মারামারি কোইরে ক্লান্ত হোয়ে গেলি পরের দিন রাহেলা বেগামের মায়ের জোমি উদ্ধারে জাতি পারলো না। কিন্তু তার পরের দিন আবার শোক্তিমত্ত হোয়ে উঠলি দশ- বারোজন জুবোক পান্ডাদের নিয়ে খালারে দিয়া কথা রাখতি গেলো। শত্রুপকখের জিনি মাথা তিনি কায়কোবাদের আসার খবোর শুইনে নিজিই দেখা কোরতি চোইলে আসলেন।

কায়কোবাদ ভনিতা না কোরেই তারে কয়, এই জোমি কার?

বেটা ভয়ে ভয়ে কয়, আপনের।

কায়কোবাদ সবাইরে শুনায়ে জোরে চিতকার দিয়ে কোইলো, সবাই শুনলে তো, এই জোমি কার?

লোকটা আবার বললো, আপনের।

বেগামের মা এই কথা শুইনে দুর থেহে আবার মিছ মিছ কোইরে হাইসে দিলি তার গুল মাখানো দাতের কিছু অঙশ দেখা গেলো।

****

রাহেলার মা এসেছে কায়কোবাদের বাড়ি। কায়কোবাদ তারে দেখে প্রোথোম চোটেই কোইলো, তা খালা আপনি কেনো? আমারে খবোর দিলিই হতো।

তিনিকলেন, এহনের দরকারডা তো আমার, মোনে বেশি টান লাগলো বোইলেই ছুইটে আলাম। তা বাপধন, জোমিডা এবার আমাগো নামে লিহে দাও না কেনে সোনা, কি দরকার তুমার এই ঝামেলা জড়ায়ে রাইহে?

এই কথা শুইনেই কায়কোবাদ প্রোথোমে কিছু আন্দাজ কোরতি পারলো না। কিন্তু কোথায় জেনো ধক কোইরে একটা কসা ধাক্কা খালো। পরে উতপল দত্তের সিনেমার কথা মোনে পোইড়ে গেলি সে এহোন কি কবে ভাইবে না পাইয়ে পিয়ারের খালারেবললো, তা খালা কি জে কন, জোমি মানে, এইডা ত এহোন, এ কি কথা, মানে হোইছে কি, কি জোমি, ও জোমি! আফনি তা কি কলেন সেদিন, উরি মাথা ঘুরায়, ওরে আমার সেয়ানা খালা, ধেততেরি, ধরা খেইয়ে গেলাম মাইরি, ফ্রি তে আর লাঠি, ও না মানে, আচ্ছা তালি চলেন!

১ জুলাই, ২০১৭

খাহেশাত ই পিএইচডি

চাচি গো, আমি তো আর বাড়ি থাকতি পারলাম না। খুব ইচ্ছে ছিলো আপনাগো সাতে আরো কিছুদিন থেইকে জাআর। কিন্তু জ্ঞানের নেশা আমারে বোধায় চিনদেসে নিয়ে ফেলাবেনে। আমার জে বেরেনে কি জে মাল আছে তা প্রোকাশ না কোত্তি পাল্লি আমার মাথাতি কিরাম জেনো এত্তিছে। তাই আমি আর বাড়ি থাকতি পাত্তিছিনা, গোপালগঞ্জে চোইলে জাচ্ছি।

জ্ঞান অর্জনের জোন্যি চিনের বোদলে আপাততো গুপালগঞ্জে জাআর কতা শুইনে কপালে চোখ তুইলে চাচি দেবোরের পো- রে শুধালেন, উহানে! কও কি! তা কি উদ্দেশ্য?

বাশের চে’ কোঞ্চি দড় হোলিকোঞ্চি অর্থাত দেবোরের সেই পো কলেন, আমি দড় হোইয়েছি।

কিন্তু তাতেও তার তৃপ্তি না হোলি সে আবার কয়, এবার আমি অতি উচু দরের ডিগ্রি লইব, তাতে আমার দড় হওয়ার বিসয়টা পাকাপোক্ত হোইবেক চাচিজান। তাই গুপালগঞ্জে আমারে জাতিই হোইবে। সেহানে আছে আমার এক নাম সম্পর্কের ভাই। রাজনিতি কোইরে এই বয়সে জা হাতখানা পাকায়েছে সে, তাতে তার উপোরে বাজি ধরা জায়। খুব পাওয়ার আছে তার। ওখানের বিশশোবিদ্যালয়ে জোদি কায়দা কোরে সিস্টেমে ঢুকায়ে দিতি পারে! তালি ফায়দা আমার।

চাচি এই কেরামোতির লেহাপড়ার সিস্টেমের কিস্যু বুঝতি না পাইরে কন, আমি এহোন বাটি জাই।

কিন্তু বেপারটা আশাবেঞ্জক, এমোনকি উতসাহবেঞ্জকও। তবে আমাগো তহোন এমোন দৃঢ় বিশশাস জে, উচু ডিগ্রিটার নাম জহোন বানান কোত্তি বলা হবে কোঞ্চি তহোন অপারগ হোইবেন। তবে এই ছত্রখানি পড়ার পরের কথা জানি না। পাল্লিও কোঞ্চি উতরে জাতি পারে!

কোঞ্চি নিস্ক্রান্ত হোইলে এমোন সময় কায়কোবাদ আসলেন। তিনি এসে সব শুনেই বলেন, কোঞ্চি জহোন দড় হোইয়েছে তহোন কি ঘটতে কি ঘটে, তার পরিনাম কেউই আন্দজ কোরতি

পারবেনানে। তা ডিগ্রি লোয়ে কি কথা কোতিছো তুমরা আমারে তা কও। আমরা সেহানে ছিলাম একটু দুরি। চাচি চোইলে গেলি আমরা কাছে আসলাম।

আমরা দেখলাম জে, ডিগ্রির নামটা- ই আসোল। ভেতরে কিছুমাত্র মাল না থাকলেও জোদি কপালে ডিগ্রি থাকে তো কেল্লা ফতে। তহোন কোঞ্চি জে কি আকার লইবে আল্লা মালুম। মানুস আঙুল ফুলে কলা গাছ হোয়েছে শুনেছি। কোঞ্চি ফেপে কি হয় সেটা একবার দেহার সুজোগআলিও আসতি পারে। দেহা জাক। অবশ্য আমরা এর পরে আর কোনো নতুন চিন্তা বাদ দিয়ে কায়কোবাদকে ডিগ্রিখানার নাম কহিলাম। মাজেদ দাদা তাল গাছ কাটতি জাতিছিলেন সেই পথ দিয়ে। নাম সুইনে দাদা চোখ একটুখানি উচু কোরে বল্লেন, পিএইচডি! এই উচ্চারন তো আমার গলফের তাল গাছেত্তে পড়ার চাইয়ে সুজা!

বটে! তবে সুজা আসিলো কোথা হোতে? সুজা মানে আমাগোগিরামের সুজা কাকা। উনি তালগাছেত্তে কবে পোড়িছেন? দাদা কলেন, আরে না, তা কোইনি, শেহেরগে বাড়ির সুজা তো আশরফ, সে তালগাছে ওঠফে কেনো? সুজা বোইলে আমি সুজা কাজ বুঝায়েছি। এহোন জাই।

কায়কোবাদ এবার কলেন, শুনিছি বাঙলাদেশে এক বিশেস শ্রেনির বেসাতি কেন্দ্র খুলা হোইছে উনিশশ বিরোনোব্বই সাল থেইকে, সেই সব ব্যবসা প্রতিস্টান থেহেও কি এই ডিগ্রি মেলবেনে?

আমরা ইতিহাস ঘাইটে বুঝতি পাল্লাম জে, বেক্তিগত লালাভালাভের নিমিত্ত এই দেশে জে বিশশোবিদ্যালয়ের মহত জাত্রা শুরু হোইছিলো, কায়কোবাদ তার কথা বোলতিছেন। আমরা বল্লামজে, হুম, এইহানে স্রোতের মোতোন সনদ ভাইসে বেড়ায় এই কথা সহি বটে, তবে এই ডিগ্রিখানা কিনতি পাওয়া জায় কিনা তা আমাগো মোধ্যি সবার জানা নেই।

*****

একখনে আমাগো এই গল্পের কোঞ্চির এট্টা নাম দিয়া দরকার। কোঞ্চি জেই হেতু দড়, তাই তার নামও দড় হওয়া উচিত। তাতিই সোনায় সোহাগা। তালি তার নাম দিলাম উজবুক। উজবেকিস্তান

থেহে মধ্যজুগের উপমহাদেশিয় সম্রাটদের ভাড়া করা শোক্তিমত্ত সৈন্যর আদপে জতোই আহাম্মক হোক না কেনো আমাগো উজবুক কিন্তু খুব চালাক। সে বৈসয়িকও বটে। বেপারটা মন্দো নয়। দোসেরও নয়। সে কেমোন বৈসয়িক সেইবেপারে এট্টা গলফোআমাগো সমাজে খুব প্রচলিত। আমাগোসেই সমাজের একজন গিছিলো উত্তোরের বিলি মাছ শিকারে। সাতে ছিলেন উজবুকের শ্রদ্ধেয় আব্বাজান। মাছেআধার খাচ্ছে কি খাচ্ছে না তার জোন্যি সবার চোখ জহোন ফাতনার দিকে, ওই সময় মোবাইলে শব্দ কোরে ওটলো। মানে ফোন আইছে। বাবা ও ছেলের মোধ্যি কতা হোতিছে-

- আব্বা আমার দিলে এট্টা খাহিশাত জমা হোয়েছে।

- - জমা কোরিও না বাছা, বাহির কোরিয়া দেও, উগারিয়া দেও।

- তাই- ই দিতেছি। আব্বা আপনি কি চান না জে আমি ইঞ্জিনিয়র হোই?

- - না বাবা, তুমি জা আছো এতেই গাড়ি জম্মের আন্দাজ দোইড়োতিছে।

- আব্বা, আপনি চালি আমি কিন্তু ইঞ্জিনিয়র হোয়েও অনেকরে দেখাইয়ে দিতি পারি!

- - থাক থাক হোইয়েছে, গাড়ি দোইড়োচ্ছে তো! কি দরকার কি দরকার!

- ঠিক আছে তালি, আপনি জহোন চাচ্ছেন না তাই, নোলি কিন্তু...

- - ঠিক আছে বাপ, এহোন রাহি,তুমার কতা সুইনে আমার কিরাম জেনো মোনে হোতিছে জে, মাছে আইজকে বরশি না খাইয়ে ফাতনা খাতিছে, রাহি বাপ!

এনট্রান্সে বা হাই ইস্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে না পোইড়েও কেমোন এইরে ইঞ্জিনিয়রিঙ পড়া জায়, সে জাদের পোড়তি ইচ্ছে এরে তাগো অবশ্যই উজবুকের কাছ থেইহে সবক নিয়ে রাহা উচিত। একদিন হয়ত আমরা দেখফোজে, এই ছেলে, জে ইঙরেজি সাহিত্যে অনার্স পাস কোইরেও শেকসপিয়র- এর ট্রাজেডিগুলোর একটারও নাম বোলতি পারে না, এমোন কি ইঙরেজি

সাহিত্যের বিন্দু বিসর্গের খোজও জার থলেতে নেই,একদিন একটি সনদ হাতে কোইরে সবাইকে দেখিয়ে তাক লাগায়ে দিয়ে কবে, আমি ডক্টর উজবুক আর এই জে তার প্রমান! জগোতে অসম্ভব নয় কিছুই।

আমাগো খুব ইচ্ছে আমাগো উজবুককে পরিচিতো কোনো প্রফেসরের কাছে একদিন নিয়ে জাই। তার পিএইচডি এর আকাঙ্খার কথা সেই অধ্যাপকরে জানাই। তবে কিনা উজবুকের অনেক টাকা। সে হয়ত কিছুতেই জাতি রাজি হবে না। হয়ত বরঙ সে ভাববে, বিএ পাশের সনদ হোইছে টাকায়, পিএইচডি কেনো লয়!

কায়কোবাদ আখেরে বলেন, শতোকরা একশো ভাগ না হোলিও, এই সুনার দেশে বেসরকারি বিশশোবিদ্যালয়গুলো আমাগো উজবুকের মোতোন আস্তো, নিখাদ ও পাকা গবেটদের জোন্যিও পিএইচডি- এর ঘাড়ে চড়ার জোন্যি ইচ্ছের দরজা খুইলে দিতি পারিছে, এই বা কম কিসি?

২৯ জুন ২০১৭

মামলার হামলা

হাতির পেডে বেল গেলি হাতি জানতি পারার আগে আস্তো বেল পেট থেহে বেরোয় গেলি হাতি ভাবে, হায় বেকার এডারে খালাম, আস্তোই দেহি খালাস হোইয়ে গেলো! গবোরমেন্টের গো-ডাউনের বাইরি চকচকে তালা মারা দেইখে গবোরমেন্ট ভাবে খাজানা রোকখিতো আছে সোলো আনা, কে হজোম করবি আয়! আমরা শুনিছি কিন্তু দেখিনাই জে, বেলের শাস নাকি হজোম হোইয়ে হাতির পেট হোইয়ে রিতিমোতোন শরিরের কল্যানসাধোন করে।

হাতি জেরাম জানতি পারলো না, তেমনি বাইরের তালা বাইরের থাকলো কিন্তু গবোরমেন্টের চাকোর কায়কোবাদের নিশিজাগরন হোইছিলো জে খাজানা রকখার দুন্যি, তা আপসছে খালাস হোইয়ে গেলো। কেমোন কোইরে অলো, আদালতের বিচারক এই প্রোশ্নো কোরলি কায়কোবাদ তহোন নির্বাক। ধমোক খালি পরে গরবমেন্টের আর একজন চাকোর জে কায়কোবাদের সাতে খাজানা পাহারার দায়িত্তে ছিলো সে কলো, আমরা তো দরজার বাইরি রাতি জাইগেই ছিলাম। কেউ তালা খুলিওনি। কিন্তু দুইদিন পরে খুইলে দেহা গেলো, মাল আউট!

বিচারক ততো তেতে অবাক হন, মাল আউট!

সরকারি উকিল হাইসে পোইড়ে কন, হুজুর, এরে এহোনো আউটে রাইহে দিচ্ছি কেনে আমরা, ইন কোইরে দেন নামদার! এই গলফো শুনতি ভালো লাগদিছে জুদিও, তবুও কি হাওয়ায় মিওলায়ে জাওয়া মালের এই গলফে কি হুজুরের মোন ভরবে?

হুজুর কোইলেন, সেই ভালো, দুইটারে লটকায়ে দেও।

এইভাবে গবোরমেন্টের মাল রাতের আন্ধারে কারো কারো দারা সটকে গেলে কায়কোবাদ ও তার সোঙ্গি আদালতে লটকে গেলো। গবোরমেন্টের সাসপেন্ড খাইয়ে এই দুইজন সুজা চৌদ্দ শিকে বরাবর হাটতি থাকে। আগে পাছে পুলিশ।

****

সুজা কাকা তহোন একনায়কের পার্টি করেন। খুলনা হোতি আগেরকার নোদিয়া জিলার জে অঙশ বাঙলাদেশের মোধ্যি পোইড়ে কুস্টিয়া নাম ধরিছিলো সেইখানে রওনা দেলেন। আইসেই সিধা জেলখানায় জাইয়ে কায়কোবাদরে কলেন, সাইজে দা, ভয়ের কারোন নেই, তুমারে বের কোত্তিছি দাড়াও। চিন্তা করবানা কলাম। এডা কোনো কাম অলো এহোন!

কায়কোবাদ বলে, তা তোর দল খমোতায় বোইলে কি আইনরে এক হাত লোইতে পারবি?

সুজা কাকা কন, আমরা আইন গড়ি আইন ভাঙ্গার জোন্যি। আর তুমি দোস করছো কি না তা আইন জানলো ক্যামনে? তুমারে আগে বের কোরি দাড়াও।

এই আশ্বাসবানি দিয়ে তিনি খুলনার দিকি রওনা হোলেন। সঙ্গে কায়কোবাদের পয়লা ছুয়াল। এরে সঙ্গে নিয়ার পরে মোনে মোনে কাকামিয়া তার সঙ্গে কতা কোইলেন -

দেহো বাছা, কিরাম সুন্দর কোইরে তুমারে বাড়ি নিয়ে জাতিছি।

হয় কাকা। অনেক সুন্দর কোইরে।

তা আইজকে বাড়ি জাতি তো রাইত। আইজকে আমাগো বাড়ি থাইকো।

তালি কাকা ঠিক আছে।

আমার মাইয়ের বয়স তিন বছোর।

তা কাকা আমার তো নয়! তালি তো ঠিক আছে কাকা।

মোনে মোনে এই কথা সুনার পরে ওই মোনে মোনেই কাকা মোনের মোদ্দি ভাবলেন, এ ছুয়াল কি কয়, মানে কি অয় এই কতার? এ ত দেহি এই উমোরেই প্যারাডক্স শিহে গেইছে!

কিন্তু বাইরির দিকি কাকা কিছু বুঝতি দেলেন না। কলেন, মাইয়েডারে কোলে তুইলে না আবার, পোইড়ে জাতি পারে।

কাকা ম্যাকবেথ পোড়েছেন? ঘটোনা কেমোন কোইরে জানি ঘোইটে জায়।

কাকা এই কতা সুইনে এবার আতকে উটলেন। কিন্তু তিনি পাকা বুদ্ধিমান। সামনে আবেগ প্রোকাশ না কোরে বরঙ কলেন, আমার মাইয়ের ব্রেন ভালো। জোদিও তার কোনো প্রমান সে রাখতি পারবে না ভবিস্যতে, তবে তার কপাল সারা জিবোনই ভালো হোইবে, তার মায়ের মোতোন। সেই রাশি দেহা জায়। তা, ওরে একটু পড়াইয়ো।

কাকা ব্রেন ভালো শুদু মুখে, তার কোনো প্রমান হবে সেরাম নাও হোতি পারে। তবে পড়ানোর সুমায় আসলি তহোন পড়াবো।

আর কিছু করবানা তো?

না কাকা, কি জে কন, আমি শুদু পড়াবো, আর সময় হোলে ঠাস ঠাস চড়াবো।

চাচা এই কথা শুইনে নিজের মুখে হাত দেন, আর ভাবেন, আমি কি ভবিস্যতে এরে মাসকাবারির মাইনেটা দিসিলাম?

*****

কয়দিন পরে গোরা কাকা চোইলে গেলেন কুস্টিয়ায়। ইনি কিন্তু উপজিলার চেয়ারমেন, বিরাট খমোতা। কিন্তু খমোতা আছে বোইলে কম খমোতার কারো কাছে জাইচে জাইয়ে পাশে থাহার মোতো কাজডারে তিনি ছোটো মোনে কল্লেন না। মোনে কল্লেন এইডা তার দায়িত্তো। কায়কোবাদ খুব খুশি গিরামের রাজনৈতিক পুলাপাইনেরা এতো পথ পাড়ি দিয়ে এইভাবে তার সাতে দেখা কোত্তি আসায়। পুরো গিরাম তহোন এক, গিরামের কারো মাতায় বেথা মানে পুরো গিরামের বেথা, কেউ না খাইয়ে থাহা মানে সবাইর খিদে লাগা, কারো বিপদ মানে হোতিছে

সবাইর বিপদ। এরে আমরা ভাতৃত্তো কোই, বন্ধুত্তো কোই, সহজোগিতা ও সহমর্মিতা কোই। খুব অল্পো সুমায়ের মোধ্যি এই শব্দগুলোর ভাব ও বৈশিস্ট আমাইগে মোধ্যি থেহে উইঠে জাতি লাগিছে, কিন্তু সৃতি ও ইতিহাস রইয়ে গেছে আগামিদের জোন্যি। তারা জোদি ইচ্ছে করে তো একদিন আবার ইতিহাস থেহে শিকখা নিলিও নিতি পারে। না নিলিও কারো কিস্যু করার নেই।

আজকের জুগি সবাই পাশে থাইহেও আলাদা, এক থাইহেও পর, কাছে থাইয়েও দুরি।

****

জেলার পিপি সরকার পকখের উকিলির বাসা। অতিথি ককখে অপেকখা কোত্তিছে কায়কোবাদের স্ত্রি ও স্ত্রির ছোটোবোনের জামাই। পিপি অনেক পরে ঘুম থেইকে উইঠে, ফ্রেশ হোইয়ে গাইগুই কোত্তি কোত্তি আসলেন। খমোতাবান বা ধনিদের বেপারই আলাদা। তাদের দুন্যি অপেকখা কোত্তি হয়। তাগো মোনের খিয়ালের সাতেই সুর মিলায়ে গান গাতি হয়, নোলি কাম অয়না। কিন্তু ঘটোনার আগে পরে আরো অনেক ঘটোনা থাহে। পিপি আসার ঘটোনার আগেই আর একখান ঘটোনা ঘোটিছে এই অভিজাত অতিথিশালায়। তার দুন্যি এট্টা কাল্পোনিক সঙলাপ জোদি দাড় করানো জায় তা শুনতি এরাম লাগে -

পিপি’র বাড়ির সদর দরজায় বেল টিপলো কায়কোবাদের স্ত্রির বোন জামাই। চাকোর বেরোয়ে আইসে জিজ্ঞেস করে, কি চাই?

পিপি সাররে চাই।

সার ঘুমে আছেন।

তাতে আমাগো সমস্যা নেই। আমরা বসতি পারবো।

কি কাজে আইছেন।

আমাগো একজন আসামির জামিনের বেপারে।

ভেতর থেকে একজন মহিলার কন্ঠ শোনা গেলো। তিনি চাকোরটারে শুধান, এই আবদেল কে রে।

দুইজন লোক আইছে মেডাম, কার জেনো জামিনের বেপারে।

ভেতরে বোসতে বল।

এবার চাকোর একটু হাইসে, একটু অবজ্ঞার সাতে, মানে কেমোন জানি একটু অন্য রহোমের রসায়ন মিশায়ে প্রার্থিদের কলো, আপনেরা আসেন, বসেন।

জহোন তারা এইভাবে বোইসে আছেন তহোন পিপি সাবে ঘুম দিচ্ছেন। কিন্তু এই ফাকে বাড়ির কর্তৃ হাসিহাসি মুখি অতিথিদের সাতে দেহা কোত্তি আসলেন। তিনি শুধান। বেশ সহমর্মিতা সহকারেই শুধান, আপনাদের কি হোইছে একটু বলবেন?

না মানে তেমোন কিছু না। এই বোইলে কায়কোবাদের বৃত্তান্ত শুনালেন তার স্ত্রি। শুইনে পিপি গিন্নি খুব মর্মাহত হওয়ার ভেক ধল্লেন। তারপর কায়কোবাদের স্ত্রির সাতে আসা ভদ্দরলোকরে দেখায়ে তিনি কলেন, ইনি কে?

কায়কোবাদের স্ত্রি তাকে পোরিচয় কোরিয়ে দিলে বাটির কর্তৃ কলেন, উরি আল্লা, আফনের বাড়ি বেনাপোলে! কি দারুন। আমার না ভারতের হকিন্স প্রেসার কুকারের খুব শখ। কারে দিয়ে আনাই কিভাবে পাই কিছুই আসোলে জানিনা। এই কথা বোইলে কর্তৃ খুব বেজার একখান ভাব দেখালেন। মোনে অলো, হকিন্স প্রেসার কুকার না পালি এই বেজারের ঘোনো কালো মেঘ আর এ জন্মেও কাটপে না।

বেনাপোলের ভদ্দরলোক আবার এইসব নাচিয়ে খান। সিমান্তের মানুস তো, নাচাতে না জানলি সেহানে ব্যবসা কোইরে খাওয়া কঠিন হোইয়ে জায়। তিনি সহাস্যে পিপি পত্নিকে বল্লেন, এতো ভাইবে আপনার এই সাধের শরিল কেনো নস্টো কোরতিছেন গো আপা, ও একটা আপনার হোইয়ে জাবে।

এই কথা শুনলি পিপি পত্নির খুব আরাম হোইয়ে গেলো, আবারও সেই গুপাল ভাড়ের গলফের মোতোন। তার মুখের উপোর দিয়ে সহস্র বছোরের কালিমার মেঘ সরে গেলো। তিনি লাফাইয়ে উইঠেই চাকোররে কলেন, আবদেল, তাগোরে নাস্তা দেস নাই এহোনো, কি কোরিস হারামজাদা!

****

এহোন প্রোশ্নো হোলো জাইয়ে, কায়কোবাদ কারে ধন্যবাদ দেবে, হকিন্স- এর কোম্পানিরে? না একই পিপি'র দুইটা মুখরে?

পিপি আগেরদিন মাননিয় বিচারকরে কোইছিলো, হুজুর, প্রোসিকিউশন বোলতিছে, এগো মোতোন ভালো মানসির মুখধারি চোরগে দুন্যি আজ রাস্ট্রিয় অর্থ- সম্পদের কম পোইড়ে জাতিছে, দেশের কল্যানে ভাটা পোড়তিছে, দৃস্টান্ত না দেহালি আপনার আর মান থাহে না।

তয় আইজকের আদালতে সেই একই পিপি কোইলো, হুজুর গো, কি মায়া, তাগোর বোউ- ছুয়াল, আহা গো, কি মায়াগো, তাগোর পবিত্র মুখ দেইহে তো কান্না ধোইরে রাহা জাতিছে না। আপনিই বা কেমোন কোইরে সবেন এ!

বিচারক মুচকাইয়া হাসলেন। মোনে মোনে বলেন, পিপি বলেন কি!

কায়কোবাদের জামিন হোইলো। তার সোঙ্গিরও।

তারা মহান খুদার কাছে ধন্যবাদ পাঠাইলো।

****

কায়কোবাদের অফিসের পাশে আখের খেত। লম্বা লম্বা এই আখে চিনি হয় জগতির মিলে। আখ কাটা শুরু অলো। অফিসির দেয়ালের পাশের দিকি আখ কাটতি আসলি খেতের শ্রমিক দেয়ালের নিচের দিকি একটা ছিদ্রো দেখতি পায়। বেশ বড়োসড়ো ছিদ্রো– দুইতিনজন মানুস গোইলে জাতি পারে এই ছিদ্রো দিয়ে। প্রোথোমে শ্রমিক কিছুই বুঝলো না। ভাবলো শিয়েলের গত্তো- টত্তো

হবে হয়ত। কিন্তু শহোরে শিয়েল আসপে কুহানতে? উতসুক ও বুদ্ধিমান শ্রমিক সোজা চোইলে গেলো পাশের পুলিশ বাকসে।

পরেরদিন পত্রিকার খবোরের পত্রিকার শিরোনাম অলো এরাম - কাস্টমের গো - ডাউন চুরির রহোস্য উদঘাটন –

আখের খেতেরতে বাইর অলো পঞ্চাশ মিটার দির্ঘ সুড়ঙ্গ।

৪ জুলাই ২০১৭

মধুমোতির বাশের ভুর

জগোতে জিবিকার জোন্যি ন্যারো গেজের রেলগাড়িতি আতা আর জামরুল বেচা- ই শেস কতা নয় বোইলে আতা ও জামরুলের জুগ খতোম হোইয়ে গেলি তহোন কি এরা জায় এই নিয়ে কায়কোবাদ জহোন খুব পেরেশানিতি পোইড়ে গেইছে, তহোন সেই পথ দিয়ে জাতিছিলেন মাজেদ ফকির।

কায়কোবাদ তারে ডাক দেয়, ও কা, কোই জাতিছো?

ফকির সাবে দাড়ায়ে পোইড়ে তার চিরাচোরিত নাটোকিয় ভঙ্গিতে কলেন, ঠিলে দেইহেও বোঝোনা ভাইপো?

ঠিলে তো কায়দা মোতোন দেখতি পাতিছিনে কাহা, কি এরবো এহোন সেই চিন্তায় মাতা - মন্ডোপ চোহির মাতা খাইয়ে গেইছে।

মাজেদ ফকির কন, তা তুমার আতা বানিজ্য চোলতিছে না?

তালের নিকোনো রসে কি তুমিও চোহি আর মোনে সইর্সে ফুল বুনতিছো কাহা? সারা বছোর আমি আতা আর জামরুল পাবো কুথায় কও?

তা আমার দশাও তুমার কাছাকাছি হোইয়ে আসতিছে ভাইপো।

সে কিরাম?

তালের রসের গুড় বেইচে তুমার কাহিরে সারা বছোর কি আর ভরন দিয়া জাবেনে কও দিন? আর মাদারিপুরের মাদারচুতিয়ারা জে কি একখান সাদের গুড় বানাতিছে ভাইপো, ওই তা খাইয়ে আমারও খালি মোনে হয়, এই আমার গুড়ির মোদ্দি বাইস্টে মুতির গোন্দো!

ও কা, এই একখান খাটি কতা কোইছো তুমি। বড়োওয়ালারা বাল- ছাল জা- ই তোয়ের এরে, তা- ই জম্মের সাদ লাগে কাহা, এরাম কেনো অয় কও দিন দেহি!

তা আমি জানি না তয় আমার এহোন খালি মোনে অতিছে তালগাছেত্তে বেরেক না কোইরে জোদি সুজা মোমফোলের কাটার মোধ্যি জাইয়ে পড়তাম, ওইডেই ভালো অতো।

ও কা, তালি এহোন কি এরা জায় কও দিন দেহি। বেরেক এইরে ভালোই এরিছো, চলো কাহা- ভাইপো দুই জনে মিইলে কিছু এট্টা এরি।

দাড়াও তালি ঠিলে বাইন্ধে আসিগে। বালের ঠিলে বাইন্দে আর বরাজের পান গুইনে বয়েস গ্যালো, কপালের শিকেও ছেড়লো না। তা, গুপাল বিড়ি আছে নাই তুমার ধারে? না থাকলি কয়ডা কিইনে রাইহো। গুপালে টান না দিলি মাথা খোলবেনানে ভাইপো। আমি আসতিছি এট্টু পরে বুইছো?

কায়কোবাদ সম্মতির মাতা নাড়ে।

****

গুপাল বিড়িতি টান দিয়ে দিয়ে চাচা- ভাইপোয় সিদ্ধান্ত নেলো জে, আমতলার কুনায় অর্থাত কায়কোবাদগো বাড়ির পুকুরির দোকখিন পাড়ের ঢুমকোর বোন কাইটে আগে সাফ কোত্তি হবে। এইহানে তাগোর দুইজনের জিবিকার উপায় তোয়ের হবে। কিন্তু জিবিকা জিনি কোইরে দেন তিনি আকাশেত্তে হাসলেন কি না সেডা বুঝা না গেলিও ঢুমকোর বোন সাফ করার কাম শুরু হোইয়ে গেলো। তালি ধোইরে নিয়া জায় জে প্রোথোম চোটে একখান হাসি তাগো উপহার হিসেবে পাওনা ছেলো। জিবিকার জোন্যি জে বাইর অয় আল্লা তাগোরে পথ কোইরে দেন। এইডারে আমরা উপোরওয়ালার হাসি হিসেবে ধোইরে নিলাম।

তবে দাও দিয়ে কাটাওয়ালা ঢুমকোর বোন সাফ কোত্তি জারা দেহিছে রাস্তা দিয়ে জাআর সুমায়, তাগের কেউ কেউ চিমটি কাটার মোতো হাইসে দিয়ে কোইছে, খেপিছে রে! আতায় আর তালের রসে এবার খিচুড়ি হোইয়ে জাবেনে রে! দেহো এত্তিছে কি!

গিরামে এইরাম ফুটোনি চোলতি থাহে। গিরামের কিছু মানুস আছে জারা কাম কম কোইরে কতা কয় বেশি। মুটা চালির ভাতের দুইবেলা বেবস্থা হোইয়ে গেলি আর তাগোরে পাইছে কিডা! এবার মুহির বান্ধন খুইলে দিয়ার দুন্যি ঘরের আশেপাশে কাউরে না পালি জাও হাইটে হিন্দু ডাঙ্গায় বা কিলাবের মাটে। এবার মুকা বা সপনের দুকানের দুই টাহার পুরি চাবাও আর চা গিলতি থাহো, আর মুহির পেচ খোলো।

দাও দিয়ে ঢুমকোরের ডাল কাটা আর শাফোল দিয়ে শিকড় উপড়োনোর সুমায় মাজেদ ফকিররে কায়কোবাদ রাস্তা দিয়ে কিডা জানো জাতিছিলো তারে দেহায়ে শুধায়, ও কা, দেবো নাই কসা? ওই দেহো কি কোতি কোতি জাতিছে। আগেরদিন জে চড়খান মারিছি কাকা, এর পরেও পাছার মোধ্যি কেমোন কোইরে ওর জে কৃমি চুলকোতিছে ভাইবে পাতিছি না। সান্ধায়ে দেবো নাই কাহা?

পাছা চুলকোনোইওর কাম, বাদ দেও ভাইপো। চলো ভুই কুপাই।

একবার ভাবো, আমার দাদা মোকবুল মাস্টার রামায়নের হনুমান সাজুক আর পুইড়ে জাক এ নিয়ে ওর সেইদিন সন্ধে রাত্তিরি ওইসব কতা কওয়া কি ঠিক হোইছিলো? ওর কিরমি আমি বাইর কোইরে দি এহোন আর এগবার কাহা? তুমি কও তো ওরে আইলোয়ে দি। পাড়ায়ে ওর নাড়ি বাইর কোইরে দি এহোন?

এইবার কাজ থুইয়ে লুঙ্গির গাইট থেহে গুপাল বিড়ি বাইর কোইরে ধরাতি ধরাতি মাজেদ ফকির কন, জে বিয়াদব তারে তুমি কেমোন কোইরে ভালো করবা ভাইপো?

কায়কোবার তে তে ওটে, কেনো কোইসে হারামজাদায়? সেদিনির এক চড়ে তো ওরে ঘুরোয়ে ফেলাইছিলাম, আইজকে তুমি শুধু কও, বাইনচোতরে ফাইড়ে ফেলাই। হারামজাদা আমার

বাপের নাম তুইলে কয় অমুকের গৈরোগো কিডা ভালো! হারামজাদার নিজিরই জ্ঞেতি- গুস্টির নাম- পোরিচয় নেই সে আবার আরেগজোনরে নিয়ে কতা তোলে। বাইনচোত কুথাকার!

আতিয়ারের কামই এইডা, গাটে আর লুঙ্গির কোরোছে মোতি নেই। আবালের গুড়া। ভাইপো, বাদ দেও দিন। মাজেদ ফকির গুপাল বিড়িতি টান দিতি দিতি কন এই কতা।

কিন্তু কায়কোবাদ ছাড়ার পাত্তোর না। সে কলো, তুমিও তো কম জাও না কাকা। তুমারেই এইসব কোতিছে আর তুমি চুপ কোইরে শুইনে জাতিছো। আমার কিন্তুক হাত ছুইটে জাতিছিলো। নিহাত তুমি বড়ো বোইলে!

ভাইপো বাদ দেও। তুমার ছোটোভাইও তো বিয়াদপডারে সেদিন রাম কসা দিছে, তাতিও কি ও ঠিক হোইছে? তালি খালি খালি মাইরে কি লাব? ছুচো নিজিরি হাতি ভাবলি তারে ওইরাম ভাবতি দেও। অন্য মানসিরা জারা আসোল সত্যিডা জানে তারা দেহো না হাসে ওইগে নিয়ে? আছি পাশাপাশি, কোনোমতে একসাতে থাকতি পাল্লিই হলো। ভাইপো, চলো কুপাই।

কায়কোবাদ গুসসা কোইরে কুদাল দিয়ে জোমিনে কোপ দিয়ে কয়, কুপাও।

****

ঢুমকোরের বোন কাইটে সেই ভুই খালাস হোইয়ে গেলো। ঝুরঝুইরে মাটি বেরোলো সেহানেত্তে। কুপায়ে কাকা- ভাইপোতি অসাইধ্য সাধোন কল্লো। ক্লান্ত মাজেদ ফকির কুইতে কুইতে কন, ভাইপো, আইজকে এই তামাত থাইক। কাইল আবার ফাইনাল কুপায়ে জোমি তোয়ের এরবানি।

কায়কোবাদ তারে সায় দেয়, তালি চলো কাহা, সুতির বিলিত্তে নাইয়ে আসি গে। কয়ডা নাইলও তুইলে নিয়ে আসিগে। নুনা ইলিশ দিয়ে মা'রে রানতি কবানি। কাহা, আইজকে দুফুরি আমাগো বাড়ি চাইড্ডে খাইয়ে জাইও কলাম।

ভাইপো তালি চলো তাড়াতাড়ি ডুবোয়ে আসিগে, কুদাল থুইয়ে হাত ঝাড়তি ঝাড়তি মাজেদ ফকিররে এই কতা কওয়ার সুমায় তার মুখি সুখির হাসি দেহা গেলো।

****

আ হা!

কিন্তু সাফ হোয়ে জাওয়া ঢুমকোর বন হাসলো না। অর্থাত কায়কোবাদ ও মাজেদ ফকিরের কপাল এবারও ভোগে গেলো।

কিছু কিছু মানুস থাহে জারা সারা জিবোন মেলা পরিশ্রম করে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের শনি কাটে না। কেনো এরাম হয়? এর একটা কারোন হোতি পারে সঠিক সুমায় সঠিক পোরিকল্পোনার অভাব।

তহোন পোরবেছার সাব, অর্থাত ওই গিরামের আলাদিন পোরবেছারের লগে কায়কোবাদের দেহা হোইয়ে গ্যালো। তাও আবারা বেকায়দার ফহিরহাট বাজারে। এহোন পরবেছার সাবের পোরিচয় আবশ্যক হোয়েছে। কিন্তু পোরিচয় দিতে গেলি পোরিচয় খইসে জাবেনে কি না সেই চিন্তায় মাথা ঘুল্লি হোতিছে।

পোরবেছার সাবের গাও গিরামে থাইহে উপোজেলা শহোরের কলেজে কিলাস করানো কঠিন হোইয়ে গেলি তিনি ফহিরহাটে দেশান্তরি হোলেন। এতে কোনো অপোরাধ নেই। নগরায়নের জুগি মানসিরা গিরাম ছাইড়ে শহোরের বাসিন্দা হয় উত্তম নাগরিক সুজোগ সুবিদা কবজা কোইরে লোইয়ে নিজের ও পরিবারের জিবোনরে সাফল্যের চুড়োয় উঠোতি চায়। এডা খারাপ কিছু না। কিন্তু শিকখিতো মানসির নিজির পরিবারের বাইরিও আরো কিছু দায় থাহে। সেডা সামাজিক ও মানবিক দায়। আমাগো দেশের মতোন থার্ড কিলাস দেশের মানসিরা এহোনো কিন্তু শিকখিতো মানসিগো মুহির দিকি তাকায়ে থাহে এই ভরসায় জে, তারা হয়তো দেশটারে সত্যিকারের এগোয়ে নিতি সবচেয়ে বেশি আইগোয়ে থাকফে। এহোন ধনতন্ত্র জোদিও জাইকে বসিছে, আর

টাহা - কোড়ির হিসেবে জারা ফাস্ট, তাগো এট্টা আলাদা খমোতার জায়গা তোয়ের হোইছে, কিন্তু খালি টাহা দিয়ে- ই কিন্তু সত্যিকারের কল্যান করা সম্ভব হয় না।

আর জাগো হাতে এহোন টাহা উটিছে, তা গো সামাজিক জোগ্যতার বাছ বিচার না কোইরেই মর্জাদার আসোনে আমরা তাগো জায়গা দিছি। এডা ভুল হোইছে। কিন্তু আখেরে ওই শিকখা- ই জে আমাগো সঠিক পথ দেহাবে সেই ব্যাপারে আজও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শিকখাডা সুশিকখা হওয়া চাই। এইডেই অলো জাইয়ে আসোল কতা।

পরবেছার সাবে গিরাম থেহে বাইর হোইয়ে জাইয়ে নিজির গিরামের মানসির লেহাপড়া নিয়ে বিস্তর কাম কোইরে গিরামরে জে এট্টু তুইলে ধরবেন, সেই চিস্টা কোরিছেন কিনা তা গিরামের মানসিরা জানলি ভালো। না জানলি কারো কিছু কওয়ার নেই। আমরা জাইনেও চুপ কোইরে থাকি। বুইজেও জা করার তা কোরিনা। এডা বিরাট সমস্যা। তয়, মামুন কাকা কিন্তু মুখ খোললেন। তিনি তার আপোন মামারে লোইয়ে জে সব কতা কোইতে পেরেছেন, তার দুন্যি বিরাট সাহোসের দরকার। মামুন কাকা গিরামের সবার পিয়ারের মানুস। তিনি আজিবোন চলতশোক্তিহিন। তার দারা কহোনো অন্যায় কাম হয় নাই। ক্যামনে হবে? মানসি চুরি কোত্তি গেলি বা পুতুল নাচের আসরে গেলি তো হাইটে জাতি অয়। মামুন কাকার পা দুটো পাখির ডানার হাড়ের মোতোন সরু ও প্রায় অসাড়। মানসিরে অন্যায় ভাবে মারতি হোলি সবল হাতের দরকার। তার হাত দুটো তিনি নড়ান না। এরা অসঙলগ্নভাবে নড়ে। নিয়ন্ত্রনহিন। হাগতি গেলি তারে ধোইরে নিয়ে কোনো মতে কামডা করান তার মা। মুততি গেলিও তাই। খাওন পরনও। গিরামের সবাই ভাবে, মাডা মোইরে গেলি কাকার হাগা- মুতা, শুয়া- উলানোসহ নিত্য দিনির কাজকম্মের বারডা বাইজে জাবেনে। এহোন প্রোশ্নো হোতিছে, মামুন কাকার নিজির মামু আলাদিন পোরবেছার কি ভাবেন?

এহোন আসোল কতায় আসি। পোরবেছারে কায়কোবাদরে জিজ্ঞেস করেন, তা তুমি ইদানিঙ কি কোইরে বেড়াও? তা ছুয়াল নাকি দেশের বাইরি গেইছে? কি কাম করে?

কায়কোবাদ কি এতো সব জানে? সে কয়, মামা, গেইছে তো কি এক গবেসনার কামে।

হাইসে দিয়ে পোরবেছারে কন, গবেসনা? তুমার ছুয়াল? তা কোন গবেসনাগারে?

কায়কোবাদ এবার ঢোক গেলে। ইরাম একজন পোরবেছারের এই প্রোশ্নের জবাব সে ক্যামনে দেবে? কয় মামু, তা, মানে...

পোরবেছারের সাদা মোচের ন্যাজের দিকি কি একখান হাসির দাগ ফুইটে ওটলো। এর মানে দাড়ায় এরাম –তোমার মতোন বাল- ছালের পুলাপাইন কি আর বাল- ছালের গবেসনা করবে। আর কি করে তাও তুই মিয়া জানিস না। চ্যাগায়ে পোইড়ে আবারা কোইতে থাহিস সেই কতা!

কিন্তু পোরবেছার সাবে মুহি কন অন্য কতা। তিনি কন, তুমার দুন্যি বাবা বাশের ভুরই ভালো। জার জা কাম, সেইডেই করো গে।

কায়কোবাদ মাথা নাড়ায়ে কয়, মামা, মাজেদ কাকার সাতে সেই কাম শুরুও এইরে দিছি। তয় আপনার কওয়ার আগেই। মেলা জম্মো আগে। মামা, আর এট্টা কতা কোই, আমি অশিকখিতো হোলিও আফনার মোচের পাছার দিকির সেয়ানা হাসিডার অর্থ কিন্তু আমি জানি! আসসালামু আলাইকুম।

****

ঢুমকোরের বোনে কৃসিকাজের প্রোজেক্টে ফেল খালি কায়কোবাদ তহোন ভাবে - এবার কি এরা জায়। বালের আতা মাতা আর ব্যাচপো না ছাতা। কিরাম জ্যানো লাগে। টেরেনে কোইরে সবাই খুইলনে বাগেরহাটে কলেজে জায়, আর আমি আতা মারাই। কায়কোবাদ নিজিরে কয়। সে আরো কয়, দাদা অর্থাত মোকবুল স্যারের উপোরে প্রেসার পোইড়ে জাতিছে। আমি কিছু না এল্লি কি হোইবে? আমার না হয় লেহাপড়া গদে গেইছে, কিন্তু বাকিগুলোর তো এট্টা উপায় দরকার। কি এরা জায়?

সুতির বিলির মোদ্যি এক জাইগায় বোইসে বসসি বাতি বাতি এইরাম কোইরে মোনের মোদ্যি ভাঙা -গড়ার খেলা চোলতি থাকলি তহোন মাজেদ কাকারে দেহা গ্যালো। ওই পথে জাতিছিলেন। কালের সাকখি বটগাছ। পাশে মোমিন খুড়োর কবর। গাছেত্তে পোইড়ে খুড়ো মোইরে জাওয়ার পরেও দেহা গ্যালো সে হাসতিছে। খুড়োর ঘা দিয়ে কতা কওয়া দেইহে সবাই হাসতো। তেল দিয়ে পেছোন দিকি পাট করা চুলির সে কি বাহার খুড়োর! এই বুড়ো বটগাছ অনেক কিছুর সাকখি। সুতির বিলির কুল ধোইরে সিঙ্গাতির দিকি জে রাস্তাখান চোইলে গেইছে তার ধারে বাড়ি বানাইছিলো সেকেন্দার। তারে জেদিন সাপে কাটলো, ধামড়া ধবধবে ফর্সা শরিরখান হাড়ির কালির মতো হোইয়ে গেলি সেহানে জারা এসব বোঝতো না, তারা ভাবতো এই বুঝি কিয়ামত চোইলে আসলো। নোলি এরাম ঘটাও সম্ভব! কিন্তু ঘটোনা ঘটলো এবং সেদিন আকাশের সুর্জো ছিলো পোরিস্কার। আর বটগাছের পাতারা ঝিরঝির কোইরে হাসতিছিলো আরো জেনো বেশি। বুদো তাওয়েইর ছোটো ছুয়াল সাইফুল আইসে কয়, এটাট্টা ওইরে ডিম খাইয়ে আইছি আইজকের মিলাদে। তার কওয়ার ঢঙ দেইহে এমোন কি এই বটগাছেরও হাসি পায়। আর মানসির কতা বাদ দিলাম।

বয়েসি বটগাছের ঝিলিমিলি পাতার নাচে ছায়ারাও মাইতে ওটে কাপাকাপির নবনৃত্তে। ওইখান দিয়ে মাজেদ ফকির হাইটে জাতি লাগলি কায়কোবাদ তারে চিচায়ে ডাকলো, ও কাকা, শুইনে জাও।

পিরায় আদেশের ভঙ্গি।

মাজেদ ফকির আইগোয়ে গেলো।

বসসির ফাতনার দিকি তাকায়ে থাইহেই কায়কোবাদ তারে কয়, তুমার কতা শুইনে ফল্লা কোনো লাভও অলো না কাকা, ঢুমকোরের বোনের মোদ্যি কি আর সুনা ফলে। ফল্লা, টাইম লস।

মাজেদ ফকির সেইদিকি না জাইয়ে কয়, ভাইপো কাম পাইছি আর একটা। এডায় মোনে অয় টাহা আসপে।

আসফে?

মোকখোম। তুমি জোদি রাজি হও।

****

মধুমোতি নোদির উপোরে দলা বান্দা বাশ ভাসতিছে। কারো পাছায় দিবার দুন্যি না কলাম! এই বাশ বেচার বাশ। ব্যবসার বাশ। টাকা কামাই কোইরে সঙসার চালানোর বাশ। জোট বান্দা পিরায় দুইশো বাশ। বাইন্দে ভাসায়ে দিয়া হোইছে। এই গঞ্জে থাইহে সেই গঞ্জ, এই গিরাম ছাইড়ে সেই গিরাম, নাম না জানা মেলা জনপদ পাশ কাটায়ে ভাইসে চোলতিছে বাশ। কোন গঞ্জে জাইয়ে ভেড়বে তার ঠিক নেই। তয় ভেড়বে। কুথাও না কুথাও ভেড়বে। ভিড়েটি হবে। বেচতি হবে। নোলি বেওসা ক্যামনে হোইবে? বেওসা না হোলি আবারা জুদি ঢুমকোরের বোনের কাহিনি ঘটে? আবারা টেরেনে আতা বেচার মোতোন কিত্তি ঘটে?

মধুমোতির মিস্টি জলের পেটে জলকেলি নেত্যো কোরতিছে শোইস। কুলুত কুলুত কোইরে এহানে ওটে, সেহানে পুঙ্গা ভাসায়ে দিয়ে ভুস কোইরে ডুইবে জায়। দেকলি মোনে অয় মাটির দলা। অট্টুক দেহে বুঝার উপায় নেই জে, পুরো শোইস আগা- পাছা জুইড়ে দেকতি খুবই সুন্দর। জুয়ারের পানি জায় উপোরে, ভাটায় নাইমে জায় সাগোরে। কচুরিপানারা ভাসে।

পেট মুটা হোইয়ে জাওয়া বাশের দলার উপোরে ছোট্ট ছাউনি। সুর্জোর আলোত্তে বাচার দুন্যি, বিস্টির পানিত্তে বাচার দুন্যি, রাত্তির বেলার ঠান্ডাত্তে বাচার দুন্যি পৃথিবির মানসির ঘরে থাকতি অয়। সবার ঘর থাহে না। কিন্তু সবার ঘরে থাহার ইচ্ছে। সবার ভাগ্য ভালো অয় না। কিন্তু ভাগ্য ভালো হোক এই সবার ইচ্ছে। সবার ভালো কাম জোটে না। কিন্তু ভালো কাম জুটুক এই সবার ইচ্ছে।

মধুমোতি নোদির উপোরে বাশের ভুরের ছাউনির কুনায় বোইসে গুপাল বিড়ি টানতিছে মাজেদ ফকির। লগি দিয়ে গুতো মাইরে বাশের দিক ঠিক কোইরে দিয়ে কায়কোবাদ হাত বাড়ায়ে দেয়। গম্ভিরভাবে কয়, কাকা, বিড়ি দ্যাও।

৫ জুলাই ২০১৭

হলাহল জলমহল

উত্তোইরের ঢরের মোধ্যির মেলা অঙশ ছিলো গবোরমেন্টের নিজিগো বাপের সম্পত্তি, অর্থাত খাস। তো গবোরমেন্টের বাপের জহোন কোনো খোজ পাআ গেলো না তহোন জোর জার মুল্লুক তার পদ্ধতির আগমোন ঘইটে গেলো। তাতে সমস্যা না হোইয়ে বরঙ বড়ে আমলা ছোটে আমলাগো বিরাট সুবিধে হোতি থাকলো। শিতকালে সেহানতে মেলে ফান্দে বন্দি হওয়া বা গুলি খাওয়া সাইবেরিয়ার পাহি। মানসির মোতোন দেকতি কিন্তু কুহুরির মোতোন অথচ হাতির পেট লোইয়ে জম্মানো গবোরমেন্টের অফিসারগো কুয়াটারে জখোন এইসব পাহির একটা অঙশ নজরানা হিসেবে জায়, অফিসার হাইসে দিয়ে সামনের দিকি কন, আরে কি দরকার ছিলো, আর পেছোনে চাকোররে ইশারায় ও ফিসফিসেইয়ে বাতান, জা মেমসাবরে কালা ভুনা কোত্তি ক'গে। খাস জলার তাজা রুই মাছ আসলি আবার সেই একই কায়দায় নিকোনো হাসি হাসেন তারা। চাকোররে হুকুমেরও দেরি হয় না - এবার দুপিয়াজো হবে কোইয়া দে। পাখির কালা ভুনা অথবা রোহিতের দুপিয়াজো খেয়ে ঢেকুর তুলতি তুলতি বড়ে আমলা ছোটে আমলা ভাবেন, খাস জোমির জলমহাল হলো গিয়ে আমাগো দুন্যি খুদার আশির্বাদ। তাগো বিবিজানেরাও কন, আহা ছেলেগুলো কি ভালো গো, পাখির বুকে গুলি করে কুথায় সেই বিলির মোধ্যি, অথচ বোইয়ে আমাগো দিয়ে জায় হাইসে হাইসে, কি সুন্দর গো! বাচ্চারা আম্মাজানের এই কথা শুইনে হাত তালি দেয়।

কুয়াটারের কত্তা বলেন, খাবারের মোধ্যি বিস মিশেইনো, দেশের মানুসগে মাইরে ফেলানো ভেজালকারিগো দুই-তিন হাজার টাকার মোতো বড়ো দানের ফাইন কোইরেও জহোন কাজ হোতিছে না, তহোন আল্লায় আমাগোরে এইরাম ফেরেশ তাজা মাল খাওয়াইতেছেন, এই কি কম কতা?

হক কতা।

এই ভাবে বড়ে হাতি ছোটে হাতির পেট ভরলি তারপরে আর জা বাকি থাহে তা বাজারে বিকোয়।

কিন্তু গবোরমেন্ট শেসটায় হিসেব কোইসে দেকলেন জে, খাস জোমি জোদি খাসই থাইহে জায় তালি খাজানার তোহবিল কিছু কোম পড়ে। এই ভাবার পরে তিনি খাছ কোইরে বাপের সম্পত্তি নিলেমে তোলবেন বোইলে ঠিক এরলেন। বড়ে আমলা ছোটে আমলা এই সন্দেশ শুনতি পাইরে ছুইটে আসেন। গবোরমেন্টরে তারা কলেন, হুজুর গো, সাইবেরিয়া থেকে জে সাপ্লাই পেত্যেক বছোর আসতিছে, বাপের সম্পদরে এইভাবে নিলেমে তুললি তারা জুদি গুসসা করেআনে? আর নিলেমের পরে কওয়া জায় না জোদি ভৈরব পশুরের নোনা জল জলমহালে ঢুইকে পড়ে তালি আপনি আপনার দাদাভাইগো দুন্যি পেত্যেক সালে সাধ কোইরে মধুমোতির জে ইলিশ পাঠান, তাতে সাদ জোদি কুইমে জায় তালি আমাগো কি হবেনে নামদার?

কতা হক শুনালিও গবোরমেন্ট ভাবলেন, এর গাল দিয়ে জে ঘিরানটা আমি পাচ্ছি তাতে এই মালেরা উকালোতিডা আসোলে কার পকখে কোত্তিছে তা বুঝতি আমি গবোরমেন্টও ভিরমি খাচ্ছি।

শেসে কিছু চিন্তা না কোইরেই গবোরমেন্ট কোইলেন, চোপ রাও।

উত্তোইরের বিলির জলমহাল নিলামে উইঠে গেলো।

****

সেই সুমায় গবোরমেন্টের চাকোর ছিলো কায়কোবাদ। সে দেকলো জে, চাকরামি কোইরে তো কিছুই জোটলো না সাধের এই জিবোনে, এর সাতে কিছু টাকা কামানোর জোদি এট্টা পথ পাওয়া জাতো ভবিস্যতে এট্টু ভালো থাকতি পাত্তো সে। কি এরা জায় এই জহোন সে ভাবতিছে তহোন জলমহালের নিলেমের খবোর তার কানে আসলো। সে চিন্তা এইরে দেকলো জে এরাম এট্টা জলমহালজোদি সে কয় বছোরের দুন্যি পাইয়ে জাতি পারে, তো পরের জিবোন আল্লা- রাসুল কোইরে কাটালিও ভাতের পাত নিয়ে আর ভাবতি হবেনানে। কিন্তু নিলেমের টাহা পুরো জুগাতি

পাল্লো না সে। নিজেরে কয়, গবোরমেন্টের সেবা কোইরে হাত সামান্য কালো জহোন কোরিছিলে মিয়া, তালি কালি আর বাহি রাইকলে কিসির দুন্যি? সে নিজিরে তহোন উত্তোর দেয়, ডাইনে বামে কোত্তি জাইয়ে আমি পিছলোইয়ে গিছি, আমি পারিনি ডান পারিনি বাম, আমি সাদা কালোর মানে বুঝিনি। আমি উইঠে গিছি আবার পিছলোইছি। ফলে পাপের ভাগ আমার আইছে ঠিক। তাতে পকেট ভরিনি।

কিন্তু জলমহাল? শেসে অনেক ভাইবে সে আরো দুইজন মানসিরে সাতে নিয়ে গবোরমেন্টের নিলেমের ঘুলা জলে ঝাপায়ে পড়লো।

জল বিস্তর ঘুলা অলো, কিন্তুক কায়কোবাদ জলমহাল পাইয়ে গেলো পাচ বছোরের দুন্যি। সে মহা খুশি। তার পরিবার মহা আনোন্দে। ভবিস্যত আন্ধার হোতি আলোতে আসপে এই ভাবনা ভাবতি ভাবতি সে সিমান্তে চোইলে গেলো আবার গবোরমেন্টের চাকোরগিরি কোত্তি।

ইবনে খালদুন নামের দুনিয়া সেরা ইতিহাস ও সমাজতত্তোবিদে কোইছিলেন জে, সঞ্চিত ধনভান্ডার থাইহে জিবিকা অর্জনের চেস্টা কোল্লি এরে সাভাবিক বিসয় কয় না। তিনি আরো কোইলেন জে, সৌভাইগ্য ও সম্পদ বসম্বদ ও চাটুকারগো করতলগত, আর এই ধরোনের চোরিত্রই সৌভাগ্যের অন্যতম কারোন। একটু অতিরিক্ত জিবিকা অর্জনের দুন্যি চাকোরগিরি করার পাশে পাশে এট্টু অন্য রহোমের ধিবর পেশার সাতে নিজেরে জুক্ত কোইরে তালি কি চিরকালের স্পস্টোবাদি কায়কোবাদ ভুল কোরিছিলো? এর উত্তোর হয় না। তবে, আন্ধার আর আলো থাহে পাশাপাশি। আইজকের মহা আনোন্দোর ভবিতব্য তাই আমাগো জানা থাহে না। জা প্রকাশ্য তা হোতি গোপন অভিসন্ধির জাল তৈরি হোতি পারে, অথবা গোপন আন্ধারের সমাধি থাইহে বের হোতি পারে ভাসায় বর্ননাতিত প্রকট মন্ত্রদানবের ছল। কিসে কি অয় কে জানে? আল্লা বোলেছেন, তিনি জারে ইচ্ছে অগনিত সম্পদ দান করেন। কিন্তু কিডা জানে কারে তিনি সেই সম্পদ দেন, কি উপায়ে দেন। মানুস আসোল কতা কিছুই জানে না।

****

বেশ কয়মাস কাইটে গেলো। উত্তোরের জলমহালের পানির মোধ্যি গিজগিজ করা মিন জাতেরা সেয়ানা হোইয়ে ওটলো এই কয় মাসে। শতো শতো জাতের মাছ, অগুন্তি পরিমান মাছ, সাদা মাছ কালা মাছ, বড়ো মাছ ছোট মাছ, বাঘা মাছ ভিতু মাছ, মুটা মাছ চিকুন মাছ, হাদা মাছ ভোদা মাছ, মাছ ছাড়া আর কোনো কথা নেই। টাহার হিসেবের কতা মোনে আসতিই কায়কোবাদ ভাবতিছে, ছয় কিলাস পোইড়ে জে বিদ্যে আমার হোইছে ওতি কি টাহার হিসেব কুলোবেনে? তার মোন সর্গের আনোন্দে হাইসে ওটে। মাছ ধরার আগের দিন সে সিমান্ত থেইহে ছুটি লোইয়ে গিরামে আসে।

বোউরে সে কয়, এবার আর কিছু ভাবতি হবেনানে, দেইহেনে। কতো খাবা?

বোউ কয়, সারাজিবোন তো পুরোনো ছেড়া ভাজ পড়া পলেস্টারের জামা আর নিক্সন মার্কেটের পাতলুন পোইরে কাটাইলে, এবার কিন্তু ভালো কিছু পত্তি হবেনে। এতো টাহা কি এরবানে কওদিন?

কায়কোবাদ হাসে। আসোলেই তো, কি এরবেনে সে এতো টাহা দিয়ে?

****

সোরদার আসলেন বেশ রাইত কোইরে। কায়কোবাদ ভাবলো, এ আর নোতুন কি? সোরদারে জিবোনে বহুবার পুলিশের ওয়ারেন্টের কাগজ দেহার আগে নিজের বাড়িত্তে ফুট হোইয়ে কায়কোবাদের বাড়িতি আইসে ঘুমোইছে নিশ্চিন্তে।

সোরদার, তুই এতো ভাবিস কিসির দুন্যি। পুলিশ আমার বাড়ি আসপেনা। আসলিও তোরে পাবেনা। তুই ঘুমো। কায়কোবাদের এই নিশ্চিন্তির বানি শুইনে সোরদারের নাক ডাহার আওয়াজ পাওয়া জায় ঘরেত্তে। কায়কোবাদ ও তার বোউয়ে বারান্দায় চৌকির উপোরে মাদুর পাতায়ে শুয়ে থাহে সারারাইত। মাজে- মোইধ্যে পাকিস্তানি সেকেন্দার মার্কা বন্দুকটা লোয়ে বাড়ির এদিক উদিক ঘুইরে দেইহে আসে সন্দেহো হোলি। এরাম ভাবে ঘুমোয়ে- আধা ঘুমোয়ে তাগো রাত

কাইটে গেলিজহোন সুবহি সাদেক পার হোইয়ে পুবির আকাশে লাল রেখা দেহা জায়, তহোনো সোরদারে তার ধামড়া শরিলি বিছানায় এলানো থাহে থলথল করা গোস্তের মোতোন।

এইরাম ঘটোনা ঘোটিছে জিবোনে মেলা কয়বার। সোরদার মেলা বড়ো একজন রাজনিতির নেতাগুতা। তার সাহোসও সেইরাম প্রচুর। কিন্তু রাজনিতির গনেশ উইল্টে গেলি পুলিশে কাইলকেও জার পাছার সেবা কোত্তি কোত্তি হাফিজ হোইয়ে জাতো, আইজকে তার পাছায় কোইসে বাড়ি দিয়ার দুন্যি হামলায়ে পড়ে। এডা রাজনিতির এহেবারে সহোজ খেলা। এই বাড়ি খাওয়া আর হাজোত খাটার ঝামেলা এড়ানোর দুন্যি সোরদার বহুবার বাইছে নেতো কায়কোবাদগো বাড়ি। কিডা জেনো কবে কোইছিলো, পুলিশি এরেস্ট এরলি তো আর সমস্যা না, সমস্যা অলো রিমান্ডে নিলি। ফলে আইজকে রাত্তিরি সে জহোন কায়কোবাদের বাড়ি আসলো তহোন কায়কোবাদ তারে জিজ্ঞেস করে, কি হোইছে ভাইডি? খবোর কি মেলা খারাপ নাহি? তাতে কি, চিন্তা এরিস না।

কিন্তু সোরদারে এইসব কথারে আইজকে পাত্তা দেলেন না। তিনি বরঙ সুজাসুজি কায়কোবাদরে কলেন, তা সাইজে দা, জলমহালের মাছ তো এইবারে মোনে অতিছে পানির চাইয়েও বেশি, তা মাছি- টাছি আশেপাশে জারা আছে তাগোও এট্টু সাতে রাহো না কেনো?

কায়কোবাদ এই কতার জোন্যি মোটেও তোয়ের ছিলো না। সে কয়, ঠিক বুঝলাম না ভাইডি।

না বুজার কি আছে সাইজে দা। আমাগো পার্টির পান্ডা, ওই জে নাম অলো জাইয়ে কারুন, আইজকে ওইদিক দিয়ে আইসে আমারে দারুন এই খবোরডা দিয়ে কলো তার খুব ইচ্ছে কাইলকে তুমাগো মাছ ধরার সুমায় পার্টির কিছু আবাল- ছাবাল লোয়ে সে সেহানে উপস্থিত থাকপে।

কায়কোবাদের মেজাজ চোইড়ে জাতি জাইয়ে সে সামলায়ে নিয়ে সোরদাররে কলো, তা ভাইডি জিবোনে কায়কোবাদের কি তোগো কারোরে দরকার হোইছে, না কাজে অকাজে আমিই তোগো সাত দিছি?

সাইজে দা বুজলাম না।

মানে হোতিছে, আমার কিনা জলমহালের মাছ মারবো আমি বেচপো আমি। সাতে থাকপে আমার আর দুইজন পাটনার। এর মোধ্যি পার্টির ওই শুয়োরের পালগুলোর দুন্যি তুই উকালতি না কোইরে ওগে কিছু কোলিনা? এইডা- ই কি উচিত ছেলো না তোর?

তার মানে তুমি কোতিছো জে আমাগো ওইহানে কুনো শিয়ার থাকতিছে না?

সোরদার, দেখ, তুই আমার ছোডো ভাইয়ের মোতোন। আইজকে জে রাজনিতির বল লোইয়ে তুই আমার ধারে আইছিত এই অদ্ভুত মামাবাড়ির আবদার লোইয়ে, সেই রাজনিতিডাও তুই শিহিছিত আমার ছোটো ভাইয়ের কাছেত্তে। আইজকে ও বাইচে থাকলি তুই এহানে আইসে এই কতা কওয়ার সাহোস পাতিস?

সোরদার এই সব কতা শোনলেন এমোনডা মোনে অলো না। তিনি কলেন, তার মানে হোতিছে তুমি আমাগো কতা রাখতিছোনা?

কায়কোবাদ জে উত্তোর দেলো তা শুইনে সোরদার উইঠে দাড়ায়ে কলেন, 'দেহি কয় টাহার মাছ তুমি বেচো!' তহোন সোরদারের লাল রঙের একশো সিসি জাপানি হুন্দা মোটরসাইকেলের ভঅ ভঅ আওয়াজ শুনা গেলো।

****

পরেদ্দিনকেরা কায়কোবাদের আর জলমহালের মাছ ধোত্তি জাওয়া হোইনি। আর কোনোদিনই মাছ বেচতি জাতি পারিনি কায়কোবাদ। গবোরমেন্টের একজন ফাটা কপালের খুইদে চাকোররে জাইলে হওয়াত্তে এইভাবেই খুদা সেইদিন রকখা এরিছিলেন।

৭ জুলাই ২০১৭

ফাটা বোমে গেরো

আমাগো গিরামে আশরফ বোইলে সবাতথেহে জারা বেশি পরিচিতো, তা বঙশের নামে হোক, বা কবজির জোরে বা শিকখায় হোক, রুহোল খা ছিলো সেই বঙশের জাত। দেকতি সে আকাট নিরিহ। আদোপেও তাই। আর তার কতা কওয়ার কায়দা শুনলি আর কারো সন্দেহো থাহেনা। দুনিয়াডা এমোনই। জে ভালো তারে আমরা ভোদাই কোই, আর জে নস্টো তারে কোই এসমার্ট। জগোত আসোলে ভোদাইগো জোন্যি না। দুনিয়ায় অতি আধুনিক ও পরিশিলিত মানসিগে গ্রুপ অর্থাত প্রগতিশিলদের গুরু ডারউইনের মোতো পোন্ডিতে কলেন, দ ফিটেস্ট উইল সারভাইভ। জারা আনফিট, তাগো কেলিয়ে সাইজ কোইরে দাও। এডা জগোতের নিয়ম। তিনি আসোলে এই সাইজ করার কতাডাই ছলে বলে জে কোনো কায়দায় কোইয়েছেন, এট্টু পরিশিলিত কোইরে আর কি। ডারউইন সাম্রাজ্যবাদিদেরকে উসকাইয়ে দিছেন। ডারউইন নিজেই কি তা জানতেন? না জানলিও খোতি নেই। জা ঘটার তা ঘোইটে জাতিছে। ঠেকানোর কেউ নেই।

তা, শোক্তিমানগো মোধ্যি একটু ভোদাই জে, তারে বাইছে নিয়া অলো, গিনিপিগ বানানো অলো ওই ডারউইনের তত্তোমতে। সাম্রাজ্যবাদিরা কয়, আমাগো দরকার অজুহাত, তালি দেও ওরে উড়োইয়ে। রেল লাইন পার হোইয়ে ওহানে নিজির এট্টা দুকান ছিলো, কোইরে কম্মে খাতিলো সে। সাইকেল চালায়ে আসতো দুকানে, কারো সাতে দেহা হোলি হাইসে পোইড়ে রুহোল খা কতো, জেমোন ধরেন, ‘ও ডাবলুউউউ’। শব্দটা নারকোলের পাতা চিরে গেলি জেইরাম সুনোয় ওইরাম লাগতো।

নিজির দুকানের সামনে একদিন সকাল বেলায় রুহোল খা একটা বোমায় উইড়ে গেলো। পলিটিকসে অথবা পাওয়ারে রুহোল আনপ্রোডাকটিভ। অতোএব এরেই গিনিপিগ বানাও। দ্য আনফিট ডিজার্ভস ইট।

****

আবুল চাচাও বোমা খাইয়ে উইড়ে গেলো কিন্তু মোইরে গেলো তার কয়দিন বাদে। মরার আগে হাসপাতালে কায়কোবাদরে তিনি কলেন, সাইজে দা, আট আনার মুড়ি আর চাইরেনার ভাজা খাতি ইচ্ছে এত্তিছে খুব। বোমায় মুখ গাল দাত চোয়াল সব ঝাঝরা হোইয়ে গেলি বুজি চানাচুর মিশেনো মুড়ি খাতি ইচ্ছে এরে? তা অবশ্য বোমা না খালি বুজা জাবেনানে। রুহোল খা'র এই ইচ্ছে এরিলো কিনা তা জানা জায়নি, কারোন তারে বোমায় এই সুজোগ দিইনি। জাগায় খাটছেলে হোইয়ে গিছিলো সে।

কায়কোবাদ আবুল চাচারে মুড়ি আর চানাচুর কিনে দেলো। এর কিছুদিন পরে আবুল চাচা পরপারে।

****

ইস্কুলির মাটে বিকেলে আমাইগে কয়জন মাঝে মাঝে বোমবাস্টিঙ খেলতাম। এরোপ্লেন মার্কা টেনিস বলডা জার হাতে থাকতো সে তহোন পাওয়ারফুল। অন্যরা দোইড়োইয়ে মাঠের ইদিক উদিক ছোটতো। কারোন বলডা জার হাতে তার সর্বসসো জোরে ফিইকে মারা বলের জম্মের মাইর কিডা খাতি চায়। এইভাবে বলডা দিয়ে একে অন্যরে মারামারি কোইরে খেলাডা চলতো। আমরা এহোনো জানি, এহোনো মোনে কোত্তি পারি জে, পিঠির পরে জহোন চড়াত কোইরে আইসে বলডা লাগতো কি বেথায় জে কুকায়ে উঠতাম আমরা!

কেমোন লাগিছিলো রুহোল খা'র?

আবুল চাচার?

****

উত্তোইরের বিলি শিতকালে পাহি মাত্তি গেলো কায়কোবাদ। বন্দুক দিয়ে গুলি এরলো কিন্তু গুলি ফোটলো না। বিরক্ত হোইয়ে ছোটো ভাই অর্থাত কুট্টিরে সে কলো, কি টুটা বানাইছিত আইজকে? ফোটলো না জে!

কুট্টি কয়, এইডে তো আগেরদিনির টুটা, মোনে অয় ডেম খাইয়ে গেইছে।

কায়কোবাদ তহোন বন্দুকির নলাডা কুট্টির বুকির ধারে এগোয়ে দিয়ে কলো, তা তুই খেজুরির ডালখান দিয়ে নলার মোধ্যি গুতোদিন দেহি!

কুট্টি 'তথাস্তু' কোইছিলো কিনা জানা জায়নি, কিন্তু নলার মোধ্যি টুটার উপোরে দুই- এক গুতো দিয়ার পরে আর দেকতি হোইনি, গুলি বেজায় গুসসা কোইরে ভুমা আন্দাজে নলার মুখ দিয়ে বাইরোয় আসলো। খুদা মেহেরবান জে, কুট্টির মুখখান বন্দুকির নলার সুজাসুজি ছিলো না, কিন্তু তার হাতের কবজি আর আঙ্গুল উড়োইয়ে নিয়ে গেলো। সাইবেরিয়ার হাসেরা সারসেরা সেদিন রকখা পাইলো আরেকজনের রক্তের দামে।

****

গুরা চাচা তহোন সরকারি খরোচে ইন্দোনেশিয়া সফর মাইরে আসলেন। উপজিলার চিয়ারমেন হোইয়ে আমাগো গিরামের সবার তিনি চোহের মোনি হোইয়ে গেছেন। ফর্সা সুন্দোর মুহি তার সোনালি রঙয়ের ফেরেমের সান গিলাস। নিল রঙের তহোনকার সবচেয়ে দামি জাপানি ইয়ামাহা আরএক্স মটরসাইকেলে চোইড়ে জহোন তিনি জতেন, সত্যি বড়ো সুন্দর দেহাতো তারে। তোয়োতা কোম্পানির সবুজ রঙের সরকারি জিপে চড়লি কি তারে আমরা এইভাবে দেখতি পারতাম সব সুমায়? তাই সুমায় সুমায় মোটরসাইকেলে চোইড়ে কুথাও গেলি বা গিরামে আসলি তিনি সত্যিই উপভোগ্য হোইয়ে ওটতেন।

জা মানাইছে না চিয়ারমেন সাব! এ কি সুন্দোর দেহাতিছে আপনারে! জৌনপুরের মেম্বার কারামোত আলি আইসে হাত কচলায়ে কোইতে থাহেন।

গুরা চাচা এর জবাব না দিয়ে তারে কলেন, বোইসো কাকা।

এরপরে মেম্বার আর চিয়ারমেনে নিজিগো মোধ্যি বাতচিত করলেন খানিকখন।

গুরা চাচা কলেন, দেহো কাকা, তুমি জার কতা কোতিছো সম্পর্কে সে আমার জ্ঞাতি ভাই। তার বাপে আমার বাপে আপন তুতো ভাই জানো তো? কিন্তু তুমি আমার মেহোমান। তুমি কিসি তুস্টি পাবা চিয়ারমেন অথবা একজন মানুস হিসেবে সেডাও আমার দেকতি হবে, কি কও?

এই কতায় জৌনপুরের মেম্বারে বিরাট খুশি হোইয়ে উইঠে দাড়াইয়ে কলেন, সাহেব, আমি মেম্বার হোলিও আপনে জে দামি কতাখান এই মাত্তর কলেন, তার মানে আমি ধোইরে ফেলাইছি। আমি বিদায় হোই জনাব! কি সুন্দোর কি সুন্দোর!

গুরা চাচা তারে কন, কি মানে ধরিছো আর কি বুঝিছো?

ও আর আপনার জানতি হবেনানে এহোন, জানবেনানে পরে, সালাম হুজুর।

গুরা চাচা নিজিও কিছু বুঝতি না পাইরে মেম্বারের চোইলে জাআর দিকি তাকায়ে থাহেন।

****

পরের দিন পুলিশ আইসে কায়কোবাদরে ধোইরে নিয়ে গেলো। কি অপোরাধ? মামলা মর্মান্তিক। পুলিশ কলেন, আপনেরে জৌনপুরির সম্মানিত মেম্বার মোওলানা কারামোত আলি সাবের মাছের ঘেরে বোম ফাটায়ে তিরাস কোইরে জোর কোইরে মাছ ধরার অপোরাধে গেরেফতার করা অলো।

কায়কোবাদ পুলিশির গাড়িতি ওটে আর ভাবে, লে হালুয়া!

****

ডারউইন জহোন তার তত্তো আওড়াইছিলো তহোন কায়কোবাদ খবোরের কাগোজেত্তে এইসব শুইনে জাইনে ভাবলো ফিট হওয়ার দুন্যি পয়সা চাই। পয়সা নোলি জোমি চাই। জোমি মানে পয়সা, পয়সা মানে জোমি। এর কোনোডা-ই জুদি হয় তালি তো ফিট, নোলি তো সমাজেত্তে আউট হোইয়ে জাবো, ভিরমি খাইয়ে সুজা তারপরে ফিট খাইয়ে জাবো! তালি? তালি এহোন কি এরা জায় এই জহোন ভাবনা, একখান জোমি সে কিইনে ফেলালো। তাতে পুকুর কাটা ছিলো

বোইলে জোমির সাতে মাছও ক্রয় সুত্রে পাইয়ে গেলো। কিন্তু মেম্বার সাবে এই জোমি কিনাতে মোনে খুব কস্টো পাইলেন। আরো বেশি কস্টো পাইলেন জহোন তার চোহির সামনেত্তে জাইয়ে কায়কোবাদ সেই জোমি দখল কল্লো।

কেনো, তার এতো কস্টো অলো কিসির দুন্যি?

হক কতা।

মানে কতা, জার জোমি কায়কোবাদ কেনলো, তিনি ছেলেন ডাক্তার, শহোরে থাকতেন। শহোরে থাহার ফলে নিজির বাপের জোমি ভোগে গেলো। অর্থাত বাপের জোমি তার কিন্তু ফসোল তোলেন আরেকজন।

তিনি কিডা?

এর উত্তোর অলো, নিজির বাড়ির ধারে ছিলো বোইলে জোর জার মুল্লুক তার নিয়মে সেই জোমি ভোগ কত্তেন আমাগো বুজুর্গ মেম্বার সাবে। ডাক্তার সাবে দেকলেন এই জোমি বেচা ছাড়া আর উপায় নেই, কারোন জুগির পরে জুগ চোইলে গেলিও মেম্বারের জে কারামোতি তাতি জোমির ফসোল আইজকে পাতিছি না, কাইলকে সে জুদি কয়, এই জোমি আমার, তালি? ফলে তিনি বেচা ঠিক এরলেন। কিন্তু দুর্মতি মেম্বারের লাঠির জোরে অনেকে এই জোমি কিনতি চাইয়ে ফেল খাইয়ে গেলো। তহোন আজিবোন ঘাড় তেড়া জুতির কায়কোবাদ কোইলো, ডাক্তার সাব, আপনি একে আমার তুতো ভাই, তায় আবার জোমি ভোগ কোত্তি পাত্তিছেন না। এই জোমি আমি কিনলাম। দেহি কার কোমরে কতো জোর আছে আমারে ঠেহায়?

জোমি কিনা হোইয়ে গেলো।

মেম্বার দেকলেন জে, এবার তো বিপদ! তহোন তিনি কায়কোবাদরে কলেন, তা তুমি আমাগো এইহানের সমাজে জাত্রা-পালা কোইরে, সঙ সাইজে জেডুক ফিট হোইছো, তাতে কিন্তু ডারউইনের তত্তরে খাড়া ফিট করা তুমার হোইয়ে গেছে। জোমি কিইনে খালি খালি আরো শোক্তি

বৃদ্ধি কোল্লি তার এতো কি দরকার আছে তুমার, কি কও মিয়া? এই তত্ত দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদরে উসকাইয়ে দিছে, তা জেরাম সত্যি সেরাম ভাবে না ভাবলিও তুমি জুদি আমার সাতে ফিট খাওয়া নিয়ে ফাইট কোত্তি চাও তা লি সেডা শুভা পায় কও? ডারউইনের তত্তের কি এইডা কুনো লাইন হোইতে পারে? ডারুইন কি এই কতা কোতি পারে?

কারামোত আলির আবাল ছাবাল এইসব কতায় কায়কোবাদের জন্মের পেচ্ছাব চাপলো। কিন্তু তার এই সব কথার মানে কি দাড়ালো ছয় কিলাস পড়া কায়কোবাদ তার ঘোড়ার আন্ডাটাও বোঝলো না। পিচ্ছাবেত্তে উইটেই অমনি কায়কোবাদ বরঙ মেম্বাররে কয়, ডারউইনের মাইরে বাপ।

এই কতা শুইনে হতাশ কারামোত আলি, নিরুপায় কারামোত আলি ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন টিকেইয়ে রাকতি আমাগো গুরা চাচার দরবারে হাজির হোইছিলেন। এই অলো জাইয়ে এহেবারে গুড়ার গলফো।

জাইক গে। গলফো শেস।কিন্তু শেসের পরে আরেট্টু বাকি আছে। খানার শেসে জেইরাম মিস্টিভোগ, সেইরাম।

****

কায়কোবাদরে বোমা ফাটানোর কেসে থানা থেকে শহোরে চালান কোইরে দেলো। গবোরমেন্টের খুইদে চাকোর সে। কিন্তু কানুন তো সবার দুন্যি সুমান বোইলে কিতাবে লেহা আছে। ফলে গবোরমেন্ট বস্তা বস্তা কিতাব খুইলে দেকলেন জে এই অবস্তায় চাকরি ঝুলায়ে না রাকলি চলে না। গবোরমেন্টের টেবিল তর্ক ও বিতর্কে সরগরোম হোইয়ে ওটলো। কায়কোবাদের সরাসরি জিনি বস, তিনি কোইলেন, এরে ঝুলায়ে রাহা চলবেনা।

বটে!

আইনের মোইধ্যে থাইহে আইনের বিপকখের কথা!

তাও বটে, কিন্তু এই তর্ক ও বিতর্কের মোইধ্যে কায়কোবাদের চাকরির বোদলে তার জোন্যি গবোরমেন্টের সিদ্ধান্তডা- ই ঝুইলে থাকলো- সাসপেন্ডেড!

এদিকি মেম্বার সাবে খুশিতি আটখানা না চোইদ্দোখানা হোলেন সেডা বুঝা গেলো না। তিনি গুরা চাচার কাছে আইসে সব বাতালেন হাত কছলাতি কছলাতি –

'চিয়ারমেন সাব চিয়ারমেন সাব, কোইরে দিছি আপনের কতা মোতো। কাম হোইছে জম্মের। ইস কি আরাম জে লাগদিছে এহোন। আপনার ধারে আইসে জে কি লাভ হোইছে নামদার হুজুর, উরি, কি জে কবো আপনারে আমি কিছুই বুঝতিছি না গো হুজুর, আপনি আমার মাইরে বাপ সাহেব!'

গুরা চাচা সব শুইনে- টুইনে চোখ আকাশির দিকি তুইলে জৌনপুরির মেম্বার কারামোত আলিরে ফিসফিসাইয়ে কলেন, ওরে সিয়ানা হারামজাদা চাচার গুস্টি মেম্বার, তুমারে কি আমি বোম ফাটাতি কোইছিলাম?

৮ জুলাই ২০১৭

পুইবে আগন্তুক

আমাগো পুব দিক বোইলে আমরা জে এলাকারে চিনি অর্থাত বরিশাল, সেহানেত্তে অপরিচিতো একজন জুবোক খুলনায় আসলো। জে তারে নিয়ে আইছে সেও আমাগো কারু পরিচিতো না। খুলনায় তারা আসলি পরে তাগো এজইনের সাতে জে ঘটোনা ঘোটিছিলো তার বর্ননা দিতি জায়েই এই গলফের জন্মো। খুলনায় আসার আগে এই দুইজনের এট্টা কাল্পোনিক সঙলাপ দাড় করানো জায়, জা এমোনটা হোতি পারে, আবারা নাও পারে -

প্রোথোম জুবোক - তা ভাই হাছা কোইতে আছো?

দিতিয় - কি জে কও মনু, মিছা কোইলে কি আর তুমারে জালাইতে আহি?

প্রোথোম - সেইহানে হাছাই টাহা ওড়ে?

দিতিয় - খুলনা হোইতেছে জারে কয় শিল্পের নগরি। চাকরি সেইহানে জুটাইয়া ছাড়মু তুমার লইগে। মনু তুই মোর লইগে জাইবা আর চাকরি পাইবা।

প্রোথোম - কও কি!

দিতিয় - এবার তালি মনু ফেলো কোড়ি মাহো তেল।

কতো কোড়ি ফেলিছিলো বেকার জুবোক সেটা আর জানা জায় না। খুলনা তহোন রমরমা একটা নোদি বন্দর। নোদি দিয়ে জাহাজ আসে জায়। মাল আসে মাল জায়। খুলনার চেহারা বাড়ে। বড়ো বড়ো কারখানার মোদ্যি কাজ করে হাজার হাজার শ্রমিক। চওড়া রাস্তা দিয়ে ছুইটে জায় লরি, ট্রেলার ও কার্গো টিরাক। দেশের উন্নয়নের জোন্যি তুমুল বেগে ও আবেগে চোলতিছে কাজ। অনেক আশায় বরিশালের চাকরিপ্রার্থি গ্রাম্য জুবোক খুলনায় আইছিলো সেইদিনকেরা। কোনদিন তার নিশানা নেই, কোথায় সে চাকরি প্রার্থনা কোরিছিলো তার ঠিকানাডাও নেই।

সবার ঠিকানা থাকে না। সবার ঠিকানা থাকলি ঠিকানাওয়ালাগো মান থাহে না। এডা জগোতের নিয়ম। উচু আর নিচেগে মোদ্যি ফারাক থাকতি হয়। নোলি এই শব্দদুইটের তখোন আর দরকার হবে না কারো।

****

খালিসপুরে অফিস শেস কোইরে সন্ধের ট্রেন ধরবে বোইলে কায়কোবাদ রুপসা ফেরি ঘাটে আসলো। রুপসা আদোতে কিন্তুক নোদি নয়, কিন্তু নোদির চাইয়েও দড়। কোন এক রুপ সাহা নয় তো রউফ সাহা ভৈরব নদ আর পশুর নদের মোইধ্যে বানিজ্য চলাচলের সুবিধার্থে কাটিছিলেন এই খাল। কিন্তু কালক্রমে সেডা হোইয়ে গেলো তিন মাইল লম্বা একটা প্রমত্তো নোদি। পদ্মার পানি ভৈরবের কিছু পথ পাড়ি দিয়ে এই খাল হোইয়ে পশুরে বাইয়ে জাআর ফলে ভৈরবের বাকি অঙশের কি অবস্থা হোইছিলো সে অন্য ইতিহাস, কিন্তু কায়কোবাদ আজ ফেরিতে পার না হোইয়ে টাবুইরে নৌকোর ঘাটে গেলো। নিত্য দিনির ফেরি ছাইড়ে টাবুইরে কেনো ধরে মানসি তার কোনো ব্যাখ্যা দিয়া চলে না জগোতে।

ঘাটের কাছাকাছি সে পিরায় চোইলে আসিছে। হঠাত কিছু একটা দেইখে সে পিছনে ফিরে তাকালো। এডা তো মানুসই বটে, কায়কোবাদ ভাবলো। হুম, সত্যিই একটা লোক রাস্তার কুনায় পোইড়ে আছে। বাইচে আছে না গেইছে তার কোনোডা- ই আন্দাজ করা জাতিছিলো না সইন্দের আন্দারে। কায়কোবাদ পোইড়ে থাহা বিটার কাছে ছুইটে আসলো।

নাকের সামনে হাত দিয়ে সে বুঝলো জে লোকটা বেচে আছে। কোলে তুলে নিলো কায়কোবাদ। সে দেখলো জে লোকটার বয়েস বেশি না, কিন্তু পেট আর পিঠ একাকার হোয়ে গেছে। সে বুঝলো ক্ষুধায় এই জুবোক অজ্ঞান হোয়ে পড়ে আছে। রুপসা ঘাটের একটা চা- এর দোকানের সামনে একটা খোলা কাঠের বেঞ্চে জুবোকরে শুয়াইয়ে দেলো কায়কোবাদ। জগের পানি তার মুখে ছিটালো। রাস্তা দিয়ে লোকজন জায়, লোকজন আসে। কেউ কেউ চেয়ে দেখে, কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে।

ভাই, জলদি একটা মিক্স্রার বানাও দেহি। কায়কোবাদ চা- ওয়ালাকে তাগাদা দেয়। মিক্স্রার হলো চা- এর কাপ ভরা খুব গরোম গরুর দুধে চিনি মিশিয়ে তৈরি করা পানিয়, চা- এর মোতোই চুক চুক কোরে পান করতে হয়।

চামচে কোরে জুবোকের মুখে এই দুধ কিছুটা খাওয়াতে জুবোক চোখ মেললো। ধিরে ধিরে উঠে বসে সে। কায়কোবাদ কিছু পানি এগিয়ে দিলো তাকে। এরপর দোকান থেহে পাওরুটি কিনলো। মিক্স্রার দিয়ে পাওরুটি খেয়ে মৃতপ্রায় জুবোক একটু সুস্থবোধ করে।

কায়কোবাদ জিজ্ঞেস করে তাকে, কি হোইছে তুমার, কুথায় তুমার বাড়ি?

জুবোক বলে, বরিশাল থেইহে খুলনেই আইলাম চাকরির দুন্নি। জে আমারে নিয়ে আইলো তারে কিছু টেহা দিলাম চাকরি পাইয়ে দেবে বোইলে। কিন্তু খুলনেই আসার পরে সে আমারে ঠগায়ে আমার ধারে আর জা কিছু ছেলো তার সব নিয়ে কুথায় পলাইয়ে গেইছে তার কিস্যু আর কোতি পারিনে। দুইদিন ধোইরে এর ওর কাছে চাইয়ে চাইয়ে আমি কিলান্ত। পেডে কিছুই না পোড়লি কুহান তে কুথায় আইসে আমি পোইড়ে গেছি পরে তার আর কিছুই কোতি পারিনা।

কায়কোবাদ জিজ্ঞেস করে, এহোন তুমি কি করবা? বরিশাল জাবা? না গেলি আমার সাতে চলো। কয়দিন আমাগো বাড়ি থাইহে জাবানে কি কও ভাই?

কিন্তু শেস অবধি জুবোক আর কায়কোবাদের ঘাড়ে বোঝা হোইয়ে থাকতি চালো না। কায়কোবাদ তারে কিছু দিনির পাথেয়র ব্যবস্থা কোইরে দিয়ার চেস্টা কললো।

রুপসা রেল স্টেশনে রেলগাড়ি হুইসেল দিতিছে। ক্লান্ত কায়কোবাদ ত্রস্ত পায়ে হাটতিছে সেইদিক।

২৯ জুন ২০১৭

রূপসা রেল স্টেশন

উনসইত্তর সালে গন অভ্যুত্থানের আগে পরে কোনো এক সুমায়ে বঙ্গবন্ধু আলেন খুলনায়। সার্কিট হাউজির মাটে তিনি বক্তৃতা দেবেন। আর তেনার বক্তৃতা মানে কতা জাদুর থোইলে সবাই সামনে ছিটেইয়ে দিয়া। জার নাকে এর বাস লাগবে, অর্থাত জে কান এই বানি শুনতি পাবে সে- ই জাদু হোইয়ে জাবে, নেশায় টঙ হোইয়ে জাবে। আর এই টঙ হোইয়ে জাআর মোধ্যিই মানসি ঝাপায়ে পোড়বে। কেনো ঝাপায়ে পোড়বে সেডা মানুস আরো পরে জানতি পারবে। এই হোলেন জাইয়ে বঙ্গবন্ধু। জিনি শুদু ডাক দেন, আর মানুস পাগোল হোইয়ে ঝাপাইয়ে পড়ে।

এই টঙ হবার জোন্যিই কিনা কায়কোবাদ সেদিনির জাত্রার সঙ সাজা ছাইড়ে দিয়ে আমাগো সিদ্দিক কাকারে কলো, ভাইডি চল খুলনেই জাই, বঙ্গবন্ধু আসতিছে। আমার কান চুলকোতিছে বক্তিতা শুনার দুন্যি।

সিদ্দিক কাকা কায়কোবাদের দুই- এক বছোরের ছোটো। তিনি কলেন, তা রেডিওতি শুনলি হবেনানে সাইজে ভাই?

কায়কোবাদ ঠেলা মাইরে কয়, আম থাকতি আমসত্ত খাতি ইচ্ছে এত্তিছে নাই তুমার? আরে চল, দেহিসকানে কিরাম এইরে আগুন ছুটোইয়ে দেয় আমাগো বঙ্গবন্ধু।

কাকা কলেন, তা সাইজে ভাই, আমরা কি তার এই ভাসনের ঘোরেরতে বাইরোয়ে আবারা ঠিকঠাক বাড়ি ফিরে আসতি পারবানি?

‘তা ঘোর না হআর আগে সেই কতা কিএইরে কবো?’

‘তালি সাইজে ভাই চলো ঘুইরে আসিগে। দেহি কিরাম ঘোর আসে!’

****

রুপসা- বাগেরহাট রেললাইনি তহোন নেরো গেজের জুগ শেস হোইয়ে ব্রোড গেজ চালু হোইয়ে গেইছে। এই রেল লাইনডুকোই অলো দুনিয়ার খুদ্রতম একক রেল লাইন – মাত্তর তেত্রিশ কিলোমিটার।

পাকিস্তানের মানুস তহোনো পাকা টয়লেটের ব্যবোহার ভালো মোতো শিহিনি। এডা বুঝা জায় টেরেনে উটলি। নেহাত কোনো শুচিবাই মানুসির জুদি টেরেনে সেরাম কায়দার পিসসাব চাইপে জায় আর তারে জুদি টেরেনের টয়লেটে জাতিই হয়, সেহানে সে জে দৃশ্য দেখপে তাতে তার আগামি কয়েকমাসের দুন্যি খাওয়া- দাওয়া হারাম হোইয়ে জাবে, চিন্তার সাতে সাতে বমি তো কমোন বেপার।

প্রোশ্নো অলো, বাঙলাদেশের মানসিরা এহোনো টয়লেট ব্যবোহার কোত্তি কি শিহিছে?

কেউ উত্তোর দেলো না। কোনো উত্তোর পাওয়া গেলো না।

*****

রুপসা টার্মিনাস এস্টেশোনের পেলাটফর্ম জুইড়ে পানির লাইন। টেরেন আইসে দাড়ালি তার ছাদের উপোর দিয়ে লাইন দিয়ে সাজানো পানির বড়ো বড়ো টেপ দিয়ে পানি চোইলে জায় টয়লেটে - টেরেন পোরিস্কার হোইয়ে জায়। ভারি কায়দা।

কায়কোবাদ নামতি থাহে, এই সুমায় সে টেরেনের মোদ্দি দিয়ালে লেহা দেহে, গাড়ি থামাইতে শিকল টানুন। অজথা টানিলে দুইশো টাকা দন্ড।

বিসয় সম্পর্কে অজ্ঞ কায়কোবাদ সিদ্দিক চাচারে কয়, ও সিদ্দিক টানবি নাই, ওই দেখ শিকল টানতি কচ্ছে!

চাচা শিকখিতো মানুস। হাইসে দিয়ে কন, সাইজে ভাই টেরেন তো এস্টেশোনে আইসে গেইছে, এহোন টাইনে আর কি হবে?

কায়কোবাদ তবুও তারে কয়, টাইনে দেখলিই অতো!

****

রেলগাড়ি রুপসা এস্টেশোনের পিলাটফর্ম ধোইরে আস্তে আস্তে আইগোতি থাহে। এহোনই থাইমে জাবে। টেরেনের ভেতোরে সিটে মানুস, দাড়ায়ে মানুস, বোইসে মানুস, ঝুইলে মানুস, এঞ্জিনের সামনের দিকি মানুস, ছাদে মানুস। শুদু মানুস আর মানুস। এরা এক মোহময় জাদুর টানে আইজগে বাড়িত্তে সব ছুইটে জাতিছে খুলনা সার্কিট হাউসে। উনসইত্তোরির বেহুলা বাতাসের টানে, পারলি সুন্দরবোনের বাঘেরা হরিনেরাও আইজকে একই ঘাটে জল খায়। রুপসার ঘোলা আর নুনা পানিতি টাবুইরে চলে শয় শয়। টেরেনেত্তে মেলা কস্টে নামলো কায়কোবাদ ও তার সোঙ্গি, আমাগো সিদ্দিক চাচা। পিলাটফর্ম ধোইরে হাটতি থাহে তারা।

ও সিদ্দিক জোরে হাট, চাচারে হাক দেয় কায়কোবাদ।

উদোম মোনের জাদুর বাহানা শরিরের তেজ বাড়ায়ে দেয় তাগো।

পিলাটফর্মে এট্টা জটলা দেইখে তারা সেইদিকি আইগোয়ে জায়। চারদিকি মানুস, ভেতরে সঙ, আমরা বাজারের মেলা জায়গায় জেরামের সঙ সাজা মানসিগো নেত্তো না গান দেহি অনেকটা সেরামের। কায়কোবাদ আর আমাগো চাচা এগোয়ে গ্যালেন সেদিক। কিন্তু জাইয়ে জা দেহা গেলো তার দৃশ্য অন্য রহোমের। ভিড় ঠেইলে তারা দেখলো একজন মানুস ইটির পিলাটফর্মে পোইড়ে আছে, এদিক উদিক কিছু রক্ত ছিটানো আছে, লোকটা অজ্ঞান, সবাই এই সঙ দেখছে, কিন্তু কেউ কিছু কোরতিছে না। লোকটা মোইরে গেইছে কি না তা বুজা জাতিছে না, কিন্তু লোকের মুখ দেইখে মোনে হোতিছে তারা সবাই এই মানুসটার মোইরে জাআর অপেকখা কোত্তিছে।

মানসির বিপদে কামে অকামে সারাজিবোন ঝাপায়ে পড়া কায়কোবাদ ভিড়ের লোকগে ঠেইলে সামনে চোইলে গেলো, সিদ্দিক চাচারে হাক দেলো সে, সিদ্দিক, শিগগির ধর।

কায়কোবাদ আর চাচা লোকটারে উচু কোইরে ধোইরে পিলাটফর্ম থেইহে বাইরোইয়ে গেলি জনোতার এই সঙ দেহার মেলা বিভ্রাট ঘইটে গেলো। তবে এডা বোঝা গেলো জে সেইকালে অর্থাত তহোনো কিছু মানুস ছিলো, জারা বঙ্গবোন্দুর ভাসনেচ্চে সঙ মেলা বেশি পছন্দ কত্তো। এহোনো এই জুগিও জুদি খুজা হয়, তালি দেখফানে জে, এরাম আমদা উতসুক মানসির সঙখ্যা নিহাত কম অবেনানে।

সিদ্দিক চাচায় কন, তা সাইজে দা এহোন জুদি এ মোইরে জায়আনে তালি কিন্তু দায় তুমার আর আমার। দেহো সবাই কিন্তু ভাসন শুনতি এতোক্ষোনে টাবুইরে দিয়ে পার হোইয়ে গেছে।

কায়কোবাদ কয়, আগে মোইরে জাক, তারপরে দেখফানে বুইছিত, এর আগে দেইহেনি কি এর ওইছে।

পিলাটফর্মেত্তে নাইমে তারা কাছের অ্যাট্টা ফার্মেসিতে গেলো প্রাথমিক চিকিতসার জোন্যি। সেহানে কোনো ডাক্তার না থাকলি তাগো অনুরোধে ফার্মেসির বেটা আহতরে পোরিকখা কোইরে দেখলো জে সে বুকে মেলা আঘাত খাইছে, সেহানেত্তে রক্ত বেরোতিছে।

উতসুক জনোতার মোধ্যিত্তে একজন ওই পথ দিয়ে জাআর সুমায় সে কলো, বেটা পিলাটফর্মের পানির মেশিনির সাতে বাড়ি খাইয়ে টেরেনের ছাদেত্তে পোড়িছে।

কায়কোবাদ আর সিদ্দিক চাচা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারা ফার্মেসির ওইহানে বোইসে আহতের জ্ঞান ফিরার অপেকখা কোত্তি লাগলি ফার্মেসির বেটা কয়, এহানে বোইসে আফনাগে কি হবেনে, আমারও খইদ্দের আসতিছে।

কায়কোবাদ সিদ্দিক চাচারে, কয়, সিদ্দিক, ধর।

****

এই দুইজন জুবোক হাইটে ঝুলোয়ে ঝুলোয়ে আহতোরে নিয়ে রুপসার টাবুইরের ঘাটে আসলো, টাবুইরেতি উইটে রুপসা নোদি পার অলো। তারপরে রিকসা ধললো। সিদ্দিক চাচা কন, সাইজে দা, কোই জাবা?

কায়কোবাদ কয়, সদর হাসপাতাল।

আর ভাসোন?

ভাসোনের মাইরে বাপ। তবে আগে আগে জুদি এ ঠিক হোইয়ে জায় তালি মাইরে বাপটা তুইলে নিবানে, ভাসোনে জাবানে, লাফাবানে, নাচপানে। আমরা সবাই খালি নাচপো। আমরা এই এট্টা জিনিসই শিহিছি। খালি খালি খ্যামটা নাচা।

সাইজে দা, শোক্তিমানগো কথায় না নাচলি জিবোনে পদে পদে বিপদ।

আমি সেই বিপদ কান্দে লোইয়েই আছি ভাইডি।

তাগো মোধ্যি এইসব কতা জহোন হোতিছে তহোন আল্লা দয়া কল্লেন। দুই জুবোকের কোলের পরে শুয়ে থাহা প্রায় মৃত অর্থাত আহত ও অজ্ঞান লোকটা একটু জানো নইড়ে ওটলো। তারা লোকটার মুহি পানি দিয়ে আর এট্টু সতেজ করার চিস্টা কোল্লি তা কাজে দেলো। লোকটা নড়তিছে। তবে তা খুবই সামান্য। এই সামান্য জিনিসিই মানসির মোধ্যি কহোনো কহোনো আশার বিজ বুইনে দেয়। কায়কোবাদ তারে বারে বারে জিজ্ঞেস করে, ও ভাই ও ভাই, তুমি কিডা, নাম কি, বাড়ি কোই, ও ভাই, কথা কও।

কিছুকখন পরে লোকটা অত্যন্ত নিমিলিত সুরে, অতিশয় দুর্বল কন্ঠে কোতি থাহে, 'আমার নাম রুস্তম, বাড়ি বয়রা।'

এই কয় শব্দে কায়কোবাদ হয়তো বুঝে জায়, এ জম্মে বাইচে গেছে লোকটা। সে রিক্সাওয়ালারে হাক দেয়, ওই রিকশা ভাই, বয়রার দিকি ঘুরো।

কায়কোবাদ মোনে মোনে কতা কয়, ভাইডি, নাম তুমার রুস্তাম হোক আর চেঙ্গিস খান হোক, গবোরমেন্টের রেলের পিলাটফর্মের মেশিনের সাতে কি জুদ্ধো করা চলে?

তার মোনে মোনে কতা কওয়ায় বাধ সাদেন সিদ্দিক চাচা। তিনি কন, ও সাইজে দা, তালি আমাগো বঙ্গবোন্দুর ভাসোন সুনার কি হবেনে এহোন?

কায়কোবাদ আহতের দিকি তাকায়েই আনমোনে কোইয়ে ওটে, ভাসোনের মাইরে বাপ।

১৩ আগস্ট ২০১৭

বেচারা

কোহিতোরের সবখানে জখোন আধুনিক প্রজুক্তি আর উন্নোতি নিয়ে গবেসনা চলিতেছিলো, কায়কোবাদ তখোন কাচামরিচের গাছটা পুবদিকে না দোকখিন দিকে লাগাইলে কল্যান হয় তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি কোরিতেছিলো তার ছুয়ালের সাতে। কহোনো দেখা জাইতো, জখোন মরিচের দানা ছোটো হোইয়া গেলে ঝাল বেশি না হোইয়া কম কেনো হোইলো এই নিয়ে খুনোখুনির পেরায় কাছাকাছি পৌছাইয়া গেলো তারা, তখোন সেই দুনিয়ার অন্য সকোলে বিভিন্নো গ্রোহে প্রানি আছে কি নেই এই খবোর লোইতেছে। কোহিতুর সিমান্তে জিবোনের উতকর্সোরে ফেলায়ে ছড়ায়ে রাইখে শুধুমাত্র নিজেদেরকে নিজেরাই টাইনে টাইনে কিরাম কোইরে জা কিছু নস্টো, ঘৃনিতো, ত্যাজ্য অর্থাত জগোতের সব অপকর্সের সঙ্গে ভাব করা জায় তার উদাহরন দেখতি হোলি শুধু জাদুঘরের আর্কাইভসে নয় কায়কোবাদের চালাঘরে খোজ নিলিও মিইলে জাবেনে।

****

কায়কোবাদ সেদিন হাইটে জাতিছিলো এক আস্তাকুড়ের পাশ দিয়ে। সেইহান থেইকে কি একটা উত্থিত হোইয়ে তারে কোইলো আমি তুমার মাইয়ে হোইবো, আমারে লোইয়া চলো তোমার বাটি। আমারে লোইয়া গেলে তুমার ভবিস্যত অন্য রকোম হোইবে, কে জানে!

এই সব কথায় কায়কোবাদের মায়া জোন্মিয়া গেলে নর্দোমার ধারে বোসিয়া থাকা এক কুলোটা হাসিয়া দিলো। সে নিজেরে কলো, হয়, কে জানে! তয় সকাল দেইহে দিন কিরাম জাবেনে সেডা কিছু হোলিও জেমোন আন্দাজ করা জায়, এই নর্দোমার জম্ম কারো বাটিতে আশ্রয় লোইলে তার কপালে কি আছে কে জানে! আসোলেই তো! কে জানে! এই বোইলে সে হাসতে লাগলো।

কায়কোবাদ তা দেখতি পাল্লো না, কিন্তু আস্তাকুড়ের সেই অপরিচ্ছন্ন শিশু- নারিকে সঙ্গে কোরিয়া লোইয়ে আসলো। সেই থেকে কায়কোবাদ তারে মানুস কোরিয়াছে। অনেক জত্নে সে ওই বাটির

কন্যে হোইলো। কিন্তু দেখিতেই সে শুধু মানুসের মোতোন ছিলো বোইলে সহোজে তার আকার ও প্রোকার কায়কোবাদ কেনো কেউই ধোরিতে পারে নাই।

এরপর সে বেশ কিছুদিন পরে কায়কোবাদ একদিন অতি প্রত্যুসে টানা বশশি দিয়ে মাছ মাইরে নিয়ে হাইটে জাতিছিলো সুতার বিলের জলার পাড় ধোইরে। সুতার বিলে তহোন নাকি ভুতের উপোদ্রোব শুরু হোইছে। জারে তারে নাকি তেনারা দেখা দিতেছেন। কায়কোবাদের ভুত চড়ানো অভ্যেস ছিলো বোইলে তারা এহেবারে সামনে আইলেন না। পাশ থেকে কথা কওয়া আরম্ভ কল্লেন।

ভুত পেত্নিরে কোতিছে, শোনো কতা! জারে তারেই দয়া কোল্লিই হবে কও? ঘরের খালিই সে আপন হোইবে এই কথা কোনো কেতাবে লেখা আছে?

পেত্নি কায়কোবাদরে তহোন কয়, অভিবাদন গ্রোহোন করুন। আজকের জা আপনার পাওনা কালকে তা শোধ হোয়ে জাবে।

কন্যে সোমত্ত হোইলে তার মোনের গাছে ফুল ধরিলো, দেহের গাছের ফুল পাড়িয়া দিবার জোন্য নর্দোমার সেই কুলোটা আগমোন কোরিলো।

কুলোটা তারে কোইলো, আয় আমার ঘরে, তোরে সুখি হোইবার পথ দেখাই। শুভ্রচর্মবেস্টিত এক রাজার কুমার কোহিতুরের এক কোনের সেই ঘরে আগমোন কোরিলে কায়কোবাদের কন্যা তারে দৃস্টি দিয়ে কহিলো, আমি তোমার হোইলাম। আজ শুধু দৃস্টি দিলাম, সুজোগ থাকিলে অন্য জাজা পাইলে তোমার পুরুসমোন জাতনা থেকে মুক্ত হয় তাও দিতাম। আমার জন্মো হোইয়াছে এই কর্মের জোন্যই। অতোএব মোন খারাপ কোরিও না সখা। জাতোনা একটু বাড়াইয়া লও, আমি তাহা সোলো আনা কমাইয়া দেবো। আমার জন্মো হোইয়েছে অসম্মানের জোন্যি, আমার জন্মো অপবাদের জোন্যি, আমার জন্মো এই সব গায়ে না মাহানোর জোন্যি

কুলোটারে কেহো পয়সা দেই নাই। কিন্তু এই কথা শুনিয়া সে অনেক আনোন্দো পাইলো। সে শুধু কায়কোবাদের কথা ভাবিয়া নিজের সাথে নিজেই কথা কোহিতে লাগিলো, সারা জিবোন সালিশ কোইরেছো, আরো সালিশ বাকি রোইয়েছে কায়কোবাদ সাব, তোইয়ার হও।

****

কোহিতুরে অনেক রকোমের সন্দেশ ভেসে বেড়ায় আকাশে বাতাসে।

কায়কোবাদের বুকে রাইফেলের গুলি লাগিয়াও জখোন লাগিলো না, রাজাকারের কাটাইখানাতে নিঘঘাত মৃত্যুর হাত থেকেও আল্লা জখোন তাকে রকখা কোরিলেন, তখোন অনেকে আন্দাজ কোরিলো, এই ছেলেরে দিয়া জগোতে মহান কিছু কাম হোইবে। এরাম উদাহরন মেলা মেলা পাওয়া জায় বলিয়া মানুসের এই ধারোনা করা কিন্তু ভুল ছিলো না। তবে জিবোনে দাড়িয়ে জাবার জোন্য জা কিছু দরকার, নিজের ঘর তার থেকে অনেক বেশি ভাগ্য কাড়িয়া লোইয়াছে। এই বিড়ম্বনা থেকে সে বাহির হোইতে পারে নাই।

কায়কোবাদ হাইরে গেছে।

১৩ জুলাই ২০১৭

আউটকাস্ট

মহান সৃস্টিকর্তারে সরোন জার সম্বল, তার মুখে এতো দুর্গন্ধ কেমোন কোরে হয় একমাত্র সেই সৃস্টিকর্তা-ই জানেন। জার কোনোকালেও হেলিটোসিস রোগ হয়নি, তার মুখে দুর্গন্ধ, এই কতাডা জতোই হাস্যকর ও অবৈজ্ঞানিক শুনাক না কেনো, কতা সোইত্য। আসোল কতাডা হোতিছে এরাম। খুইলে কোই। কায়কোবাদের মুহির গোন্দে মানসির আসোয়াস্তি অয়না। তার জে হেলিটোসিস নেই এডা তারি প্রমান। কিন্তু তার মুহির কতায় মানসির কান ছিইড়ে জায়, মোন ভাইঙ্গে জায়। সে জে খারাপ কতা কয় তা কিন্তু না, সে বরঙ উচিত কতার লোক। কিন্তু কতাডার ধরোন এমোন হোইয়ে জায় তা খারাপের চেইয়ে খারাপ, পরিত্যক্তর চেইয়ে প্রত্যাখ্যাত হোইয়ে জায় বেশি। জে একবার পরিত্যক্ত হয়, জিবোনে তারে মানসি আবার ঘরে তুইলে নিতি চায় না। নিয়া জায় না। মানুস নিতি পারে না। মোনে বেথা লাগে। পিরানে বাধা দেয়।

আমাগো মানসিগে মোধ্যি এমোন মানুসই বেশি, জারা জা কওয়া উচিত না, তা বেশি এইরে কয়। জা কোলি অন্য মানসির মোনে কস্টো লাগে, তাতে তার কোনো লাভ হোতিছে না, তেমুও মানসি সেইসব কতা কয়। কায়কোবাদ একটু বেশি কয়। এই একটুর পরিমান অনেক। মানুস তাই তারে প্রত্যাখ্যান কোরিছে। সে নিজির দুন্যি কিছুই কোরিনি। না ঘর, না দুয়ার, না পয়সা, না জোমি, না বন্ধু, না সখা, কিছুই না। সে অন্যের বোনের মোইস তাড়াতি জাইয়ে নিজিই তাড়া খাইয়ে গেছে।

তার কপাল মন্দো। কপাল আল্লা দান করেন। এর খবোর কেউ জানেনা। কিন্তু তবুও কায়কোবাদ কয়, কিছু তো আন্দাজ করা জায়! আমাগো মোধ্যি একজন তারে বুজায়, কিছুই জায় না, অথচ আপনি এই কতা কোইয়ে জিনি আপনার কপাল লোইয়ে খেলা করেন, জিনি আপনার কপাল জানেন তার লইগে বেয়াদবি কোরতিছেন। এইডা ঠিক না। কায়কোবাদ তার পরে কয়, আমি মুর্খো মানুস কম বুজি। এর পরে আবার সে তার কুখ্যাত মুখ দিয়ে আবার আগের ওই একই কতা কোইতে থাহে- কপালের কিছুই তো বুজা জায় না, তবুও...

****

কায়কোবাদ ভাঙ্গাচুরা মোটরসাইকেলডা চালায়ে আইসে বাড়ির সামনের মোড়ের পরে দাড়ায়। সেই সুমায় ভো কোইরে তার ভাইয়ে মেলা দামি মোটরসাইকেল চোইড়ে চোইলে গেলো। কায়কোবাদ আকাশের দিকি তাকাইয়ে থাহে। তারপরে নিজেরে কয়, আমার এই ঘুড়ার গাড়িডা আমারে মেলা উপোকার কোরিছে সোইত্য, কিন্তু সবাই জে আমারে ছাড়ায়ে গেলো!

পরের মুহুর্তে কে জেনো কানে কানে তারে কয়, কায়কোবাদ, দুনিয়াডা মুসাফিরির দুন্যি, জা আছে, তাই লোয়ে সন্তুস্টো হও। জখোন জাবার সুমায় আসফেনে, সাতে কোইরে কি লোইয়ে জাবানে কোতি পারো?

কায়কোবাদ বেথায় কুকাইয়ে ওঠে। সেডা আফসোসের না আকাঙ্খার বুজা জায়না।

আমাগো একজন তারে কয়, এই মুসাফিরির জিন্দেগিতি আপনি জে সব লোয়ে মোন খারাপ এত্তিছেন তার আয়ুস্কাল নিতান্ত কোম। কিডা একজন আপনার ভায়ে পয়সা কোইরে এহোন বাজারে জোমি কেনে, বড়ো সড়ো বাড়ি করে, দামি গাড়িতি চড়ে, এই নিয়ে আপনার মোন খারাপ অয়। একদিক দিয়ে চিন্তা এইরে দেহেন, আপনি জহোন বাজারের সবচেইয়ে ভালো জোমিডুক কিনিছিলেন, তহোন তারা পয়সা কি জিনিস তা চকখেও দেহে নাই, পয়সার গন্দো তারা পায়নাই, নিতান্ত অর্থ কস্টে তাগো দিন গেইছে বোলতি হবে। তহোন আপনি তাগো দুন্যি সাইধ্য মোতো দেহিছেন, কর্তব্য কোত্তি চেস্টা কোরিছেন। আল্লাহ এহোন তাগো দিছেন, আপনার তা কাইড়ে লোইছেন, এডাতে মোন খারাপের কি হোইছে কন দিন দেহি? কে একজন আপনার ভাইয়ের বাড়িতে নতুন ঘর উঠিছে কনটেকটারি আর ডিস এন্টিনার ব্যবসা কোইরে, তাতে আপনের মোন খারাপ হোইয়ে জায়, আপনারে আল্লায় আপনার এক খন্ড জোমির হালাল তরকারি খাওয়াইতেছেন, কয়ডা আম গাছের বিসমুক্ত আম খাওয়াইতেছেন, পুকুরির মাছ ধোইরে খাতিছেন সারা বছোর, আপনার এতি কি শুকোরগুজার হওয়ার কতা না?

কায়কোবাদের তবুও গুসসা কাটেনা, কয়, আমার এইতাতিই আমার সুখ ছিলো মেলা, কিন্তু আমার এই দুর্বল শরিল নিয়ে এহোন কও দিন দেহি বাজারে জাইয়ে বাজার করার কতা? এই আমার পাওনা? আমি কি এই দুন্যি আমার পুলা- মাইয়ারে বড়ো কোরিছিলাম?

আমাগো মোধ্যি একজন তহোন কয়, এইডা অবশ্যি আপনি একখান কতা কোইছেন কাকা। আপনার কপাল এইহানে নিহাত মন্দো। আপনার অসুখ অন্যের সম্পদের বাড়াবাড়ি আর আপনার কোমতি এইডা না। আপনার অসুখ আপনের পরিবার। আল্লার কাছে সাহাইজ্য চান। আর নিজে সুস্থ থাহার দুন্যি তার কাছে দুয়া করেন। এমোন জোদি হয় জে আপনার পুরোনোদিন আবারা ফেরত আসপেনে? আসতিও তো পারে? ধোইরজো ধরেন কাকা। পুলা- মায়া আসোলে কেউ কিছুই না। তয় আপনের দায়িত্তো জোদি আপনি পালোন কোইরে থাহেন আল্লা তা দেহিছেন। পুলা- মায়ারে পথে আনার দুন্যি জোদি চিস্টা কোরিছেন তাও আল্লা দেহিছেন। এহোন আপনের হাতে আর কিছু নেই। তাগো বরঙ তাগো রাস্তায় চোলতি দেন। কিছু তো আর লাভ হোইনি। কি লাভ আটকানোর চিস্টা কোইরে?

এই কতা শুইনে কায়কোবাদ কিছুকখোন নিশ্চুপ থাহে, কিন্তু তার ওই কুখ্যাত মুহির তাতে খুব কস্টো অয়। সে আবার কিছু কোতি চায়। আমাগো একজন তারে থামায়। আমরা ভাবতি থাহি, তয়, এই বুড়ো বয়েসে তারে এহোনো বাজার কোইরে আনতি হোতিছে, আর জুয়ান মর্দো ছুয়ালে ঘরে বোইসে ইমানদারিত্তের দিন গুজরান কোত্তিছে, কায়কোবাদের এইরাম আট কপাল! ইমানদারিত্তের সঙজ্ঞার মোধ্যি কি এরাম লেহা থাহে জে নামাজ রুজা চালায়ে জাও, বাপ- মা মোনে কস্টো লোইয়া দিন কাটালি এতেও তুমার কোনোকিছু করার নেই। কি জানি। আমরা মেলা কিছু জানিনা, বুজি না, তয়, আল্লাহ কিসের ভেতর থেইকে কি সঙবাদ তোয়ের করেন আমাগো দুন্যি তা জানার দুন্যি বুজার দুন্যি ধোইরজো ধোত্তি হয়। মানুস কিচ্ছুই জানেনা।

****

গিরামের কয়ডা ছেলে- পেলে হাটতি হাটতি জায়। এগো পিরায় সবার মুহির মোধ্যি পান, সেই পান চিরোতি চিরোতি তারা কস ফেলে জেহানে সেহানে, পানের সাদের ঝালে ঝালে আনোন্দে চুরোয়, আর কিরাম এইরে জানো তারা হাসে। এগে গাইয়ে নানা রঙের লম্বা আরবি আলখেল্লা, মাতায় কারো টুপি, কারো পাট কোইরে বান্দা পাগড়ি। দেকতি মোনে অয় এরা দুনিয়ারে ভুইলে গেছে, তাই দুনিয়ার কোনো কাম এরে না। আল্লায় ফজরের নামাজের পরে দুনিয়ায় বাইরোয় জাতি আদেশ দিছেন জিবিকার সন্দান কোত্তি, এগো খিয়ালে সেই আদেশের দাগ চড়ায় না। এগো অনেকের বাপে থুত্থুড়ে বুড়ো হোইয়ে গেছে, হাইটে জাআর একফুটা শোক্তি নেই, কিন্তু তেমুও বাজারের থোইলে হাতে লোইয়ে তাগো বাজার কোইরে আনতি অয়।

পরকালের মুক্তি কেমোন এইরে অর্জন এরা জায়, সেই ফিকির এত্তিছে জে পোলাডা, দুপুর হোলি বুড়ো বাপের শুকনো হাটুর জল ভাঙা বাজারের সদায়ে রান্না গরোম ভাতে মাছের তরকারি গেলে সে ভরপেট, দিধাহিন। খাআ শেস হোলি ঢেক তুলতি তুলতি আবারা আল্লা আল্লা কোত্তি কোত্তি বাইরোয়ে জায় পরকালের বেসাতির দুন্যি। এগোর মোধ্যি পিরায় সবগুলো এক সুমায় বাজারের অন্ধোকার গোলির মোধ্যি জাইয়ে মিইশে জাতো, নেশা কত্তো, মোড়ে দাড়াইয়ে বেকার আড্ডা দেতো সারাদিন, ইচ্ছে এইরে বাধাইয়ে অন্য মানসির সাতে মারামারি এত্তো। আল্লা এহোন এগোরে হেদায়েত দিছেন। আল্লা জারে ইচ্ছে হেদায়েত দেন।

এগো মোধ্যি একজনের বেশ সাস্থ আছে, দেহোখানাও লম্বা গড়োনের, জুয়ান মর্দো বললি আরো বেশি ভালো শুনোয়। কিন্তু এর হাবভাবে কেমোন জানি এট্টু দুর্বল ভাব।

আমাগো এগজনে কয়, না গো! আসোলে ওইতি দুর্বল না গো! ওইডা অলো জাইয়ে ওর ভাব! ওইরাম ভাব না হোলি নাকি বুজুর্গি ফোটেনা!

আর এগজোনে কয়, এইতি একদিন মোড়ে কিরামবোর্ড খেলতিছিলো, আমি ছিলাম সেইহানে। এট্টা গুটি পকেটের ধারে ছেলো। মারার আগে ও কি কয় জানো?

- কি কয়?

কয়, এই গুটির পকেটে জাওয়া এহোন আল্লাও ঠেকাতি পারবেনা।

- নাউজুবিল্লাহ। এই কতা কোইলো?

হ কোইলো।

- তা, তওবাডা কোইরে এহোন বুজুর্গ হোইছে, না তওবা না কোইরেই?

তা জানি না, ওরে জিগগেস কোরি, কি কও?

- তা তুমার এক কিলাসেই জহোন পড়তো, তা জিগাতি পারো, তবে কিনা পিট বাচানোর চিন্তা আগে।

আমাগো মোধ্যি সেইজন উইঠে তারে কলো, ও কা, বুজুর্গি বাড়ানোর জোন্যি শক্ত শরিলি দুর্বল দুর্বল ভাব দেহাতিছো নাই, নাকি ঘাট হোইছে?

সেয়ানা বুজুর্গ হাত উপোরে তুইলে কন, আল্লা এরে হেদায়েত দেও, ধুরো ঘাটের মরা, ঘাট- মাট হোতি জাবে কেনো?

আমাগো সেইজন তহোন হাইসে দেয়, জুদি হোইয়ে জায়, তালি কিন্তু টাইম পাবানানে! বয়ড়া খোলিল চাচার বাপের কতা মোনে আছে তুমার?

খোলিল চাচারে সে চেনেনা। তার বাপেরে ক্যামনে চেনবে? লোকটা ছেলেন বিরাট মাপের জুয়ান। মানে ওইরাম জুয়ান লোক সচরাচর দেহা জায় না। তা, তিনি পাশের বাড়ির কারো একজনির ঘাট হোলি নিজির পাছায় থাবা মাইরে কলেন, আরে বালের হোগায় দুই থাবা মাইরে দিলিই তো হাগা বন্ধ হোইয়ে জায়!

উপোর থেকে আল্লায় হাসলেন কি না জানি না। কিন্তু এরই কিছুদিন পরে ঘাটের অভিশাপ লাগে খোলিল কাকার বাপের। ব্যাস। এক হাগা, এক বমি। এক রাতেই কিস্তি মাত। সকালে খোলিল কাকার বাপের নাকে মাছি ওড়ে।

অহঙকার আল্লার চাদর। এ নিয়ে টানলেই সর্বনাশ।

****

লেবাসধারি ইমানদার জুবোকেরা হাইটে চোইলে জাতি থাহে। আমরা তাকায়ে দেহি। এরা সারা গিরামে হাইটে বেড়ায়, টাইম হোলি নামাজে খাড়ায় গিরামের মসজিদি, নামাজেত্তে বাইর হোইয়ে আবার হাটে, মোড়ে জায়, চা খায়, পান খায়, আর সেই পানের কসে রাস্তা ময়লা এরে। এরা ভুল- শুদ্ধো হাদিস দিয়ে মানুসরে কয় -

'ওগো পাপি বান্দা, ওগো আমার গিরামের পিয়ারা পথহারা বাসিন্দা ভাই ও বোইনেরা, পথে আইসো। আমাগোর দিকি তাকাও। দেহো আমরা কিরাম এইরে পথ পাইছি। আইসো। আইসো।'

****

মানুসজহোন নাকি সাম্যের অবস্থান থেহে দুরি সোইরে জায়, তহোন তাদের মানোসিকতা ও চোরিত্র ভাসাহিন পশুগে অনুরুপ গড়োনের কাছাকাছি চোইলে আসে, আর সেই অনুপাতে তারা মনুস্যত্তো থেইহেও দুরি সোইরে জায়। এডা বিজ্ঞজনগে মত। তারা মানসির সমাজে বাস করে, বেশ জুত কোইরেই বাস করে কিন্তু সমাজ তাদেরগোত্তে কওয়ার মোতোন তেমোন উপোকার পায় না। অবশ্যি সমাজের বেশিরভাগ মানসিরা অলো উপোকারভুগি। কিছু মানসিরা সমাজের দুন্যি কাম কোইরে সমাজরে টিকেইয়ে রাহে। আর কিছু মানুস আছে জারা কাম কোত্তি চায়, কিন্তু ভুল কামডা করে, নোলি জেইরাম এইরে কাম করা দরকার সেইরাম না কোইরে অন্য ভাবে করে। তাতে সমাজ তেমোন কিছু পালিও তাগো জিবোন নরোক হোইয়ে জায়। কায়কোবাদ এই শ্রেনির। ঝাপাইয়ে পড়া তার সভাব। তাতে আগে পিছি ভাবার কোনো নাম নিশানাও থাহেনা,

নিজেরে বাচাইয়ে চলারও থাহেনা কোনো চিন্তা- চোরিত্তির। তার ফলে কেউ জুদি উপোকারভোগি হয়ও, সে বা তারা সেডা হয় বুঝতি পারেনা, অথবা তার ভুল অর্থ করে। এতে তাগো দোস দিয়া জায়না।

তালি দোসটা কার?

কে জেনো জা কলো সেই উত্তোর সবাই জানতো।

১৭ জুলাই ২০১৭

খেইলে গ্যালো সব

অভিশাপের থালা তহোন সোলো আনা পুইরে গেছে কিনা এটা জানা গেইছে।

কিরাম কোইরে?

সুজোগ পাইয়ে মানুস তর তরাইয়ে উপোরে ওটে। কায়কোবাদের নাও তর তর কোইরে ডুইবে গ্যালো। তার মা আয়েশা বিবি আইজ বাইচে থাকলি হয়তো কতেন, ওলো তোর জিবোনে আর কোনো গোতি ওইলো না রে!

তা ক্যামোন কোইরে হবে? জাতের নামে বজ্জাতি কোরলি উত্তোর পুরুসেও জে বেইমানি করবে না তা কে বোলতি পারে?

অর্থাত বেইমানি কললো। ক্যামোন কোইরে কললো তা নিয়েই আইজকেরা কিছু কতা কোতি হবে। কওয়া দরকার।

নারি নির্জাতনের দায়ে কায়কোবাদ ও তার স্ত্রির তখোন হাজোত বাস। কি অপোরাধ আসামির? ছেলের বোউকে বিস খাওয়ানোর অভিজোগ। গুরুতর ব্যাপার। বোউয়ের পিঠে পেটানোর দাগ। লাঠি বেটাও জা একটা মাল। সব সিকার কোইরে নিছে। এটা পুলিশির রিপোর্ট। ধরাকে সরা বানানো এ দেশের পুলিশির কাছে বেজায় সুজা হোলিও জতোকখোনে প্রমান না হোতিছে ততোকখোন নির্দোশ, এই সুত্র সত্যি হোলিও হাজোতবাসের সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হলো না। ফলাফল, কায়কোবাদ আবারা চাকরিত্তে সামোয়িক বরখাস্ত।

জিবোনে কতোবার জে কায়কোবাদ সামোয়িক বরখাস্ত হোইছে তা হিসেব কোত্তি হোলি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট রাহা লাগবেনে। কিন্তু সববারেই সে নির্দোশ প্রমানিত হোইছে। তার পয়সার জোর ছেলো না কোনোদিনই। কিন্তু জিবোন থেইকে জা জাবার তা কিন্তু গেইছে। প্রোশ্নো হোলো জা জাবার তা কি একেবারেই গেইছে?

কিডা একজন ভদ্দরলোকে কলেন, জিবোন থেকে সম্মান গেলে আর কি থাকে বলো তো?

আমরা জারা রাস্তার মানুস, নিচু মানুস, তারা নিজিগে বাচাতি কোই, কি থাকে আবারা? জিবোন থাহে! জিবোনের চাইয়ে বড়ো কিছু নেই। এল্লা বাচো, তাও ভালো। ওই সম্মান দিয়ে ধুয়া ঘুলা পানি খালিও তুমি ওই সমাজের, না খালিও। কেউ না দেখলিও জা, দেখলিও তাই। তুমার জিবোন তুমার কাছে। মানুস ঘিন্না কোল্লিও তুমার জিবোন, না কোল্লিও। কেউ ভালো বাসুক না বাসুক, খোতি কি। জিবোন তো তুমার! বাইচে থাইহে বাকি সুমায়ডাতি জ্যানো নিজিরে এট্টু শুধরানো জায় সেই চেস্টা করার সুজোগ তো হারায়ে জায় না। ওইডুকোই অলো জাইয়ে সান্তনা। এই নিয়ে বাচো।

কায়কোবাদ ওই লোইয়েই বাইচে থাকলো। এর নাম অলো আশা। মিটিমিট কোরে জলে। তেমুও এর নাম আশা।

****

তা কায়কোবাদ তার স্ত্রিরে লোইয়ে জেলখানায় চোইলে গ্যালেন। বাটি ফাকা হোইয়ে গ্যালো। এটা কিন্তু একটা মহা সুজোগ। মা- বাবা সামনে থাকলি জে কাম কঠিন হোইয়ে গিছিলো, চোখের সামনে পাহারা হোক আর কটু কথা, শাসন ত্রাসনের জাল বিছেনো ছিলো বোইলে এতোদিন কিছুই করা জায়নি। সেই মহা সুজোগ আইজকে কিন্তুক আসলো! মোকখোম! বাপ- মায় মিলে জেলে। সঙ্গে তাদের ছেলে। আর জায় কোথায়! বাটির মেয়ের সামনের রাস্তা ফাকা। এই ফাকা রাস্তা ধোইরেই হারায়ে গেলো গেলো কায়কোয়াদের অনেকগুলোর মোদ্যি থেকে একজন সোনার ধন মেয়েটা। ধন বটে! কিন্তু কোথায় গ্যালো সেটা জানা গেলো না। কতোদুরে গেলো সেটাও না। কঠিন ব্যাপার!

গরু হারালি মানুস খোজে। ছাগোল হারালিও। এমোন কি পাগোল হারালিও খোজে মানুস। আর এ তো বুদ্ধি সম্পন্ন আস্তো সাভাবিক মানুস! খুজতিই হবে। কিন্তু কে খুজতি জাবে এহোন। বাটির

অবশিস্টজন তহোনো বহুদুর থেকে খবোর পাইয়ে আসতিছিলো। রাস্তায়। ছয়শো কিলোমিটারের ঠেলা সামলায়ে সে জহোন বাটি পৌছোলো তহোন সন্ধে ঘুইরে গেইছে। আগেরদিন সন্ধেয় সে বাড়িত্তে কয়দিন বেড়ায়ে রওনা হোইছিলো। কর্মোস্থলে ভোরবেলা পৌছোনোর সাতে সাতেই ট্রাঙ্কল। অর্থাত আবার ওই সুমায় ফিরতি গাড়ির টিকিট। ছয়ে ছয়ে বারো। বারোশো কিলোমিটারের ধাক্কা। তাও আবার এই সুনার দেশের রাস্তায়! মহা ব্যাপার! কিন্তু ব্যাপার হোলো ঘোর আন্ধার নামলি আবার সে নিজির বাড়ি। কিন্তু আগের দিনির বিদায়ের ঘোর আন্ধার কিন্তু স্নেহ- মমোতা আর ফিরে দেখার আকুলতার নিখাদ আনোন্দো আতিশাজ্যের আহলাদে ভরপুর ছিলো। ফিরতি সন্ধেডা অন্যরকোম।

কিন্তু এই ঘোর আন্ধারে সে কোথায় জাবে। কার কাছে জাবে? কে আসপে সাহাজ্যের হাত বাড়াইয়ে দিতি? পেথমে সে ভাবলো, জেলের ভাত খালিও জারা নিরাপদ তাগো নিয়ে সহালে ভাবা জাবেনে। কিন্তু ফুড়ুত কোইরে জে উড়াল দিয়ে সম্মানের মাইরে বাপ কোরিছে তার বেপারে এট্টু চিন্টা করা দরকার। অন্তোতো কুথায় গ্যালো সেই বেপারে খোজ তো নিয়া জাতি পারে! শুনা গ্যালো সে একা লয়, তার এক সখিরে লোইয়া ভাগিছে। মাইয়ার বুদ্ধি আছে ভারি! জাত খুয়াবে, কিন্তু সাতে আরো জনরে লয়া খুয়াবে। পাপে বাপ দাদা কাউরেই ছাড়ে না। মদনে সমাজ খাইয়া ফ্যালায়। সমাজ নস্টো কোইরে ফ্যালায়। অনেকে নস্টের মানে জানে না।

বহুদুর থেকে আগত ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুদার্থ কায়কোবাদের আওলাদ উটোনে হাটতিছে আর ভাবতিছে কি করা জায়। তহোন কেউ একজন আসলেন। তিনি পুরো বাড়ির বড়ো ছেলে। আইসে বিস্তর পরামর্শ দিয়ে গ্যালেন। কিন্তু ক্যামোন কোইরে তা কোত্তি হবে সে ব্যাপারে কিছুই বোইলে গ্যালেন না। মানুস ফাও পরামর্শ দিতি পারে সহোজে। আমাগো দেশে এই ব্যাপারটা- ই শুদু ফিরিতে পাওয়া জায়।

কায়কোবাদের আওলাদ উপায় না পাইয়ে তার জ্ঞাতিভাইরে শুধান, ভাইজান গো, কি করা জায়?

তিনি কলেন, অমুক জায়গায় গেলি একটা পথ পাওয়া জাতি পারে।

তালি আমার সাতে চলেন ভাইজান।

তা ক্যামনে হোইবে? আমার ঠ্যাঙ টনটন করে।

নাদান পুলা ভাইরে কয়, তালি আফনার মটোরবাইকটা দেন আমারে। এই সন্ধেয় তো আর কোনো পথ দেকতিছি না।

ভাইজানে কন, পথ তো এহোনো দেহা জায়, সইন্দে ঘুরিনি এহোনো, ওই দ্যাখ পথ, দেহা জায়! আমি তো দেকতিছি, তুই কি চোহির মাতা খাইছিত?

সেদিন সন্ধেয় পুরোনো লাল চায়না মটোরসাইকেলের দাম জে এতো বাইড়ে জাবে কায়কোবাদের আওলাদের তা চিন্তার বাইরি। মহামানবেরা মানুসকে বিপদে উদ্ধার করতেন জান ও মাল দিয়ে। নিচুরা মালকে ভাবে জান বাচানোর উপায়। অতোএব কৃপনতা ভাইঙ্গে পড়া সমাজের আদি সভাব। কৃপনতায় পরিপুর্নো সমাজে খুধায় কস্টো পাওয়া কোনো ভিখিরিকে এক থাল ভাত দিয়া জেহানে অনেক দেন- দরবারের বেপার, সেহানে আস্তো একটা মেশিন - চিনে মটোরসাইকেল! অসম্ভব বটে!

সে আছছা জাইগ গে।

আওলাদ ঘোর সন্ধেয় হাটতি থাকে। কোনদিক সে গ্যালো বোঝা গ্যালো না। তারপর তিন রাস্তার মাথা থেকে মিলায়ে গ্যালো। তবুও বোঝা গ্যালো না সে কুথায় গ্যালো।

****

কায়কোবাদ নিজির মান লোইয়ে কহোনো ভাবিনি। তার আওলাদেরাও একই পতে চলিছে। অর্থাত সমুহ পতোন বোইলে আমরা জা বুঝি, তার সঙসারে তা ঘোটিছে। সব কতা ও আর এহানে কওয়া জাবেনানে। অল্পে বুইজে নিতি পাললি ভালো। না পাললিও সমস্যা নেই। সব কথা বুঝার দরকারো নেই। তবে মান জাবার পরে লোকে তারে পাইয়ে লোইছে সে কথা কিন্তু

খাটি। সমাজে এই সুজোগ কেউ কেউ নেয়। অন্যের কমজোরি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা - তামাশা কোইরে মানুস সামোয়িক আনোন্দো পাতি চায়। গিরাম-ঘাটে এইসব আবারা বেশি ঘটে। মানসির সেহানে আছে অবসর। অবসরে আনোন্দো পাতি ইচ্ছে মানুসির।

তা বয়েসে আপনার নখেরও জোগ্য না, আর মনুস্যত্তে নর্দোমার মোতো কুলিন আপনার নিকটজনেরা কেউ কেউ আপনার সামনে জে মুখ খারাপ কোইরে কোইরে কথা কোতি লাগলো, এহোনো জে কয়, প্রতিনিয়ত জে কয়, তাতি আপনার কেমোন ঠেহে কাহা?

কায়কোবাদ অন্য দিকি তাকায়ে কয়, আমার জা ঠেহিছে সেডা অলো, আমি আসোলেই নাইমে গেছি আর উরা উইঠে গেইছে। এই উইঠে জাওয়ারে উতকর্স না কোলিও এ এক রহোমের উটা। টাকায় উটলি আইজকাল লাটিরও কে-কায়দা জোর বাইড়ে জায়। আমার এক সুমায় তো কোনো টাকা ছেলো না। কিন্তু লাটির গুতোনে ভৈরবের ওপারের আশরাফ গিরাম সৈয়েদ মহল্লারে খ্যাদায়ে পার কোইরে দিছি। আমার গিরামরে ঠেকায়ে দিছি এক হাতে। এহোন নিজির সঙসারই ঠেহাতি পাত্তিছিনা ক্যান কও। কারোন জুগ বোইদলে গেছে। এহোন লাটির মুখ বোন্দো। টাকার মুখ খুলা। টাকা জা কবে লাটি তাই শোনবে।

লোকে তহোন কয়, তা কাকা, লাটি এহোন না ঘুরলিও, আফনি এই উমোর লোইয়াও ঘরের মানসিরে ...

চেচায়ে মানসিরে শুনোলি কি আর জা জাবার তা ফিরে আসে?

তবু তেতে ওটে কায়কোবাদ, কি কলি? বাইরো এহানেত্তে!

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭

তেজারোতি

জিবিকার পথ জুদি উদারভাবে দার অবারিত কোইরে দেয় তো মানসি ভাবে, তালি এহোন জা এত্তিছি তার চাইয়ে আর এট্টু কিছু কোত্তি পাল্লি মেলা ভালো অতো! আরো কিছু টাহা হোলি সমাজে অর্থনিতির শক্ত অবস্থানের কথা জানান জেরাম এইরে দিয়া জায় তার সাতে প্রেসটিজও কোহানেত্তে জেনোআইসে জোটে। অর্থাত জেইহানে টাহা, সেইহানে প্রেসটিজ। চুরি- চামারি, লুট- ডাকাতি কোইরেও এমোন কি জারা মেলা টাকা কামাই কোরিছে তারাও কিন্তু মচ্ছেদের সভাপতি হয় আইজকাইল। ধরেন সরকারের রাস্তার গাছ বেইচে দেলেন রাত্তির বেলায়। পরের জুম্মায় আইসে সবাইরে সুনোয়ে সুনোয়ে কলেন জে, আমি মচ্ছেদের ফান্ডে আল্লার ওয়াস্তে এতো টেকা দান কল্লাম গো ভাই সব! বোঝেন ঠেলা। মচ্ছেদ বোইলে কেউ হাতে তালি দিতি পারে না। তবে ভাড়া খাটা চুতিয়ামারানিরা অর্থাত চেলা থাহে কিছু। সব খানেই থাহে। ওগে এইডাই জিবিকা। ওগে জম্মের আন্দাজ ফিসফিসানির চোটে নামাজ ভুল হোইয়ে জায়।

গবোরমেন্টের চাকোর কায়কোবাদ এবার ভাবলো, ব্যবসা কোত্তি হবে।

জগোতে ব্যবসায়ি মাত্তরই চতুর। চতুর ব্যবসায়ি বোইলে কোনো কতা নেই। জে চতুর না, সে ব্যবসায়ি না। চতুর না হোলি সে নিঘঘাত বরঙ ফোতুর। তালি সে ব্যবসায়ি কেমোন কোইরে?

কায়কোবাদ ভাইবে টাইবে কাচামালের ব্যবসা শুরু এরিছিলো। গবোরমেন্টের ফুটো পয়সার চাকোরগিরি এইরে তার কিছুই হোতিছিলো না জহোন, তহোনই তো তার মাতায় আসে সাইডি এইরাম কিছু একটা ব্যবসা ট্যবসা করা জাতো কি না। এই চিন্তাত্তেই সে কোনো এক সুমায় মোনে এরলো জে কাচামালই হোইলো গিয়ে তারে কিছু মুনাফা আইনে দিতি পারে।

এডা ছিলো আসোলে একটা কনসেপ্ট। আধুনিক শহোর গুলোতে সুপার শপ বোইলে একটা টার্মের সাতে আমাগো পোরিচয় হোইছে, এহানে কাপড় শিয়েনোর সুইত্তে রান্নার দুন্যি কচুর মুহিও মেলে। আমাগো দেশে এই তরিকা জম্মানোর আগেই কায়কোবাদ অনেকটা এই সিস্টেম

শুরু এরিছিলো। তবে সেডা ছিলো খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের। ঢাকা শহোরে কাস্টোমারগো অর্ডার নিয়া হোলি পরের দিন সকাল বেলায় তারগে ঘরে সেই সব অর্ডারি মাল পোউছোইয়ে জাতো। জেমোন, বাগেরহাটের ঘেরের চিঙড়ে মাছ, কিঙবা রুই কাতলা মিরগে মাছ, ধুইনের গুড়ো, ঘাইন ভাঙ্গানো নারকোল বা সরসের তেল, মায় শিল- পাটায় বাটা চালির আটা।

****

পরিবর্তন ফাউন্ডেশন।

এই নামে কায়কোবাদ শুরু কোরিছিলো নতুন ধারোনার ওই ব্যবসা। জগোতে চুরি আর সুদির ব্যবসা ছাড়া রাতারাতি নতুন কোনো ব্যবসা দাড়ায়ে গেইছে এরাম উদারহন পাওয়া মুসকিল। ব্যবসায় আগে গাইড়ে বসতি হয়, নোলি তা লাভের মুখ দেহে না। ধোইরজো ছাড়া ব্যবসা হয় না। গবোরমেন্টের চাকোর কায়কোবাদ জে একজন ফুল- টাইম ব্যবসাদার হোতি পারবে না, তা সম্ভব না জাইনেই সে আর এগজনরে পার্টনার হিসেবে নিয়েই ওই ব্যবসা শুরু করে।

পার্টনাররে নিয়ে ঢাহাশশহোরে আসে কায়কোবাদ। মার্কেটিঙ করার দুন্যি কয়জন লোক লাগবে। তাই আগে থাইহেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে রাহে তারা। নিদ্দিস্ট দিনি মৌখিক পোরিকখা কোইরে তারা কয়জন জুবোক- জুবতিরে কামে নিয়োগ কোইরে দেয়। তাগো কাম হবে দামি এলাকার এপার্টমেন্টে জাইয়ে অর্ডার সঙগ্রহ এরা। অর্ডার পাইয়েই তারা পরিবর্তন ফাউন্ডেশনের অফিসে ফোন কোইরে দিলি অর্ডার মোতো বিলির তাজা মাছ, কচু- ঘেটু, চিঙড়ে, ধুইনের গুড়ো, ঘাইন ভাঙ্গানো সরসের তেল অর্থাত ক্রেতার চাহিদা পুরনের জাবতিয় জিনিসের পসরা সেই রাত্তিরিই ঢাহার গাড়িতি তারা তুইলে দেয়। পরের দিন ভোরেই ঢাহা পোইছোইয়ে গেলি মার্কেটিঙ এর ছুয়াল- পুয়ালেরা মাল নিয়ে দোইড়োই অর্ডার দিয়া বড়োলোক খোইদ্দেরগো বাড়ি। এই অলো জাইয়ে নতুন ব্যবসার তেলেসমাতি। বিসয়ডা মোন্দো না। তয় কিছুদিনির মোধ্যি কায়কোবাদ লকখো কোইরে দেখলো জে, জে পরিমানের অর্ডার তারা রাজধানি ঢাহায় সাপ্লাই দিতিছিলো সেই অনুজায়ি লাভের টাহা আসতিছে না। তালি ঘটোনা কি?

পার্টনাররে কায়কোবাদ জিজ্ঞেস এরে, ও লুতফর, নগদে টাহা আসলিও তা কোম কোম লাগে কেনো? আমাইগে লাভ এতো কোম হোতিছে কিসির দুন্যি ভাইগ্নে?

মামা, কি জে কন, আমি আছি জেহানে সেহানে কোম হওয়ার কোনো লকখোন থাকতি পারে? অন্য দিকি তাকায়ে এট্টু তাচ্ছিল্যের হাসি হাইসে সে আবার কয়, মামা জে কি কয়! বোজেনা।

দুইয়ে দুইয়ে এক হোইয়ে জাতিছে জে তালি? চার হোতিছে না কেনো গো ভাইগ্নে?

মামা, আপনি শুদু দেখতি থাহেন, চার দিয়ে কি হোইবে মামা, চারশো বানায়ে দেবো। এহোন শুদু এক। মোনে এরেন জে, এই এক মানে একশো। মানে একাই একশো!

কায়কোবাদের এই কতা শুইনে মাথা ঘুরোয়। সে ভাবে, সুনার ভাইগ্নে আমার কয় কি! আমারে কি চোদু বানায়ে দিতিছে আমার ভাইগ্নে? আমি তো গোবেচারা না, আমি তো এই সব কেসে সান্দায়ে দিয়া পাবলিক। কিন্তু এর কতা শুইনে আমার নিজিরে এতো হাবা মোনে হোতিছে কেনো? আমি তো বেকুব না, কিন্তু ভাইগ্নে কি আমারে পোল্টি খাওয়া গোবরধন সামঝাতিছে কিরাম এইরে?

ভাইগ্নে লুতফর গাদা গাদা লজিক খাড়া কোইরে কায়কোবাদরে শেসমেস বুঝোইয়ে ছাড়লো জে, এই ব্যবসা অলো জাইয়ে দুর্গতিনাশিনি। সে বুঝোয়ে ছাইড়ে দিয়ার পরে কায়কোবাদ জহোন বাড়ির পথ ধরিছে তহোন সে ভাবল, ভাইগ্নে ব্যবসারে নারি জাতির মোধ্যি গোইন্য কোরিছে, এডা দুর্গতিনাশা না হোইয়ে নাশিনি অলো কেনো? তার বাঙলা ব্যকরনের দোইড় ওই তক। কিলাস ছয় পোইড়ে সে এইডুকই শিকতি পারিছে। সে আর ভাবতি পারে না।

****

এহেবারে সুজা কোইরে কোই। আসেন এইবারে অ্যাট্টা শোক সোঙ্গিত ধরি। এদ্দিন ধোইরে কাড়ি কাড়ি কোড়ি আসার জে বিজয়ের গানখানা গাওয়া হোইছিলো তা মেড়মেইড়ে শুনোতি লাগলো দিনকে দিন। পদ্মার মধুমোতির ইলিশে নিজিগো তেলে ভাজা মাছটা জাগো খাআর কতা ছিলো

তার কড্ডুক খাইছিলো সেডা ওই সুমায় আর মুখ্য না, তারা ঢাকাসসহরে আরো মেলা মেলা জিনিস খাতি পারে, গিরামেত্তে এইসব তাজা জিনিস খালিও জা, না খালিও তা। কিন্তু জানা গেলো জে, ভাইগ্নে লুতফর কামাল কোরেছে। বেপারডা এইরাম।

ধরেন দুধ জাবে ঢাহা। কিন্তু দুধির টাহা না আসলি কাওয়কোবাদ জহোন জিজ্ঞেস করে, ও ভাইগ্নে দুধ বেচা টাহার হিসেব তো শুধু আমাগো কিনার খোতিয়ানে ঝলমল কোত্তিছে, কিন্তু বেচার লাভের খাতা সাদা দেহি জে!

ভাইগ্নে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে মামুরে উত্তোর দেয়, মামা গো, আপনি জে কি কন! দেকলাম জে এতো দুরি দুধ পাঠায়ে দিলি জুদি নস্টো হোইয়ে জায়? তাই আপনার বোউমারে কোইছি রাইহে দেও, মাখন হোলি ছুয়ালডারে খাতি দিও।

কায়কোবাদের টাক মাথায় মাছি বন বন কোইরে ওড়ে। সে আবার নিজিরি সামলাইয়ে নিয়ে কয়, কিন্তু ধুইনের গুড়ো?

লুতফরের উত্তোর, ও আমার মামা গো, আপনার বোউমার সেই কোন কালের এক পাতাইনে মামাবাড়ির ঠেঙ্গাইনে অতিত আইলো সেইদিন। ভাবলাম, বাজারে জাইয়ে কি অবে। মাল আমি এহানেত্তেই চালান কোইরে দিলাম। উত্তোইরের বিলির অর্ডারি রুই মাছের একটাও সাতে দিয়ে ছুয়ালডারে কলাম, তোর মারে দুপিয়াজি কোত্তি কবি। সে কি সাদ মামা তা আর কি কবো!

পরিবর্তন ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃশঠপোসক কায়কোবাদ ভাইগ্নের এমোন মহত কির্তির আহলাদে অতি তুস্টো হোইয়ে ভাবলো, ব্যবসায় আর মহিমা লাভ কোইরে দরকার নেই, অথবা মেলা অইছে, এহোন আমার বাড়ি জাআর সুমায় হোইছে। আমি জাই।

কায়কোবাদ সামনের দিকি হাটলো। সমুখে বাটির পথ, পেছোনে তেজারোতি।

২৩ জুলাই ২০১৭

পোরিশিস্টো

মাল

অনেক কিছুর মধ্যেই অনেক কিছু থাকার কথা, কিন্তু থাকে কি?

জেমোন?

জেমোন ফ্রুট কেকে ফ্রুট থাকে না, মিস্টি পানে মিস্টি, মিল্কিওয়েতে মিল্ক আর ধোনে পাতায়...

থাক থাক আর বলতে হবে না। বুঝে গেছি।

মালটা কে রে?

আরে মাল- টাল না, এটা সিনেমার সঙলাপ।

সিনেমা জোদি সিনেমার মতো হয় তাহোলে সঙলাপে কান তোলা জেতে পারে। আর সিনেমাকে সমাজের একটা দর্পন হিসেবে তুলে না এনে জোদি শুধুমাত্র ফাটকাবাজ ব্যবসাদার শ্রেনির পকেট করার উপায় হিসেবে দেখা হয় তবে তা সিনেমা নয়। রান্নায় জে শিল্পি নিজেকে ঢালে, তার উপাচার উপভোগ্য হয়। তাতে সোয়াদের সঙ্গে শিল্পের ভাব জড়ায়ে থাকে বোলে রন্ধন শিল্পের মানবিক দিক তখোন প্রকট হোয়ে ওঠে। অপরকে খাওয়াতে পারলে এই শিল্পের মানটা বাচে তখোন।

সিনেমাও তাই। পরিচালকের মোন নোদিতে জোদি নট- নটিরা সাতার কাটতে পারেন তবেই সিনেমা উপভোগ্য হোয়ে ওঠে। অবশ্য জাত পরিচালকের মোন চেনা কঠিন। সেটা জে বা জারা চেনেন, অভিনয়টা তাদের।

নোইলে পিরিন্ট হোয়ে জাবার পরে ফাটকাবাজ ব্যবসাদার প্রোডিউসার মাথার ঘাম মুছতে মুছতে পরিচালকের দিকে ঘাড় ত্যাড়া কোরে বলবেন, মালটা চলবে তো!

****

কানা ততোদিনে রাজপ্রাসাদ দেখে ফেলেছে। কয়েক কোটি কানা কেমোন কোরে রাজপ্রাসাদের টুটি ছুতে পারলো? এ প্রোশ্নো জে কোরেছে তার জোন্য একটা গল্পো মোনে পড়ে গেলো। কার জেন মাথায় ব্যথা হোয়েছিলো। সে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তার মাথায় পোট্টি বেধে দেন, রাতে ক্লিনিকেই শোয়ার ব্যবস্থা করেন। সকালে উঠে রোগি দেখেন মাথার পোট্টি পায়ে চোলে এসেছে। তাও এক পায়ে।

কেমোন কোরে?

জার কাছে এ গল্পো বলা হোয়েছিলো তার চোখে তখোন সর্সেফুল। একে তো মাথার পোট্টি পায়ে, তার উপোরে এক পায়ে। এও সম্ভব? এই ভাবতে গিয়ে শ্রোতার মাথায় ব্যথা শুরু হোয়ে গেলো।

বক্তা তখোন তাকে আশশস্তো কোরতে বোললেন, ‘এটা একটা হাসির গল্পো। এতো সিরিয়াসলি নেয়া ঠিক নয়।’

কানার রাজপ্রাসাদ দেখার গল্পোটাও নিছক একটি গল্পো। সপ্নোও বলা জায়, অথবা কল্পোনা। সপ্নো বা কল্পোনাকে অকখোরে অর্থাত ভাসায় প্রোকাশ করলে তার নাম জোদি গল্পো হয় তো হোক। না হোলেও খোতি নেই। একে কোনো অভিধায় অভিসিক্ত করতে না পারলে আরো ভালো।

* * * * * * *

মাল তিরিশে বিকোয়। মাল সস্তা। মালে মালে দুনিয়া ঠাসা। মাল জায় মাল আসে। ব্যবসার বাজার ভালো, পিরিতের বাজার ভালো না, কিন্তু মালের বাজার ভালো। বাঙলা দেশের ছোট্ট একটা জোমিন, কিন্তু জনে জনে ঠাসা। এখানে সবখানেই বাজার। সবখানেই মানুস। মাজার, মোড়, রাস্তা, ফুটপাত, কোনা, উঠোন, মসজিদ-মন্দির মায় পাবলিক টয়লেট, বাজার ছাড়া এখোন আর কোনো কিছুর অস্তিত্তো নেই। সুতরাঙ ‘একশো এর মাল তিরিশে, মাল লন, মাল

লন, একশো এর মাল লোইয়া জান তিরিশে' - এই মন্ত্রাবিস্টো নিমন্ত্রন, এই মোহাবিস্টো ডাকের পরে আর কাহাতক অপেকখা করা জায়? কেউ অপেকখা করেনা। অপেকখা করার জায়গাতেও বাজার। ফলে বাঙালি কিন্তু হাটে, দাড়ায় কিঙবা ছোটে - উদ্দেশ্য দেখে শুনে মাল গুটানো, মেলা দেখা, মাল ছোয়া। অবশ্য তিরিশে মাল পাওয়া এই সারা দুনিয়ার মধ্যে সম্ভবত খালি বাঙলা দেশেই সম্ভব। ফলে ফুটপাতের জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মালেরা আকর্সন করে তামাম ক্রেতাকে - দিশি, বিদিশি হরেক ক্রেতা।

দুর থেকে দেখা জায় অন্য ক্রেতাদের নাচিয়ে কুদিয়ে গুতিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জাওয়া টুপি পরা এক বৃদ্ধকে। বৃদ্ধের শরিরে পুরোনো সাদা পাঞ্জাবি, নিচে ঝুল ঝুল কোরে ঝুলছে দাদা- নানাদের পরার উপজোগি চেক লুঙ্গি। বৃদ্ধ নিজেও হয়ত কারো দাদা, কারো নানা। তার পায়ের চপ্পল ধুলার রাজত্তে ধুসর। মাথার কাচাপাকা চুল আলুথালু, ধুলো- ময়লায় উস্কোশুস্কো, অজত্নে বিচ্ছিন্ন। ভেতোরে ঢুকেই বৃদ্ধ খুজতে শুরু কোরে দেন। কি খুজছেন দূর থেকে বোঝা জায় না। কিন্তু জা খুজছেন তা তিনি পাননি বোলেই বেরিয়ে এসে আবার পরের দোকানে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এভাবে কয়েক দোকানে চেস্টা করার পরে দেখা গেলো বৃদ্ধের হাতে পলিথিনের ব্যাগে কয়প্রস্থ শিতের কাপড়।

দাম মেটাতে হোলে বৃদ্ধ একটু কুজো হোয়ে তার লুঙ্গির নিচ দিয়ে হাত ভেতোরে ঠেলে দিলেন। একপাশে ফাক হোয়ে জাওয়া লুঙ্গির তল দিয়ে দেখা গেলো তার জননাঙ্গের খুব কাছে ঝুলে আছে সাদা কাপড়ের একটা ট্যাক। ট্যাকের মুখ খুলে টাকা বের করতে গিয়ে বৃদ্ধের নেতিয়ে পড়া জননাঙ্গের মুখও আলগা হোয়ে গেলো। বৃদ্ধের সে খেয়াল নেই। এই বয়েসে ওই জন্ত্রটার কি- ই বা বিশেসত্তো! বয়সকালে ওটা অনেক কাজের জিনিস। আর পয়সা সব কালেই। ফলে পয়সার আবাস জোদি বিশেস ওই জন্ত্রের কাছাকাছি হয় তবে তার নিরাপত্তার কথা ভেবে এই পদ্ধতিকে ধন্যবাদ না দিয়ে কিছুতেই পারা জায় না। জেমোন কোরে রমোনির হাতের ছোট ব্যাগের চেয়ে বকখোবন্ধনির কোঠরে টাকার নোট অনেক বেশি নিরাপদ।

বৃদ্ধ হাটতে থাকেন এবার। একটা বিড়ি ধরান। টানতে টানতে হাটতে থাকেন। ধোয়া উড়িয়ে উড়িয়ে বৃদ্ধকে দেখা গেলো নোদির দিকে জেখানে সেতু, সে দিকে জাচ্ছেন। সেতুটা মানুসে ঠাসা। আধো আধো আলো। বৃদ্ধ ভিড়ে মিশে গেলেন। এখোন তার সাদা রঙের ছেড়া ময়লা পাঞ্জাবিটা দেখা জাচ্ছে। একটু পরে ঘাড়, তারপরে টুপি। তখোন আমার চোখে জল, তখোন আমার হৃদয় অনেক কস্টে ভারাক্রান্ত, তখোন পৃথিবিতে আরো অনেক মানুস সেতু পার হোয়ে জাচ্ছে, আসছে, তখোন আমি বড়ো একা।

নোদির ওপারে ঘন কুয়াশা। আর নোদির এপারে?

এপারে অনেক মানুস। ওপারেও তাই। এপারে বাজার, ওপারে বাসস্থান। এপারে সম্মিলন, ওপারে সঙস্থাপন।

কুয়াশায় মিলিয়ে জান শিতের কাপড় কিনে নিয়ে বাড়ির দিকে চোলে জাওয়া নাম- পোরিচয়হিন এক বৃদ্ধ।

****

আমার নাম আবুল। কেমোন কোরে জে আমার নাম আবুল হোয়ে গেলো তা আমার জানার উর্ধে। কারোন আমি জখোন জন্মেছিলাম তখোন নামের উপোরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রন ছিলো না। আসোলে আবুল কোনো নাম হয় না। তবুও আবুল শব্দকে ধর্তব্যে আনলে আমার নাম হোতে পারতো বাবুল - আমার আদিবাস দিল্লি। বাবুল শব্দের অর্থ হিন্দিতে বাবা। আরবি ভাসাতে আবুলও তাই। কিন্তু আবুল জে কারো নাম হয় না অর্থাত হোতে পারে না এটা ব্যকরনে সিদ্ধ। আরবি ভাসায় আবু (আসোলে বানান অনুজায়ি আবুন) মানে বাবা। আবু এর পরে আলিফ আর লাম অর্থাত ‘আল’ জুক্তো হোলে সন্ধিতে সেটা এক সময় আবুল হোয়ে ওঠে। জেমোন আবুন জুক্ত আল অর্থাত কিনা আবুল। ‘আল’কে আলামতে ইসম বা নাম শব্দের লকখোন বলে। জেমোন আল হারাম, আল বুরুজ ইত্যাদি। অবশ্য বাঙলা দেশে পোদে পেদানোর মতো একটা

টাইটেল খুবই হিট। টাইটেলের নাম ‘আলহাজ’। পোদে পেদিয়েও এখোন আর এই টাইটেলকে জহন্নমে পাঠানো জাবে না। কারোন এটা সেদ্ধ হোয়ে গেছে। বিশেস কোরে রাজনিতিবিদ বা সন্ত্রাসি কিঙবা বড়ে আমলারা একবার মক্কা ঠুকে আসতে পারলেই কেল্লাফতে হোয়ে জায়। মসনদ কিঙবা ঘুসের টাকা অর্থাত সব মালই হালাল। এখোন চোরাকারবারি কোরে জিনি মাল কামিয়ে ক্লান্ত হোয়ে গেছেন, এখোন শখ হোয়েছে নেতা হবার, দেখা জাবে ভোটের পোস্টারে তার রঙিন সুতো কাটা সিল্কের পাঞ্জাবি পরা ছবির সঙ্গে জুত কোরে মাথার উপোরে শোভা পাচ্ছে আরবি কারুকাজ খচিতো বাহারি টুপি – মেইড ইন চায়না।

বাহ রে বেটা বাহ!

তবে পোদে পেদিয়ে আর লাভ নেই।

কেনো?

কারোন জারা নির্লজ্জ, পেদিয়ে তাদের লজ্জা ফেরানো জাবে না।

****

আরবি ব্যকরনে ‘দ্য হাজি’ অর্থাত ‘আলহাজ’এর বেপারে সিদ্ধান্ত কি হবে তা নিয়ে একজন পোন্ডিতের সঙ্গে বোসতে পারলে মঙ্গল। তার আগে এটার ব্যাপারে ব্যকরনে কি সেদ্ধ হবে সেটা বলা কঠিন।

আবু আল কাশেম অর্থাত আবুল কাশেম - কাশেমের বাবা - এ রকোম কোরে আলামতে ইসম আমাদের নাম শব্দগুলোর সঙ্গে পোরিচয় কোরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পোরিচয়ের সঙ্গে থাকা উচিত পরিচিতের জিবোনচোরিতের খেরো, অঙ্কে পাশ দিলেই জেমোন কোরে বোঝা জায় অঙ্কে পাশওয়ালার দখল। অবশ্য মুখস্ত কোরে অঙ্ক পাশ করে জারা তাদের কথা সম্পুর্ন আলাদা।

****

পুলিশের বড়ো বাবুর আপিসের সামনে জে গেইট, অর্থাত সদর দরজা, তাদের সঙ্গে লাগানো দেয়াল এবঙ জোমিনের ধুলিকনার মধ্যে সখ্য হোয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধোকার নেমে গেছে তখোন। কিন্তু পৃথিবি অনেক সচল। পৃথিবির প্রান ফুরাবে না। রাস্তায় অনেক মানুসের চলাচলে পৃথিবি প্রানবন্ত। এর শেস কখোন তা কেউ জানে না। সারারাতই কি চলবে এই আনাগোনা? হয়তো চলবে না। কিছুকখোন পরে নিভে জাবে রাস্তার অনেক প্রদিপ, কিন্তু তবুও জলে থাকবে আলো। কারোন বাইরে রাতেও একটা পৃথিবি আছে, জে পৃথিবি জেগে থাকে।

পুলিশের বড়ো বাবুর আপিসের সদর দরজা বন্ধ। টিম টিম কোরে আলো জলছে পাশের লাইট পোস্ট থেকে। পোস্টের নিচে দাড়িয়ে থাকা মধ্য বয়েসি মহিলাটি আমার দিকে এগিয়ে এসে প্রায় কানে কানে, অর্থাত কানের কাছে কান না এনেই ফিসফিসিয়ে বললো, লাগে?

তখোনও রাস্তা দিয়ে অনেক মানুসের জাতায়াত চলছে। তাদেরকে পরোয়া না কোরে একজন একাকি মহিলা আর এক পুরুসের কাছে এসে নির্ভয়ে এই প্রস্তাব রাখছে রাতের আবছা অন্ধোকারে, বাবু লাগে?

পারে। তাদেরকে পারতে হয়। জগোতে মানুসের বেচে থাকার জোন্য এমোন কিছু পথ এই সমাজ কোরে দিয়েছে জে, সেই পথ অজানা অন্ধোকারের ধোয়ার মতো অস্পস্টো অথচ বাস্তব। জা ঘটে তার কিছুটা আমরা জানি, বাকি ইতিহাস সহস্যময়, অজানা। একজন নারির অন্ধোকার রাতের জিবোনের ইতিহাস আরো ঘোলাটে।

আমি ‘লাগে’ শব্দের মানে জানি।

****

আমি সেখান থেকে রাস্তা পার হোয়ে বৃদ্ধকে অনুসরন করতে থাকি। সেই বৃদ্ধ কিছুই জানে না জে, এই শিতের রাত্তিরে একজন আবাল অর্থাত আমি আবুল ঘরের খেয়ে বনের মোস তাড়াচ্ছি। তার পিছে ছুটে কি লাভ? জা জানার তা তো জেনেই গেছি জে, লোকটা ইমপোস্টার। কিন্তু তখোনো

অনেক বাকি। খাটার মজা নাকি তলে। অর্থাত সিনেমার শেস না দেখতে পেলে সুক্ত নুন ছাড়া হোলে জেমোন খেতে হয় তেমোন হোয়ে জাবে।

ব্রিটিশ আমোলের ব্রিজ পেরিয়ে হেটে জাওয়া বৃদ্ধ তার নেতিয়ে পড়া জননাঙ্গের কাছে ঝুলে থাকা ট্যাকে মাঝে মাঝে হাত দেন। ভ্রম হয় অন্য কিছু করছেন কি না। তাই বোলে রাস্তায়? আমার মোন আমাকে বলে, কেনো নয়?

অসম্ভব কিছু না।

****

মাগরিবের নামাজ।

মসজিদে ইমাম সাবে সালাম ফেরালেই সজোরে ককিয়ে ওঠা এক বৃদ্ধের দিকে পেছোন ফিরে তাকাই। আমি বস্তুত এমোন আর্তনাদ খুব কমই শুনেছি। সেই অসহায় আর্তনাদের কবোলে পড়ে আমি ভাবতে থাকি আমার জুতো কেনা আর বুঝি হোলো না। পকেটে জুতোর টাকা, কাতারে আর্তনাদ। আমি ভাবি জুতো চুলোয় জাক, এরে টাকা দিতেই হবে। বৃদ্ধের মেয়ে আঠারো দিন হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছে। পেটে ডাবের মতো সাইজের একটা টিউমার নিয়ে বেচে থাকা বিরাট জুদ্ধের মাঠে শত্রুর সামনে মুকাবিলার চেয়ে কম নয়। আর শত্রু জেখানে মৃত্যু সেখানে এর গভিরতা বোঝানোর আর কোনো দরকার নেই।

নামাজ শেস কোরে আমি রাস্তায় নামি। আমার সামনে বৃদ্ধ, তাকে আমি আমার জুতো কেনার পয়সা দেবো। মসজিদের উঠানে বৃদ্ধের সেই নিদারুন অভিনয় তখোনও চোলছে। সেই অভিনয়ে সবাই কাত। সবাই টাকা ঢালছে পরোকালের রুজি কামানোর জোন্য। বৃদ্ধের হাতে জমতে থাকে টাকা, মুসল্লিদের ঘাড়ের আমোলনামায় জড়ো হোতে থাকে পুন্য। আমার জুতো কেনার পয়সাটা জাবো জাবো কোরছে। কিন্তু তখোনও গেলো না। আমি অপেকখা কোরি। আই তার এই কান্না, এই গগোন ফাটানো অভিব্যক্তির শেস দেখতে চাই বোলেই হয়তো আরো অপেকখা কোরি।

তখোন সব মুসল্লিরা চোলে গেছে। বৃদ্ধের হাত ভোরে আছে কাচা টাকায়। আমি এক পাশে দাড়িয়ে। ভাবখানা এমোন জে, আমি আমার কাজেই ব্যস্ত। পাছে সেয়ানা বৃদ্ধ সব বুঝে জায়! তিনি মসজিদের ফটোকে ফাটকাবাজ টাইপের একজনের সঙ্গে কথা বলেন। আমার সন্দেহ হয়। কিন্তু একটু আগে করা তার করুন আর্তনাদ আমাকে ছুয়ে জায়। মেঘ এসে ছুয়ে ছুয়ে জায়, আর্তনাদ আমাকে ছুয়ে জায়, আমাকে ব্যথিত কোরে ছাড়ে। কিন্তু আমি তখোনও একটু সময় নিতে চাই। আমি ভাবি, এই বৃদ্ধকে টাকা না হয় আমি দিলাম। কিন্তু আমার হাতে তখোনও অনেক সময়। আমার হাতে অনেক অবসর। আমি বৃদ্ধকে অনুসরন কোরতে থাকি।

দুর থেকে আমি দেখবো, বৃদ্ধ বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে হাটবেন। তারপর তিনি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জাবেন। বাজার। দঙ্গলটা বাজার। বৃদ্ধ সেই বাজারে অন্য ক্রেতাদের নাচিয়ে কুদিয়ে গুতিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জাবেন। তারপর সেখান থেকে বের হবেন। তারপর তিনি তার নেতিয়ে পড়া জননাঙ্গের প্রায় কাছে সজত্নে রাখা ট্যাকে হাত দেবেন। তারপর অন্য দঙ্গলে ঢুকে পোড়বেন। এখান থেকে কয় প্রস্ত শিতের কাপোড় কিনে নেবেন। তারপর লুঙ্গি উচু কোরে জননাঙ্গ প্রায় আলগা কোরে দড়ি দিয়ে বাধা ট্যাকে বাকি টাকা গুজে একটা বিড়ি ধরাবেন। তারপর অন্ধোকার পৃথিবির একজন নারির সঙ্গে আমার দেখা হবে। তারপর অপরিচিতের পোরিচয়ে জানার লিস্টি আমার বাড়তে থাকবে। তারপর পোরিচয়ের আড়ালে প্রয়োজনের তাগিদকে মিথ্যেয় মোড়া অজুহাতের কান্নায় হালনাগাদ করাকে আমার আর দোশ মোনে হবে না। তারপর পুলিশের মাইকে বকর বকর শোনা জাবে - রাস্তার মালামাল উঠে জাবে। তারপর দেশ এগিয়ে জাবে এই দাবির সপকখের মিছিল শোনা জাবে। এইভাবে চোলতে থাকবে পৃথিবির সব কিছু। পৃথিবি থেমে জাবে না। কোনো কিছু দিয়ে সময়কে, জিবোনকে আটকানো জাবে না।

তারপর বৃদ্ধ হেটে চোলবেন সেতুর দিকে।

নোদির ওপারে ঘন কুয়াশা।

তারপর সেই কুয়াশায় বৃদ্ধ মিলিয়ে জাবেন।

একটি নোতুন ও ঝরঝরে বাঙলা বানানরিতি

বাঙলা ভাসার শব্দ বানানের খেত্রে নোতুন একটি রিতি এই বোইয়ে সন্নিবেশ করা হোয়েছে। বাঙলা সকিয়তা লাভ করুক এই ইচ্ছে। বাঙলা বানান নিয়ে তেলেসমাতি বন্ধ হোউক। বাঙলা ভাসার লেখন পদ্ধতি ঝরঝরে, সাবোলিল ও সহোজবোধ্য হোউক।

আমেন

তবে নতুন এই রিতিকে গ্রহোন কোরতে সময় লাগবে আপনার। আমার কাছে এখোন জেমন সোয়ে গেছে, আপনার কাছেও সোয়ে জাবে। কিন্তু সময় দিতে হবে। পরিবর্তন কি একদিনে আসে? Rome was not built in a day. তবে এই পদ্ধতির সবচেয়ে 'হ্যা' বোধক দিক হোলো, ছেলেরা আর কুমড়ো লিখতে পটাশ লিখবে না। অর্থাত কুমড়োপটাশ করবে না। গোজামিল দেবে না। ব্যাঙ লিখতে কেউ ব্যাঙের ছাতা লিখবে না, কিঙবা কলোস লিখতে ঠিলে। এই রিতিতে বাঙলাভাসিরা এমোন কি জারা নতুন কোরে বাঙলা শিখবেন তারাও সহোজে বাঙলা লিখতে পারবেন। পোড়তে অর্থাত উচ্চারন কোরতে আরো বেশি সুবিধা হবে। অর্থাত সঠিকভাবে বাঙলা শব্দের বানান লিখতে ও শিখতে সকখম হবে সবাই। তাহোলে এবার চলুন পরিবর্তনগুলো চেখে আসি।

পরিবর্তনের নাম দ্রোহ। ভেঙে গুড়িয়ে নতুন কিছু করার নাম বিদ্রোহ।

'বলো বির
বলো উন্নত মমো শির'

- 'ঈ' এবঙ 'ঊ' ব্যবহার না কোরে এদের পরিবর্তে জথাক্রমে 'ই' এবঙ 'উ' ব্যবহার করা হোয়েছে।

- দির্ঘ- ই কার এবঙ দির্ঘ- উ কার ব্যবহার না কোরে এদের পরিবর্তে জথাক্রমে ই - কার এবঙ উ - কার ব্যবহার করা হোয়েছে।
- 'ন' এবঙ 'স' কে মুক্তি দেয়া হোয়েছে। অর্থাত ন- ত্ব বিধান এবঙ স- ত্ব বিধান মানা হয়নি। বাঙলা উচ্চারনে জাদের এখোন আর কোনো বিশেসত্তো নেই, তাদেরকে নিয়ে জুগ জুগ ফাও ঘানি টানারও কোনো মানে নেই। বাঙলা ভাসার এই দাসত্তো থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।
- জ- এর বদলে জ ব্যবহৃত হোয়েছে। হিন্দি বা সঙস্কৃত ভাসার মতো জ এর উচ্চারন বাঙলাতে নেই। আমরা ইউবরাজকে জুবোরাজ বোলি, ইয়াত্রাকে জাত্রা বোলি, অর্থাত জ- এর মুল উচ্চারন বাঙলা শব্দে অনুপস্থিত। তবুও তাকে পুশে রেখেছি। একই উচ্চারনের জোন্য দুইটা বর্নো প্রয়োজনহিন। প্রোশ্নো আসতে পারে, আঙরেজিতে chef, shot, chauvinism প্রভৃতি শব্দে ch এবঙ sh এর উচ্চারন একই। এর উত্তোরে বলা জায় জে, ইঙরেজি ভাসায় বিভিন্নো দেশ ও জাতির নিজশশো শব্দ অনেক বেশি মাত্রায় গৃহিত হোয়েছে। তারা অনেক খেত্রে বানানরিতিকেও ওইভাবেই গ্রহোন করার ফলে এই ব্যতিক্রম তৈরি হোয়েছে।
- একই ধরোনের উচ্চারনের দোসের জোন্য অনুস্বার এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ঙ ব্যবহার করা হোয়েছে।
- জাকে আমরা জ- ফলা বোলে চিনি, তাকে অপরিবর্তিত রাখা হোয়েছে, কিন্তু সেটাকে য় এর ফলা হিসেবে গ্রহোন করা হবে।
- বিসর্গকে অনেক স্থানে মুক্তি দেয়া হোয়েছে।
- ব- ফলা শব্দের প্রোথোমে প্রয়োজনহিন। বাঙলা ভাসার বর্নে অন্তোস্থ ব এর তেমন ব্যবহার নেই। শব্দের মাঝে কিছু স্থান দখল কোরে আছে এটি। কিন্তু সেটা উচ্চারন হিসেবে নিজের বৈশিস্টো প্রোকাশ না কোরে বরঙ একই বর্নের সঙজুক্ত উচ্চারন তৈরি করে। জেমন,

বিস্বাদ (বাঙলায় এর উচ্চারন বিসসাদ, বিসওয়াদ না)। আর শব্দের শুরুতে তো এটা একেবারেই প্রয়োজনহিন। জেমন স্বাধিন (উচ্চারন সাধিন, সোয়াধিন না)।

- সঙজুক্ত বর্নো, জেমন 'ষ্ঠ' কে 'শ' এবঙ'ঠ' দিয়ে লিখিত হোয়েছে। উদাহরন, জেষ্ঠ - জেশঠো।
- 'ষ্ট' কে 'স্ট' দিয়ে পরিবর্তন করা হোয়েছে। এমনিতেই বিদেশি শব্দের জুক্ত বানানে জেমন station, steamer ইত্যাদি শব্দ লিখতে গিয়ে আমরা লিখি ষ্টেশন বা ষ্টিমার। কিন্তু এর সঠিক বানান কিন্তু স্টেশন এবঙ স্টিমার। বাঙলা দেশের সেনাবাহিনির তলা জে ফুটো তা আগেই জানতাম, কিন্তু trust কোরিনি। জখোন দেখলাম জে trust এর বাঙলা বানান তারা ট্রাষ্ট (আসোলে ট্রাস্ট হবে) লেকেন তখোন আমার বিশশাস আরো দৃঢ় হোয়েছে জে, বাঙলা দেশের মতো দেশে সেনাবাহিনি পুশে রাখা আসোলে ফাও। টাকা ঢালো, সকালে উঠে দঙ্গল ধোরে পিটি করাও আর বসে বোসে খাওয়াও। কোনো দরকার আছে?
- ছ, স, শ ইত্যাদি বর্নোসহ আরো অনেক বর্নোর উচ্চারনে গড়মিল আছে বাঙলা ভাসায়। জেমন, 'শালা, সত্যি সামনে আয়, ছাতি ফাটিয়ে দেবো', সেলিম রেগে বলে। অথবা, 'শামসুর রাহমান সব হিসেব কোরে সামছুকে বোললেন, শামসুকে ডাকো'। বাঙলায় এইসব উদ্ভট তেলেসমাতির সমাধান করা দরকার। কাজ করা দরকার এদেশের পোন্ডিতদের। কিন্তু চিবিয়ে চিবিয়ে বাঙলা বোলে ফাও পান্ডিত্য জাহের করা, আর বাতেনে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো ছাড়া তারা আর কিছু করেন বোলে লাগে না।
- শব্দের উচ্চারন অনুজায়ি বানান করার চেস্টা করা হোয়েছে। জেমোন, সার বোললেন, বড়ো হওয়ার ঢঙ কেনো করো, বুঝেছো বরঙ বড়ো হোয়ে ওঠো। সে তার কাজটা করে, তুমিও তোমার কাজটা কোরে জাও। বোই পোড়তে বলাতে সে বোললো, তুমি পড়োনা, তবে আমি কেনো? আমার মত হোচ্ছে, অর্থাত আমার আপনাকে বোলতে ইচ্ছে করে, আমার মতো কোরে আপনি আবার ভাবতে বোসবেন না। করোন, কি কোরিছেন? করোন কোইলেন, কোসে কোরিওগ্রাফির কাম কোরি, ইত্যাদি। করোন শব্দটা লিখতে গিয়ে

আপনি জানেন জে, ক এর পরে একটা অদৃশ্য অ আছে। বাঙলা শব্দের নিয়মই এটা। কোনো 'কার' চিহ্ন না থাকলে সেখানে অ-কার আছে। করোনের ক-এর জেমোন উচ্চারন। একইভাবে 'হলো' শব্দটা লিখতে শব্দের শুরুতে হ এর পরেও একটা অ-কার আছে। তাহোলে হ-এর উচ্চারন কেমোন কোরে হো-এর মতো হোয়ে জাবে? এটা দিচারিতা। বাঙলাকে এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আপনি নিশ্চয় জানেন জে, বাঙলাতে আমরা জে অনেক শব্দ একই বানান লিখে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারন কোরি। এই উদাহরনগুলিতে আপনি দেখতে পেয়েছেন জে, আমরা উচ্চারন অনুজায়ি সেগুলোকে আলাদা কোরে দিয়েছি। আমার মতে এটা-ই সঠিক। নোইলে, হলে গিয়ে ডাল খেতে হোলে গাছের ডাল মাথায় ভেঙে পোড়ে পাগোল হওয়া ডালকুত্তা জোদি রাস্তায় আপনাকে দেখে ফেলে, তখোন ভয়ে দৌড়ে চিপায় লুকাতে গিয়ে দেখবেন জে, কারা জেনো ডাল খাচ্ছে।

কিন্তু পুলিসে ধরলো আপনাকে। আপনি বোললেন, আমি তো ডাল খেতে জাইনি, আমি হলের ডাল খেতে গিয়েছিলাম। পুলিশ আপনার কথা শুনে ভিমরি খাবে। আর আমি নিশ্চিত আপনার ঠিকানা মানসিক হাসপাতাল। তার আগে সরকারি হাসপাতালের নার্সদের আদোর। সে আদরে আপনার মোরে জেতে ইচ্ছে কোরবে। তবে সবার আগে গড়ে প্যাদানি।

দেখুন তো উচ্চারন ঠিক কোরে না লিখলে কি হয়! আপনি খাবেন বিশশোবিদ্যালয়ের হলে। কিন্তু 'খেতে হোলে' না বোলে 'খেতে হলে' লিখেছেন। আর ডাইলখোরেরা ডাইল খেয়ে পালিয়েছে কিন্তু আপনি মাগার ডাল কিঙবা ডাইল কিসসু পেলেন না। পেলেন মোটা বেতের বাড়ি।

সব পোড়ে টোড়ে একজন আমার ভাই আমাকে বল্লেন, আঙরেজি 'But' কে তো 'বাট' বোলি, আবার 'Put' কে পুট। তা হবে কেনো? তোমার নিয়ম মতে এটা 'পাট' হবে নইলে ওটা

‘বুট’। আমি তাকে বাঙলা শব্দের তেলেসমাতি নিয়ে উদাহরন হিসেবে ‘একটা’ এবঙ ‘একতা’ - এই দুটো শব্দ বোলেছিলাম। একই রঙের একই ঢঙয়ের শব্দ অথচ উচ্চারন ভিন্ন।

প্রোশ্নো হোচ্ছে, এমোন কেনো হবে?

আমার মতে ‘একটা’কে ‘অ্যাক্টা’ উচ্চারন কোরলে ‘একতা’কেও ‘অ্যাক্তা’ বোলতে হবে। নোইলে ‘একতা’ এর বানান হওয়া উচিত ‘একোতা’। কারোন শব্দটির উচ্চারনই তো খুদ ‘একোতা’- এর মতোন। এ কথা শোনার পরে উনি ‘But’ এবঙ ‘Put’ এর উদাহরন টেনেছিলেন।

তার এই মন্তোব্যের প্রেকখিতে আমি বোলি কি, ইঙরেজি তো মুলতো ব্রিটিশদের ভাসা। তারা একসময় সারা বিশশো শাসন কোরেছে। জেখানেই গেছে সেখান থেকেই শব্দ নিয়ে নিজেদের ভাসাকে সমৃদ্ধ কোরেছে। অর্থাত একটা উঠুলে ভাসার মধ্যে এই ধরোনের সমস্যা থাকতেই পারে। কিন্তু আপনি জোদি জর্মন, ইতালিয়ান কিঙবা ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ভাসাগুলোর দিকে নজর দেন তাহোলে দেখবেন জে, তাদের উচ্চারনও জা, লিখছেও তা। একেই বলে আভিজাত্য ও সঙস্কার।

তখোন ছিদ্রান্নেসনকারিরা তেড়ে এসে বলবেন, আপনি মিয়া নিজেই পরিবর্তনের কথা কন, এহোন আবার জর্মন, ফ্রেঞ্চ গো পকখো টাইনা সঙস্কার সঙস্কার কোরতে আছেন। মিয়া আফনে নিজেই দেহি দুই নম্বর!

আমি হেসে দিয়ে বোলি, টানবোই তো। ক্লাইভ জখোন এ দেশিয় দোসরদের সঙ্গে নিয়ে সিরাজের বিপকখে জুদ্ধো শানায়ে আমাদের মাতৃভুমি এই উপমহাদেশকে অধিকার কোরে নিতে চেয়েছে, এবঙ নিয়েছেও, তখোন ফ্রেঞ্চরা ইঙরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহে জে একটু সাহাজ্য কোরেছিলেন, এটা তার দেনা শোধ। ভাসার ব্যাপারে ফ্রেঞ্চ, জর্মন, ইতালিয় কিঙবা স্পেনবাসিরা আর জা হোক জাত খোয়ায়নি।

কিন্তু আমরা বাঙালিরা নিজেদের জাত ধুইয়ে দিয়ে খুব খুশি।

তবে এই নিয়মই জে মানা হবে তার কোনো কথা নেই। একদিন এমোন দিন অবশ্য আসবে। বাঙলার ওইটেই ভবিস্যত। সঙস্কৃত ভাসার দাসত্তো থেকে বেরিয়ে আসোলেই বাঙলা তার সকিয় রুপে আত্মপ্রোকাশ কোরবে এই বিশশাস। আর আমি এখোন জে রিতিতে লিখছি এটা আমার নিজের একটা বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফসোল।

আমি আম অর্থাত শুদ্র শ্রেনির, সাধারোন। আমের আটি বোললে আমাকে আরো ভালোভাবে চেনা জাবে। খুদ বিদ্যাসাগরকেও অনেক ঠেলা সামলাতে হোয়েছে। আর এই লেখক হোলো আলোর ঘরের চৌকাঠের বাইরে উঠোনের মাথায় জে পথ, ওই পথের কোথায় শেস তা জানা নেই, তবে বহুদুরের কোথাও এক খানাখন্দের মধ্যে পোড়ে থাকা কচু গাছের ঝুলে পড়া পচা ডাটি। ওইখানে আলো পৌছে না।

ঠেলা সামহালকে রাখার খমোতা তার নেই।

(ভানু ভাস্কর)

২৯ আগস্ট ২০১৬,
চিয়াঙমাই, থাইল্যান্ড।

বিদেই হোই